সূচীপত্র

সাপ্তাহিক
আরাফাত
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

مجلة عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

◇ ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ◇ সোমবার ◇ বর্ষ: ৬৫ ◇ সংখ্যা: ৪৯-৫০

www.weeklyarafat.com

কোবে মসজিদ, জাপান

সূচীপত্র

সাপ্তাহিক
আরাফাত
প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৫৭
মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي
مجلة أسبوعية دينية أدبية ثقافية وتاريخية الصادرة من مكتب الجمعية

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)
সম্পাদকমন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়ার যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ১০০/- (একশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোন সময় এজেন্সি নেওয়া যায়। ১০ কপির কমে এজন্সি দেওয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০%, ২৬-৭০ কপির জন্য ২৫% এবং ৭০ কপির উর্দ্ধে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য সংখ্যা দেওয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা বিকাশ বা সাপ্তাহিক আরাফাতের নিজস্ব একাউন্ট নাম্বারে জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

ব্যাংক একাউন্টসমূহ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.
নওয়াবপুর রোড শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০১

বিকাশ নম্বর
০১৯৩৩৩৫৫৯০৫
চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

সাপ্তাহিক আরাফাত
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১৭৯০২০১৩৩৫৯০৭
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.
বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগে পৃথক পৃথক মোবাইল নম্বর প্রদত্ত হলো। লেনদেন-এর পর সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আপনি কি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক আলোকিত জীবন গড়তে চান?
তাহলে নিয়মিত পড়ুন : মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

ও কুরআন- সুন্নাহ'র আলোকে রচিত জমঈয়ত প্রকাশিত বইসমূহ

যোগাযোগ | ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা- ১২০৪
ফোন : ০২-৭৫৪২৪৩৪, মোবইল : ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
www.jamiyat.org.bd

সূচীপত্র

مجلة عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي

সাপ্তাহিক আরাফাত

মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

প্রতিষ্ঠাকাল - ১৯৫৭
রেজি - ডি.এ. ৬০
প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড,
ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

* বর্ষ : ৬৫
* সংখ্যা : ৪৯-৫০
* বার : সোমবার

◈ ২৩ সেপ্টেম্বর-২০২৪ ঈসায়ী
◈ ০৮ আশ্বিন-১৪৩১ বঙ্গাব্দ
◈ ১৯ রবিউল আউয়াল-১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক
আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

সহযোগী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী

ব্যবস্থাপক
রবিউল ইসলাম

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে. এম. শামসুল আলম
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন

সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
উপাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
মুহাম্মদ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী

যোগাযোগ

সাপ্তাহিক আরাফাত

জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা ৩নং গেইট, ঢাকা-১২০৪।

সম্পাদক	: ০১৭৬১-৮৯৭০৭৬	বিপণন অফিসার	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
সহযোগী সম্পাদক	: ০১৭১৬-৯০৬৪৮৭	কম্পিউটার বিভাগ	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৭
ব্যবস্থাপক	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০১	টেলিফোন	: ০২-৭৫৪২৪৩৪

weeklyarafat@gmail.com
www.weeklyarafat.com
jamiyat1946.bd@gmail.com

মূল্য : ২৫/-
(পঁচিশ) টাকা মাত্র।

www.jamiyat.org.bd
f/shaptahikArafat
f/group/weeklyarafat

©AH

مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش

٩٨ نواب فور، داكا-١١٠٠.

الهاتف: ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال: ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١

المؤسس: العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)

الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة:

الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)

الرئيس الحالي لمجلس الإدارة:

الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعالى)

رئيس التحرير: أ/أبو عادل محمد هارون حسين

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক	সান্মাসিক
বাংলাদেশ	৭০০/-	৩৫০/-
দক্ষিণ এশিয়া	২৮ U.S. ডলার	১৪ U.S. ডলার
এশিয়ার অন্যান্য দেশ	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
সিঙ্গাপুর	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রুনাই	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
মধ্যপ্রাচ্য	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াসহ পশ্চিমা দেশ	৫০ U.S. ডলার	২৬ U.S. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৪০ U.S. ডলার	২০ U.S. ডলার

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

বংশাল শাখা: (সঞ্চয়ী হিসাব নং- ১৩৩৫৯)

অনুকূলে **জমা/ডিডি/টিটি/অনলাইনে** প্রেরণ করা যাবে।

অথবা

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

অফিসের বিকাশ (পার্সোনাল): ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫

নম্বরে বিকাশ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, বিকাশে অর্থ পাঠানোর পর কল করে নিশ্চিত হোন!

সূচিপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০৩
- **আল কুরআনুল হাকীম:**
  - **যাদের কর্ম-প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনেই পণ্ড হয়!**
    আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ- ০৪
- **হাদীসে রাসূল ﷺ:**
  - **মহান আল্লাহর জন্যে কাউকে ভালোবাসা**
    গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ০৭
- **প্রবন্ধ:**
  - **ছাত্র-জনতা কিংবা অন্যরা দায়ভার নেবে কেন?**
    আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী- ১২
  - **ইসলামে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ও পরস্পরের অধিকার**
    মূল: মাওলানা আব্দুর রহীম
    সংক্ষেপিতকরণে: হাফিয মুহাম্মাদ আইয়ূব- ১৪
- **ক্বাসাসুল কুরআন:**
  - **সূরা আল বুরূজে এক বুদ্ধিমান বালকের ঘটনা**
    আবূ তাহসীন মুহাম্মদ- ২১
- **বিশুদ্ধ 'আক্বীদাহ্ বনাম প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাস** ২৪
- **কবিতা** ২৬
- **জমঈয়ত সংবাদ** ২৭
- **শুব্বান সংবাদ** ২৯
- **স্বাস্থ্য সচেতনতা** ৩০
- **ফাতাওয়া ও মাসায়েল** ৩১
- **প্রচ্ছদ রচনা** ৩৬
- **অক্টোবর মাসের নামাযের সময়সূচী** ৩৭
- **৬৫ বর্ষে প্রকাশিত বিষয়সমূহ** ৩৮

সম্পাদকীয়

গৌরবময় পঁয়ষট্টিতম বর্ষের সমাপ্তি

আধুনিক সভ্যতার বাহন সংবাদপত্র। আঠারো শতকে ইউরোপে আধুনিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে সাংবাদিকতার সূচনা হয়। বাংলা সাংবাদিকতার যাত্রা শুরু হয় ১৮১৮ সালে 'বাঙ্গাল গেজেট', 'দিকদর্শন' ও 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকা প্রকাশের মধ্য দিয়ে। অপরদিকে ইসলামী সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলে মুসলিম সাংবাদিকতার জনক মাওলানা আকরাম খাঁ সম্পাদনার দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে ১৯০৩ সালে 'মাসিক মুহাম্মদী' পত্রিকার প্রকাশনা শুরু করেন। সেই ধারাবাহিকতায় ১৯৫৭ সালে মুসলিম সাংবাদিকতার পথিকৃৎ, সুসাহিত্যিক, দার্শনিক ও প্রাজ্ঞ আলেম আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী (রাহিমাহুল্লাহ) সাপ্তাহিক আরাফাত পত্রিকার সূচনা করেন এবং এ সাপ্তাহিকীর প্রকাশক ও সম্পাদক হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। অবশ্য সাপ্তাহিক আরাফাত প্রকাশের আগে তিনি ১৯৪৯ সালে 'মাসিক তর্জুমানুল হাদীস' এবং তারও আগে ১৯২৪ সালে 'সাপ্তাহিক সত্যাগ্রহী' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে প্রকাশনা কার্যক্রম করেন। কিন্তু দীর্ঘ পথপরিক্রমায় অন্য পত্রিকাগুলোর প্রকাশনা মাঝপথে থেমে গেলেও মহান আল্লাহর অসীম কৃপায় আজও সাপ্তাহিক আরাফাত-এর প্রকাশনা নিরবচ্ছিন্নভাবে অব্যাহত আছে। হয়ত কখনো কখনো প্রতিকূল প্রেক্ষাপটে দেরিতে প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু প্রকাশনার ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়েনি। এ গৌরব কেবল এদেশের আহলে হাদীস পরিবারের সদস্যদের নয়; বরং এটি গোটা প্রকাশনা জগতের গৌরব, সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী মানুষের সম্মান।

১৯৬০ সালে আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী (রাহিমাহুল্লাহ) ইহধান ত্যাগ করেন। এরপর স্বাধীনতা পূর্ব অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা এবং দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম– কিন্তু সাপ্তাহিক আরাফাত পাহাড়সম প্রতিকূলতা ডিঙিয়ে প্রভাকরের ন্যায় নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্যোতির্ময় করেছে বাংলার আকাশকে। আলোকিত হয়েছেন বাংলা ভাষাভাষী মানুষ। নেপথ্যে যিনি বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়েছেন, তিনি আমাদের সকলের প্রাণপ্রিয় আদর্শিক ব্যক্তিত্ব প্রফেসর ড. আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রাহিমাহুল্লাহ)। তাঁর সহযোদ্ধা ছিলেন বাংলা ভাষা-সাহিত্যের অন্যতম কিংবদন্তী আব্দুর রহমান বিএবিটি (রাহিমাহুল্লাহ)। এরপর বহু সময় অতিবাহিত হয়েছে। কাগুজে পত্রিকার পাশাপাশি রেডিও-টেলিভিশন মিডিয়াজগৎকে সমৃদ্ধ করেছে। সময়ের পালাবদলে যুক্ত হয়েছে ইন্টারনেট। মানুষ এখন কাগুজে পত্রিকা ছেড়ে অনলাইন নির্ভর হয়ে পড়েছে।

এই তো একবিংশ শতকের প্রথম দশকেও সংবাদপত্রের কি রমরমা ব্যাবসা। সূর্যোদয়ের আগে হকাররা ভিড় জমাতেন পত্রিকার এজেন্সি অফিসগুলোতে। তারপর নিজস্ব স্টাইলে প্রসেসিং করে সকাল ছয়টা থেকে সাতটার মধ্যে গ্রাহকদের কাছে পত্রিকা পৌঁছানোর প্রতিযোগিতা। প্রত্যেক হকারের পৃথক পৃথক লেন বা এরিয়া ছিল। একজনের অন্যজনের এরিয়ায় প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। এ থেকেই বুঝা যায় যে, পত্রিকা হকারদের ব্যবসায় কতটা পেশাদারিত্ব ছিল।

এদিকে শহরের বাসিন্দাগণ বিশেষ করে পরিবারের কর্তাব্যক্তিটি তীর্থের কাকের মতো অপেক্ষা করতেন, কখন হকার তার পছন্দের সংবাদপত্রটি দরজার নীচ দিয়ে প্রবেশ করিয়ে কড়া নেড়ে বলবে, 'পেপার পেপার'। অফিসগামী বাসেও গন্তব্যে পৌঁছানো পর্যন্ত অন্তত ৪/৫জন হকার উঠে পেপার পেপার বলে হাঁকতেন। এছাড়াও রাস্তার মোড়ে মোড়ে দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকার পসরা সাজিয়ে বসতেন হকাররা। এখন এসব দৃশ্য স্মৃতির পাতায় বন্দি। সিনিয়র সিটিজেনদের মধ্যে দু-একজনের পত্রিকা পড়ার নেশা থাকলেও তা গণনা করার মতো নয়। দৈনিক সংবাদপত্র মাঝে মাঝে চোখে পড়লেও সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন নেই বললেও অত্যুক্তি হবে না। তবে আল্লাহ তা'আলার অপার অনুগ্রহে সাপ্তাহিক আরাফাত এখনো স্বমহিমায় ভাস্বর। নিরন্তর প্রকাশনার আজ ৬৫তম বছর পূর্ণ হলো– ফালিল্লাহিল হামদ।

আমরা সকলেই জানি, মূলত কাগুজে পত্রিকার সমাধি রচনা করেছে মুঠোফোন। প্রযুক্তি নির্ভর মানুষ এখন আর কাগুজে পত্রিকায় চোখ বোলাতে চায় না। নিউজ পোর্টালে ঢুকে পছন্দ মতো পত্রিকা পড়তে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। সময়ের ব্যবধানে অনেক কিছুই বদলে যায়। তারাই প্রতিযোগিতায় টিকে থাকে যারা সময়ের সাথে নিজেকে বদলাতে পারে। এ কথা অকপটে স্বীকার করছি– কিছু প্রতিকূলতার কারণে সাপ্তাহিক আরাফাত এখনো কাঙ্ক্ষিত অনলাইন নির্ভর হয়ে ওঠেনি। তবে আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে ইন্‌শা-আল্লাহ। সকলের সার্বিক সহযোগিতা আমাদের পথচলাকে আরো মসৃণ করবে।

পঁয়ষট্টি বর্ষের বিদায়লগ্নে লেখক পাঠক শুভানুধ্যায়ী ও কলাকুশলীসহ সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও মোবারকবাদ জানাই এবং সূচনালগ্ন থেকে যাঁরা খিদমত আঞ্জাম দিয়ে পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা তাঁদের প্রতি রহম করুন এবং জান্নাতের মেহমান হিসেবে কবুল করুন –আমীন। ❑

আল কুরআনুল হাকীম

যাদের কর্ম-প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনেই পণ্ড হয়!

–আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ*

আল্লাহ তা'আলার বাণী

﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا ○ اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ○ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِهٖ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا﴾

গুরুত্বপূর্ণ কিছু শব্দার্থ

هَلْ نُنَبِّئُكُمْ অর্থ- আমরা কি তোমাদেরকে সংবাদ দেব? ضَلَّ অর্থ- সে নষ্ট করে ফেলেছে। سَعْيُهُمْ অর্থ- তাদের প্রচেষ্টাসমূহ। يَحْسَبُوْنَ অর্থ- তারা মনে করে। صُنْعًا অর্থ- ভালো/পুণ্য কাজ। لِقَآئِهٖ অর্থ- তার সাথে সাক্ষাৎ (দিদারে এলাহী)। فَحَبِطَتْ অর্থ- অতঃপর সে ধ্বংস করে দিয়েছে।

সরল বঙ্গানুবাদ

"(হে রাসূল [ﷺ]! আপনি তাদেরকে) বলুন, আমরা কি তোমাদেরকে এমন লোকদের কথা জানাব না, যারা 'আমলের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত? ওরাই তারা, পার্থিব জীবনেই যাদের সকল প্রচেষ্টা পণ্ড হয়ে যায়, যদিও তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্মই সম্পাদন করছে। ওরাই তারা যারা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী ও তাঁর সাথে সাক্ষাৎকে অস্বীকার করে; ফলে তাদের কর্ম নিস্ফল হয়ে যায়। সুতরাং কিয়ামতের দিন আমি তাদের জন্য কোনো পরিমাপ রাখব না।"[১]

সূরা ও আয়াতের পরিচয়

দারসে উল্লেখিত আয়াত তিনটি কুরআনুল কারীমের ১৮ নং সূরা আল কাহ্ফ থেকে নেয়া হয়েছে। এ আয়াতগুলো সূরার শেষের দিকের অর্থাৎ- ১০৩ নং আয়াত হতে ১০৫ নং আয়াত।

আলোচ্যবিষয়

আয়াতগুলোর আলোচ্যবিষয় হলো– কারা এবং কেন 'আমল করেও বিচার দিবসে ক্ষতিগ্রস্ত? এ কথা সুস্পষ্ট যে, হাশ্রের মাঠে এমন কিছু লোক থাকবে, যাদের সকল 'আমল বরবাদ হয়ে গেছে। তারা পুণ্যের কাজে পরিশ্রম করেছে কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের সে পরিশ্রমকে পণ্ড করে দিয়েছেন। ওরা কারা? তা নিয়ে কয়েকটি মত পাওয়া যায়। কেউ কেউ বলেন: ওরা ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টান, কেউ কেউ বলেন: ওরা খাওয়ারিজ সম্প্রদায়, কেউ কেউ বলেন, ওরা মুশরিক। মূল কথা হলো– এই আয়াতে ব্যাপকভাবে ঐ সমস্ত ব্যক্তি বা দলকে বুঝানো হয়েছে, যাদের মধ্যে উক্ত ত্রুটিসমূহ বিদ্যমান।

আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসীর

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا-এর ব্যাখ্যা: ইরশাদ হচ্ছে– "বলুন, আমরা কি তোমাদেরকে এমন লোকদের কথা জানাব না, যারা 'আমলের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত? প্রশ্নাকারে কোনো বক্তব্য উপস্থাপন করে শ্রোতামণ্ডলীর মনযোগ আকর্ষণ করা, শ্রোতাদের মনোজগতে সে বিষয়টি জানার জন্য কৌতূহল সৃষ্টি করা –এটি কুরআনুল কারীমের উচ্চাঙ্গের বাচনভঙ্গির একটি। কুরআনুল কারীমের বেশ কয়েকটি স্থানে এ ভঙ্গিতে বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ﴾

অর্থ: "বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান?"[২] তিনি আরো বলেন–

﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ﴾

"হে বিশ্বাসীগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যাবসার সন্ধান দেব?"

এখানেও অনুরূপ শ্রোতাদের মনে এ বিষয়টি বিশেষভাবে উপলব্ধি করার কৌতূহল জাগিয়ে উপস্থাপন করা হচ্ছে–

﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا﴾

অর্থাৎ- "বলুন, আমরা কি তোমাদেরকে এমন লোকদের কথা জানাব, যারা 'আমলের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত?"

এখানে এমন ব্যক্তি ও দলকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যারা কোনো কোনো বিষয়কে ভালো ও পুণ্যের কাজ মনে করে

---

* *এমফিল গবেষক, জগন্নাত বিশ্ববিদ্যালয়।*

[১] *সূরা আল কাহ্ফ: ১০৩-১০৫।*

[২] *সূরা আয্ যুমার: ৯।*

তাতে পরিশ্রম করে কিন্তু মহান আল্লাহর কাছে তাদের সে পরিশ্রম বৃথা এবং তাদের সে কর্মও নিস্ফল। ইমাম কুরতুবী বলেন: এ অবস্থা দু'টি কারণে সৃষ্টি হয়। **(এক)** ভ্রান্তবিশ্বাস এবং **(দুই)** লোক দেখানো মনোবৃত্তি।[৩]

اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا-এর ব্যাখ্যা: ইরশাদ হচ্ছে– "ওরাই তারা, পার্থিব জীবনেই যাদের সকল প্রচেষ্টা পণ্ড হয়ে যায়, যদিও তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্মই সম্পাদন করছে।" অর্থাৎ- তাদের 'আমলগুলো এমন, যা মহান আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় নয়, কিন্তু তাদের ধারণা যে তারা (মহান আল্লাহর পছন্দনীয়) নেক 'আমলই করছে। এই 'আমলগুলো দু'রকমের হতে পারে। **(এক)** 'আমল নেক 'আমলই, কিন্তু এ 'আমলকে উদ্দেশ্য করে সে এমন কিছু কাজ করেছে যে, তার 'আমলটা তখনই বাতিল হয়ে গেছে। সে তা উপলব্ধি করতে পারছে না। যেমন- কাউকে কিছু দান করে খোটা দেওয়া। **(দুই)** নেক 'আমল মনে করে করছে। কিন্তু আসলে এটা নেক 'আমল নয়। যেমন- বিদআত। ইসলামী শরীয়তে নেই অথচ নেকী লাভের আশায় শরীয়ত মনে করেই করছে। এ রকম অনেক বিদআতই আমাদের সমাজে লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ– শবে বরাতের হালুয়া রুটি, ১০ মুহার্‌রমের শোক-মাতম মিছিল ও ব্যাপকভাবে উদযাপিত ঈদে মিলাদুন্নবী ইত্যাদি।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِهٖ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا-এর ব্যাখ্যা: ইরশাদ হচ্ছে– ওরাই তারা যারা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী ও তাঁর সাথে সাক্ষাৎকে অস্বীকার করে; ফলে তাদের কর্ম নিস্ফল হয়ে যায়। সুতরাং কিয়ামতের দিন আমি তাদের জন্য কোনো পরিমাপ রাখব না। এ আয়াতে 'আমল নিস্ফল হওয়ার সুস্পষ্ট দু'টি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে।

(এক) اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ অর্থাৎ- "ওরাই তারা যারা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে।" এখানে اٰيٰتِ رَبِّهِم 'প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী' বলতে মহান আল্লাহর একত্ববাদের ঐ সমস্ত দলিল-প্রমাণ বুঝানো হয়েছে যা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে। অনুরূপভাবে ঐ সমস্ত আয়াতকেও বুঝানো হয়েছে যা তিনি নিজ গ্রন্থসমূহে অবতীর্ণ করেছেন এবং তাঁর নবী ও রাসূলগণ তা মানুষের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন।

[৩] *তাফসীরে কুরতুবী।*

(দুই) وَلِقَآئِهٖ "এবং প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎকে অস্বীকার করা" এখানে প্রতিপালকের সাক্ষাৎকে অস্বীকার করা বলতে পরকালের জীবন বা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করা বুঝানো হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এখানে كَفَرُوْا শব্দটি দিয়ে এ দু'টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করার কারণ হলো– এ দু'টি বৈশিষ্ট্য মূলতঃ কাফিরদের বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্য যাদের মধ্যে থাকবে তাদের সকল 'আমলই নিস্ফল 'আমল বলে গণ্য হবে।

'আমল নিস্ফল বা বাতিল হওয়ার আরো কয়েকটি কারণ: 'আমল নিস্ফল বা বাতিল হওয়ার জন্য কুরআনুল কারীমে উল্লেখিত দু'টি কারণ ছাড়াও আরো বেশ কয়েকটি কারণের উল্লেখ রয়েছে। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো–

১. ঈমানের সাথে কুফ্‌রীর সংমিশ্রণ ঘটলে: ঈমানের সাথে কুফ্‌রীর সংমিশ্রণ ঘটলে জীবনের 'আমল সব বাতিল হয়ে যায়। পরকালে হতে হয় ক্ষতিগ্রস্ত। যেমন- আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

﴿وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ۖ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ﴾

অর্থাৎ- "যারা ঈমানের সাথে কুফ্‌রীকে মিলিয়ে ফেলে তাদের 'আমল নিস্ফল হয়ে যাবে এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"[৪]

২. শির্‌ক করলে: শির্‌ক যেই করুক তার সকল 'আমল বাতিল হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা প্রিয়নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর মতো মানুষকেও সতর্ক করে বলেছেন–

﴿وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ﴾

অর্থাৎ- "আর আপনার প্রতি ও আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই ওহী হয়েছে যে, যদি আপনি শির্‌ক করেন তবে আপনার সমস্ত 'আমল নিস্ফল হবে এবং অবশ্যই আপনি হবেন ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।"[৫]

৩. যারা মহান আল্লাহর নাযিলকৃত কোন বিধানকে অপছন্দ করে: যারা মহান আল্লাহর নাযিলকৃত কোন বিধানকে অপছন্দ করে এবং মহান আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করার মতো কর্ম করে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তাদের 'আমলসমূহও বরবাদ করে দেন। তিনি বলেন–

﴿ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَرِهُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ﴾

অর্থাৎ- "এটা এ জন্য যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তারা তা অপছন্দ করে। কাজেই তিনি তাদের 'আমলসমূহ নিস্ফল করে দেবেন।"[৬]

[৪] *সূরা আল মায়িদাহ: ৫।*
[৫] *সূরা আয্ যুমার: ৬৫।*
[৬] *সূরা মুহাম্মদ: ৯।*

তিনি আরো বলেন–

﴿ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اتَّبَعُوْا مَآ اَسْخَطَ اللّٰهَ وَكَرِهُوْا رِضْوَانَهٗ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ﴾

অর্থাৎ- "এটা এ জন্য যে, তারা এমন সব বিষয়ের অনুসর করে যা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে। আর তারা তার সন্তোষকে অপছন্দ করে, ফলে তিনি তাদের সমস্ত 'আমল বরবাদ করে দেন।"[৭]

৪. যারা মহান আল্লাহর পথে মানুষকে বাধা দেয় এবং রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে: যারা মহান আল্লাহর পথে মানুষকে বাধা দেয় এবং রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তাদের কর্মসমূহ নষ্ট-নিস্ফল করে দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَشَاقُّوا الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى ۙ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ؕ وَسَيُحْبِطُ اَعْمَالَهُمْ﴾

অর্থাৎ- "নিশ্চয় যারা কুফ্‌রী করে, মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত করে এবং হিদায়াত সুস্পষ্ট হওয়ার পরও রাসূলের বিরোধিতা করে, তারা আল্লাহর কোনোই ক্ষতি করতে পারে না। আর অচিরেই তিনি তাদের 'আমলসমূহ নিস্ফল করে দিবেন।"[৮]

৫. রাসূল (ﷺ)-কে কোনোভাবে অসম্মান করলে: রাসূল (ﷺ)-কে কোনোভাবে অসম্মান করলে, তার কথার উপর কথা বললে, তাকে কষ্ট দিলে আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির 'আমল বাতিল করে দেন। লক্ষ্য করুন– একদা নবীজি (ﷺ)-এর সাথে আবূ বক্‌র ও 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-সহ কয়েকজন সাহাবী বসে আছেন, এমন সময়ে বানী তামীম গোত্রের একদল প্রতিনিধি আসলো। এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আপনি বানী তামীম গোত্রের জন্য একজন আমীর নির্ধারণ করে দেন। তাদের এ চাওয়ার প্রেক্ষিতে আবূ বক্‌র সিদ্দিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কাকা ইবনু মা'বাদ-এর নাম উপস্থাপন করলেন। সাথে সাথে 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) প্রতিবাদ করে আকরা ইবনু হাবিসের নাম প্রস্তাব করলেন। তাদের এ কথোপকথনে নবীজি (ﷺ) নিশ্চুপ-নীরব হয়ে গেলেন। তখন আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আবূ বক্‌র ও 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এদের মতো জলীলুল কদর সাহাবীদেরকেও সতর্ক করে ওহী নাযিল করলেন–

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْۤا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ﴾

অর্থাৎ- "হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নবীর বণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চ স্বরে কথা বলো, তার সাথে সেভাবে উচ্চ স্বরে কথা বলো না; কারণ এতে অজ্ঞাতসারেই তোমাদের কর্ম নিস্ফল হয়ে যাবে।"[৯]

'আমলগুলোর সর্বশেষ পরিণতি: আমরা জানি, তাওহীদবাদী মুসলিমদের 'আমল ওজন করা হবে, যাদের 'আমলনামায় পাপ-পুণ্য উভয়ই থাকবে। বিচারে কেউ সফল আবার কেই ব্যর্থ হবে। কিন্তু ওদের 'আমলনামা পুণ্য হতে বিলকুল শূন্য থাকবে। তাদের 'আমল বাহ্যত বিরাট বলে দেখা যাবে, কিন্তু হিসাবের দাঁড়িপাল্লায় তার কোনো ওজন হবে না। কেননা, কুফ্‌র ও শির্‌কের কারণে তাদের 'আমল নিস্ফল ও গুরুত্বহীন হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: কিয়ামতের দিন দীর্ঘদেহী স্থূলকায় ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে, মহান আল্লাহর কাছে মাছির ডানার সমপরিমাণও তার ওজন হবে না। অতঃপর তিনি বলেন: যদি এর সমর্থন চাও, তবে কুরআনের এ আয়াত পাঠ করা–

﴿فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا﴾

অর্থাৎ- "কিয়ামতের দিন আমি তাদের জন্য ওজন করার মতো কোনো কিছু রাখব না।"

শিক্ষাসমূহ

এক. পরকালে 'আমল গণনা করা হবে না; বরং ওজন করা হবে। সুতরাং 'আমলের সংখ্যা বাড়ানোর চেয়ে 'আমলের মান বাড়ানো বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

দুই. 'আমল করে এই 'আমলকে কেন্দ্র করে এমন কিছু করার যাবে না, যার কারণে 'আমল নিস্ফল বা বাতিল হয়ে যায়।

তিন. 'আমলে কোনোপ্রকার রিয়া (লোক দেখানো মনোভাব) থাকবে না, 'আমলে থাকবে পূর্ণ খুলুসিয়াত। 'আমল হবে শ্রেফ লি ওয়াজহিল্লাহ।

চার. কুফ্‌র, শির্‌ক ও ঈমান-কুফ্‌রের সংমিশ্রণ থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হবে।

পাঁচ. 'আমল শুধু করলেই হবে না। কোনো কারণে 'আমল যেন দুনিয়া-আখিরাতে নষ্ট ও নিস্ফল না হয় সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। ❑

---

[৭] *সূরা মুহাম্মদ: ২৮।*
[৮] *সূরা মুহাম্মদ: ৩২।*
[৯] *সূরা আল হুজুরা-ত: ২।*

হাদীসে রাসূল ﷺ

মহান আল্লাহর জন্যে কাউকে ভালোবাসা

–গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক★

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অমিয় বাণী

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَخًا لِلّٰهِ، فِي اللهِ، قَالَ: إِنِّي أُحِبُّكَ لِلّٰهِ، فَدَخَلَا جَمِيْعًا الْجَنَّةَ، كَانَ الَّذِيْ أَحَبَّ فِي اللهِ أَرْفَعَ دَرَجَةً لِحُبِّهِ، عَلَى الَّذِيْ أَحَبَّهُ لَهُ.

সরল বাংলায় অনুবাদ

‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আম্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। নবী (ﷺ) বলেন: যে ব্যক্তি তাঁর অপর ভাইকে মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালোবাসে এবং বলে, আমি তোমাকে মহান আল্লাহর (সন্তুষ্টি লাভের) উদ্দেশ্যে ভালোবাসি, তারা উভয়ে জান্নাতে দাখিল হবে। যার ভালোবাসা অধিক প্রবল হবে সে তার ভাইকে ভালোবাসার কারণে অধিক মর্যাদাবান হবে।[১০]

বর্ণনাকারীর পরিচয়

তাঁর নাম ‘আব্দুল্লাহ, উপনাম আবূ মুহাম্মদ। পিতার নাম ‘আম্র ইবনুল ‘আস। মাতার নাম রীতা বিনতুল মুনাব্বিহ। তাঁর বংশধারা হলো– ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আম্র ইবনুল ‘আস ইবনে ওয়ায়েল ইবনু হিশাম ইবনে সুয়াইদ ইবনুল সাহাম ইবনে ‘আম্র ইবনু হুসাইন ইবনে কাব ইবনুল লুয়াই ইবনে গালিব আল কুরশিস সাহমী। তাঁরা কুরাইশ বংশের একটি শাখা বংশ। তিনি স্বীয় পিতা ‘আম্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)’র পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন সুদক্ষ কুটনীতিক। পিতা ও পুত্র উভয়ই মক্কা বিজয়ের পূর্বে মদিনায় হিজরত করেন। মহানবী (ﷺ)-এর জীবদ্দশায় প্রায় সকল যুদ্ধে তাঁর পিতা স্বীয় নেতৃত্বের ঝাণ্ডা পুত্র ‘আব্দুল্লাহ’র হাতে তুলে দেন।

‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আম্র ইবনে ‘আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীগণের মধ্যে অন্যতম এবং ‘আব্দুল্লাহ নামের ফকীহগণের মধ্যেও তিনি ছিলেন অন্যতম। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৭০০ মতান্তরে ৬০০। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রাহিমাহুমাল্লাহ) যৌথভাবে বর্ণনা করেছেন ১৭টি। ইমাম বুখারী এককভাবে ৮টি এবং ইমাম মুসলিম (রাহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন ২০টি। তিনি ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার, আবুদ দারদা, মু‘আয ও ‘আব্দুর রহমান ইবনু আওফ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) প্রমুখ সাহাবীগণের নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনাকারীগণের মধ্যে আবূ উমামাহ্, মিসওয়ার, সায়েব ইবনু ইয়াযিদ, আবুত তুফায়েল, সা‘ঈদ ইবনুল মুসাইয়েব, আবূ সালামাহ্, ‘আত্বা, মুজাহিদ, ‘উরওয়াহ্ প্রমুখ ছিলেন অন্যতম।

তাঁর ইন্তেকালের স্থান ও সন সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। যেমন- কেউ কেউ বলেন, তিনি হিজরি ৬৩ সনে মদিনায় ‘হাররা’ যুদ্ধকালে কোনো এক রাতে ইন্তেকাল করেন। কারো মতে, ৭৩ হিজরিতে অথবা ৬৭ হিজরিতে অথবা ৫৫ হিজরিতে তায়েফে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর।

হাদীসের ব্যাখ্যা

আল্লাহ তা‘আলার প্রতি ঈমানের দাবি অনুযায়ী মুসলিম ব্যক্তি কাউকে ভালোবাসবে শুধু মহান আল্লাহর জন্য এবং কাউকে ঘৃণা করবে তাও শুধু মহান আল্লাহর জন্য; কারণ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পছন্দই তার পছন্দ এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অপছন্দই তার অপছন্দ; সুতরাং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসার কারণেই সে তাকে ভালোবাসবে এবং তার প্রতি তাঁদের ঘৃণার কারণেই সে তাকে ঘৃণা করবে; আর এ ব্যাপারে তার দলিল হলো রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বাণী। তিনি বলেছেন:

مَنْ أَحَبَّ لِلّٰهِ، وَأَبْغَضَ لِلّٰهِ، وَأَعْطَى لِلّٰهِ، وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيْمَانَ.

যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসল, মহান আল্লাহর জন্য কাউকে ঘৃণা করল, মহান আল্লাহর জন্য কাউকে দান করল এবং মহান আল্লাহর জন্য কাউকে দান করা থেকে বিরত থাকল, সে ব্যক্তি নিজ ঈমানকে পূর্ণতা দান করল।”[১১]

★ *প্রভাষক (আরবী), মহিমাগঞ্জ আলিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, গাইবান্ধা।*

[১০] *আল আদাবুল মুফরাদ- হা. ৫৪৮।*

[১১] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ৪৬৮৩।*

আর এর উপর ভিত্তি করে মুসলিম ব্যক্তি মহান আল্লাহর সকল সৎবান্দাকে ভালোবাসবে এবং তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে; আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ অমান্যকারী মহান আল্লাহর সকল বান্দাকে ঘৃণা করবে এবং তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করবে; তাছাড়া এটা মুসলিম ব্যক্তিকে তার কোনো কোনো ভাইকে আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে বেশি মহব্বত ও আন্তরিকতার কারণে ভাই ও বন্ধু বলে গ্রহণ করতে কোনো মানা নেই; কেননা, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ ধরনের ভাই ও বন্ধু গ্রহণ করার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করে বলেন:

اَلْمُؤْمِنُ آلِفٌ مَأْلُوْفٌ، وَلَا خَيْرَ فِيْمَنْ لَا يَأْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ.

"মু'মিন ঘনিষ্ঠ ও বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যক্তি; আর সে ব্যক্তির মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই, যে ঘনিষ্ঠ ও বন্ধুত্বপূর্ণ নয়।"[১২]

ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসলো বা কাউকে ঘৃণা করল, আল্লাহর জন্য কারও সাথে বন্ধুত্ব করল বা কারও সাথে শত্রুতা করল, এগুলো দ্বারা সে আল্লাহর বন্ধুত্ব অর্জন করবে।'[১৩]

কোনো ধরনের স্বার্থ ছাড়া কাউকে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসা 'ইবাদতের শামিল। পরিপূর্ণ ইখলাস নিয়ে কারো উপকার করা, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তার কল্যাণকামী হওয়া, সুপথ দেখানো মু'মিনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। মু'মিন একে অপরকে একমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় ভালোবাসে। এতে ইহকাল-পরকাল উভয় জাহানের কল্যাণ পাওয়া যায়।

ইহকালীন কল্যাণ

এটি প্রকৃত ঈমানদার বানায়: প্রকৃত মু'মিনের অন্যতম গুণ হলো– তারা মহান আল্লাহর জন্য একে অপরকে ভালোবাসবে। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ): وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا، وَلَا تُؤْمِنُوْا حَتّٰى تَحَابُّوْا، أَفَلَا أَدُلُّكُمْ عَلٰى أَمْرٍ إِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوْا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, কসম সেই সত্তার যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না মু'মিন হও। আর তোমরা মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন বিষয় অবহিত করব না, যা করলে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে? তা হলো– তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালামের প্রসার ঘটাও।[১৪]

মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সম্মান লাভ: মহান আল্লাহর জন্য অন্য ভাইকে ভালোবাসলে আল্লাহ তা'আলা তাকে সম্মানিত করেন। রাসূল (ﷺ) বলেন,

ما أَحَبَّ عَبْدٌ عبْدًا للهِ، إِلَّا أَكْرَمَ رَبَّهُ.

'কোন বান্দা অন্যকে মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালোবাসলে, তার রব তাকে সম্মানিত করেন।'[১৫]

পরস্পর ভ্রাতৃত্বের বন্ধন মজবুত হয়: আল্লাহর জন্য একে অপরকে ভালোবাসলে সেখানে কোনো পাওয়া না পাওয়ার হিসাব থাকে না। সেখানে থাকে শুধু আন্তরিকতা ও কল্যাণকামিতা, যা মানুষের বন্ধনকে মজবুত করে।

মহান আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া যায়: মহান আল্লাহর জন্য অন্যকে ভালোবাসলে মহান আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া যায়। মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেক নামক গ্রন্থে ইমাম মালেক (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে এককভাবে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীস আছে, যার একাংশে তিনি বলেন, আবূ ইদরিস খাওলানি (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, আমি দামিশকের মসজিদে প্রবেশ করলাম। সেখানে জনৈক যুবককে দেখলাম, তার দাঁতগুলো অতি উজ্জ্বল সাদা (মুক্তার মতো)। তার সঙ্গে অনেক মানুষ ছিল। যখনই কোনো ব্যাপারে মতবিরোধ হতো, উক্ত যুবকের কথাকেই সনদ (নির্ভরযোগ্য) বলে গণ্য করা হতো এবং তার কথার ওপরেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হতো। আমি (আবূ ইদরিস) লোকের কাছে জিজ্ঞেস করলাম, এই যুবকটি কে? তারা বলল, ইনি হলেন মু'আয ইবনু জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। পরদিন প্রাতঃকালে আমি (মসজিদে) গিয়ে দেখি যে, তিনি (মু'আয ইবনু জাবাল) আমার আগেই সেখানে পৌঁছেছেন এবং নামায পড়ছেন। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। তিনি নামায আদায় শেষ করলে আমি তার সম্মুখে গিয়ে পৌঁছলাম। অতঃপর তাকে সালাম করে বললাম, আল্লাহর কসম! আমি আপনাকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবাসি। তিনি বলেন, আল্লাহরই জন্য? আমি বললাম, হ্যাঁ, আল্লাহরই জন্য। তিনি (পুনরায়) বলেন, মহান আল্লাহরই জন্য? আমি

---

[১২] *মুসনাদ আহমাদ; ত্বাবারনী ও হাকিম এবং তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।*

[১৩] *আয্ যুহদ- 'আব্দুল্লাহ বিন মুবারক, ১২০ পৃ.।*

[১৪] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ৫১৯৩।*

[১৫] *আহমাদ- হা. ২২২৮৩; মিশকাত- হা. ৫০২২, সনদ হাসান।*

বললাম, হ্যাঁ, মহান আল্লাহরই জন্য। অতঃপর তিনি আমার চাদরের এক কোনা ধরে (আমাকে) নিজের দিকে টানলেন এবং বলেন, আনন্দিত হও! আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে শুনেছি, তিনি বলছিলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার ভালোবাসা সেই সমস্ত লোকের জন্য ওয়াজিব হয়েছে, যারা আমার (সন্তুষ্টির) জন্য পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসে, আমারই জন্য একত্রে বসে, আমারই জন্য একে অন্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং আমারই জন্য একে অন্যের জন্য খরচ করে।[১৬]

মহান আল্লাহর সাহায্য লাভ: মহান আল্লাহর জন্য কোনো মু'মিনকে ভালোবেসে তার কোনো সাহায্যে এগিয়ে আসলে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য অনুরূপ সাহায্য নিয়ে হাযির হন। রাসূল (ﷺ) বলেন,

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيْهِ.

'যে ব্যক্তি কোনো মু'মিনের দুনিয়াবী বিপদসমূহের কোনো বিপদ দূর করে দিবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার (কঠিন) বিপদসমূহের কোনো একটি বিপদ দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোনো অভাবগ্রস্ত লোকের অভাব সহজ করে দিবে, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার অভাব সহজ করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন করে, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে ততক্ষণ পর্যন্ত সহযোগিতা করেন যতক্ষণ সে তার অপর ভাইয়ের সাহায্যে রত থাকে।'[১৭]

ঈমানের স্বাদ পাওয়া যায়: আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ﷺ) বলেন, 'যার মধ্যে তিনটি গুণ বিদ্যমান, সে ঈমানের স্বাদ পাবে– **(ক)** যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সর্বাধিক ভালোবাসে, **(খ)** যে একমাত্র মহান আল্লাহরই জন্য কাউকে ভালোবাসে এবং **(গ)** আল্লাহ তা'আলা যাকে কুফ্‌রী থেকে মুক্তি দিয়েছেন, সে কুফ্‌রীতে ফিরে যাওয়াকে ঐরূপ অপছন্দ করে, যেরূপ অপছন্দ করে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ হওয়াকে।'[১৮]

অন্যত্র রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

مَنْ سَرَّه أنْ يَّجِدَ طَعْمَ الْإِيْمانِ فليُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا للهِ عزَّ وجلَّ.

যে ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পেতে পছন্দ করে, সে ব্যক্তি কেবল সুমহান আল্লাহর উদ্দেশ্যেই অপরকে ভালোবাসুক।[১৯]

ফেরেশ্‌তাদের দু'আ পাওয়া যায়: আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেন, এক ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাক্ষাতের জন্য অন্য এক গ্রামে গেল। আল্লাহ তার জন্য পথিমধ্যে একজন ফেরেশ্‌তা নিযুক্ত করলেন। সে ব্যক্তি যখন ফেরেশ্‌তার কাছে পৌঁছল, তখন ফেরেশ্‌তা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছ? সে বলল, আমি এ গ্রামে আমার এক ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য যেতে চাই। ফেরেশ্‌তা বলেন, তার কাছে কি তোমার কোনো অবদান আছে, যা তুমি আরো প্রবৃদ্ধি করতে চাও? সে বলল, না। আমি তো শুধু মহান আল্লাহর জন্যই তাকে ভালোবাসি। ফেরেশ্‌তা বলেন, আমি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে (তাঁর দূত হয়ে) তোমার কাছে অবহিত করার জন্য এসেছি যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে ভালোবাসেন, যেমন- তুমি তোমার ভাইকে তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ভালোবাসো।[২০]

পরকালীন কল্যাণ

পরকালে একসঙ্গে থাকবে: হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) أَنَّهُ قَالَ "الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ".

'আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেন, মানুষ যাকে ভালোবাসবে সে তারই সঙ্গী হবে।[২১]

অতএব যারা আল্লাহওয়ালাদের মহান আল্লাহর জন্য ভালোবাসবে, তারা পরকালে সেই নেককার বান্দাদের সঙ্গে জান্নাতে থাকবে।

কিয়ামতের দিন আরশের ছায়ায় আশ্রয়: রাসূল (ﷺ) বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমার মহত্ত্বের কারণে একে অপরের প্রতি ভালোবাসা স্থাপনকারীরা কোথায়? আজ আমি তাদের আমার বিশেষ ছায়ায় আশ্রয় দেব।[২২]

---

[১৬] *মু'আত্তা ইমাম মালিক- হা. ১৭২১।*
[১৭] *মুসলিম- হা. ২৬৯৯; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ২০৪।*
[১৮] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫৮২৭; সহীহ মুসলিম- হা. ৯৪।*
[১৯] *মাজমূউল ফাতাওয়া- মদীনা, সৌদী আরব, বাদশাহ ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্লেক্স; ১৪১৬ হি./১৯৯৫, ২৮/২০৯।*
[২০] *সহীহ মুসলিম- হা. ৬৪৪৩।*
[২১] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬১৬৮।*
[২২] *সহীহ মুসলিম- হা. ৬৪৪২।*

আখিরাতে উচ্চ মর্যাদা লাভঃ রাসূল (ﷺ) বলেন, মহা সম্মানিত পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা বলেন–

اَلْمُتَحَابُّوْنَ فِيْ جَلَالِيْ، لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُوْرٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّوْنَ وَالشُّهَدَاءُ.

আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যারা পরস্পরকে ভালোবাসে, তাদের জন্য (পরকালে) থাকবে নূরের মিম্বর, যা দেখে নবী ও শহীদগণ তাদের ঈর্ষা করবেন।[২৩]

রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

إِنَّ مِن عِبادِ اللهِ لَأُناسًا ما هم بأنبياءَ، وَلَا شُهداءَ، يَغبِطُهمُ الأنبياءُ والشُّهداءُ يَومَ القيامةِ لِمَكانِهم مِنَ اللهِ. قالوا: يا رَسُوْلَ اللهِ تُخبِرُنا مَن هم. قال: هم قَومٌ تَحابُّوا بِرُوحِ اللهِ على غَيرِ أرحامٍ بَينَهم، ولا أموالٍ يَتعاطَوْنها، فواللهِ إنَّ وُجوهَهم لَنورٌ، وإنَّهم لَعَلى نُورٍ: لا يَخافونَ إذا خافَ الناسُ، وَلَا يَحزَنونَ إذا حَزِنَ الناسُ. وقَرَأَ هذه الآيَةَ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

'নিশ্চয়ই মহান আল্লাহর বান্দাদের মাঝে এমন কিছু লোক আছে যারা নবী নন এবং শহীদও নন। কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহর দরবারে তাদের মর্যাদার কারণে নবীগণ ও শহীদগণ তাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হবেন। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আমাদের অবহিত করুন, তারা কারা? তিনি বললেন, তারা ঐসব লোক যারা মহান আল্লাহর মহানুভবতায় পরস্পরকে ভালোবাসে, অথচ তারা পরস্পর আত্মীয়ও নয় এবং পরস্পরকে সম্পদও দেয়নি। আল্লাহর শপথ! তাদের মুখমণ্ডল যেন নূর এবং তারা নূরের আসনে উপবেশন করবে। তারা ভীত হবে না, যখন মানুষ ভীত থাকবে। তারা দুশ্চিন্তায় পড়বে না, যখন মানুষ দুশ্চিন্তায় থাকবে। তখন তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন, ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ﴾ "জেনে রাখো! আল্লাহর বন্ধুদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না"[২৪]।[২৫]

জান্নাত লাভের মাধ্যমঃ মহান আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসা, তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কারো সাথে সাক্ষাৎ করা জান্নাত লাভের অন্যতম মাধ্যম। রাসূল (ﷺ) বলেন:

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِرِجَالِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ وَالشَّهِيْدُ فِي الْجَنَّةِ وَالصِّدِّيْقُ فِي الْجَنَّةِ وَالْمَوْلُوْدُ فِي الْجَنَّةِ وَالرَّجُلُ يَزُوْرُ أَخَاهُ فِيْ نَاحِيَةِ الْمِصْرِ فِي الْجَنَّةِ.

আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতবাসীদের সম্পর্কে খবর দিব না? নবী জান্নাতী, শহীদ জান্নাতী, সিদ্দীক্ব জান্নাতী, নবজাতক জান্নাতী, আর ঐ ব্যক্তিও জান্নাতী যে তার ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের জন্য দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে।[২৬]

অবৈধ ভালোবাসাঃ বিবাহপূর্ব অনৈতিক সম্পর্ক ইসলামের দৃষ্টিতে অবৈধ ও সম্পূর্ণ হারাম। ইসলাম কখনো এ ধরনের ভালোবাসা সমর্থন করে না। এটি মূলত যৌন তাড়নাপ্রসূত একটি বিষয়। যুবক-যুবতিরা পাশবিকতা চরিতার্থ করার জন্য ভালোবাসায় আবদ্ধ হয়। যখন যৌন তাড়না নিঃশেষ হয়ে যায় তখন ভালোবাসায় ভাটা পড়ে। তবে একে-অপরের ভালোবাসা যদি শুধু তাদের মনে লুকায়িত থাকে, ভালোবাসা প্রকাশ করতে গিয়ে ইসলামী শরীয়ত লঙ্ঘন না করে, তাহলে সে ভালোবাসায় কোনো ক্ষতি নেই। হাদীসে আছে, 'যে ব্যক্তি কাউকে ভালোবাসে, তা লুকিয়ে রাখে, নিজেকে পবিত্র রাখে এবং এই অবস্থায় মারা যায় সে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করবে।'[২৭]

বিবাহপূর্ব ছেলেমেয়ের ভালোবাসা ইসলামের দৃষ্টিতে অবৈধ ও অন্যায়। এতে চারিত্রিক পবিত্রতা বিনষ্ট হয়। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে অশান্তি ও বহুমুখী সঙ্কট তৈরি হয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'কোনো পুরুষ যখন পরনারীর সঙ্গে নির্জনে সাক্ষাৎ করে, তখন সেখানে তৃতীয়জন হিসেবে শয়তান উপস্থিত থাকে।'[২৮]

অন্য একটি হাদীসে রাসূল (ﷺ) বলেছেন, 'চোখের ব্যভিচার দেখা। মুখের ব্যভিচার কথা বলা। হাতের ব্যভিচার স্পর্শ করা। পায়ের ব্যভিচার তার দিকে চলা।'[২৯]

---

[২৩] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২৩৯০; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৫০১১; সহীহুল জামে'- হা. ৪৩১২।*

[২৪] *সূরা ইউনুস: ৬২।*

[২৫] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ৩৫২৭; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৫০১২; সহীহ আত্ তারগীব- হা. ৩০২৬।*

[২৬] *সহীহাহ্- হা. ২৮৭; সহীহুল জামে'- হা. ২৬০৪।*

[২৭] *কানজুল উম্মাল- ৩০/৭৪।*

[২৮] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ১১৭১।*

[২৯] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬২৪৩।*

উভয় জাহানে উপকারী বন্ধু নির্বাচন: সৎ বন্ধু গ্রহণ করা চাই। যাদের ডাকলে আমাদের সাহায্য করবে। আমরা ভুলে গেলে স্মরণ করিয়ে দেবে। গাফেল হলে স্মরণ করিয়ে দেবে। সফরে গেলে দু'আ করবে। মারা গেলে দু'আ-ইস্তেগফার করবে। যেদিন বন্ধু শত্রুতে পরিণত হবে, সেদিন এমন মহব্বত স্থায়ী ভালোবাসায় রূপ নেবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿اَلْاَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍۢ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ﴾

"বন্ধুরা সেদিন হয়ে পড়বে একে অন্যের শত্রু, মুত্তাক্বিরা ছাড়া।"[৩০]

সেদিন অনেক বন্ধু অসৎ বন্ধু গ্রহণের ফলে লজ্জিত হবে। এমন বন্ধু থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাইবে। আল্লাহ বলেন,

﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا ○ يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِىْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا ○ لَقَدْ اَضَلَّنِىْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَآءَنِىْ ؕ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْاِنْسَانِ خَذُوْلًا﴾

"সীমালংঘনকারী সেদিন নিজ হাত দংশন করতে করতে বলবে, হায়! যদি রাসূলের সঙ্গে সৎপথ অবলম্বন করতাম। হায় দুর্ভোগ আমার, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম! আমাকে তো সে বিভ্রান্ত করেছিল আমার কাছে উপদেশ পৌঁছার পর। আর শয়তান তো মানুষের জন্য মহাপ্রতারক।"[৩১]

যখন প্রকৃত প্রেমাস্পদকে খাঁটি বন্ধু সুপারিশ করবে, সেদিন জাহান্নামিরা খাঁটি বন্ধু খুঁজবে; কিন্তু তা পাওয়া আর সম্ভব হবে না। 'আলী (আনহু) বলেন, 'তোমরা সুহৃদ ভাইদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো। কেননা, তোমরা শয়তানকে বন্ধু বানালে তার সবই হিসাব হবে এবং পরকালে আফসোস করবে।' যেমন- কুরআনে কারীমে এসেছে,

﴿فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ ○ وَلَا صَدِيْقٍ حَمِيْمٍ﴾

"সেদিন তারা বলবে, আমাদের কোনো সুপারিশকারী নেই। আর কোনো হৃদয়বান বন্ধুও নেই।"[৩২]

মু'মিন ব্যক্তি মূলত মহান আল্লাহকেই ভালোবাসে। মানুষের ভালোবাসাও যদি হয় মহান আল্লাহর জন্য তখন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাকে ভালোবাসেন। মহান আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসলে তাকে সে কথা জানিয়ে দেওয়া উচিত। তাহলে উভয় পক্ষ থেকে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে এবং সে ভালোবাসা আরও প্রগাঢ় হবে। মিক্বদাদ ইবনু মাদিকারিব (আনহু) বলেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, 'কেউ অন্যকে ভালোবাসলে যেন তাকে ভালোবাসার কথা জানিয়ে দেয়।'[৩৩]

হাদীসের শিক্ষা

১. প্রকৃত ইসলাম ধর্ম মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে মানুষকে ভালোবাসার প্রতি আহ্বান জানায়। ভালোবাসা হলো– মানবিক অনুভূতি এবং আবেগকেন্দ্রিক একটি বিষয়। সুতরাং যে ব্যক্তির মধ্যে ভালোবাসার উপাদান পাওয়া যাবে, সে ব্যক্তির প্রতি মনের অতি সুন্দর অনুভূতিকে ভালোবাসা বলে। আর মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে মানুষকে ভালোবাসার উপাদানের মধ্যে রয়েছে– মহান আল্লাহর আনুগত্য করা, তাঁর উপদেশ মেনে চলা, তাঁর বারণকৃত বিষয় থেকে বিরত থাকা এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার জন্য তৎপর থাকা।

২. মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে মানুষকে ভালোবাসার বিষয়টিকে প্রতিভাত করার প্রতি প্রকৃত ইসলাম ধর্ম উৎসাহ প্রদান করে। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যখন অন্য কোনো ব্যক্তিকে অন্তর থেকে ভালোবাসবে, তখন তার উচিত হবে যে, সে যেন তাকে অবহিত করে যে, সে তাকে ভালোবাসে। যেন সেও তাকে নিঃস্বার্থে ভালোবাসে এবং তার অন্তরে তার প্রতি ভালোবাসার সুন্দর অনুভূতি সৃষ্টি হয়।

৩. কোনো ব্যক্তি যদি অন্য কোনো ব্যক্তিকে জাগতিক ফায়দা নেওয়ার জন্য ভালোবাসে, তাহলে সে যেন এই ধরণের ভালোবাসা থেকে নিজেকে রক্ষা করে এবং নিজের ভালোবাসাকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে নিবেদিত করে। যাতে সে তার পবিত্র ভালোবাসার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে মহাপুণ্য ও মর্যাদা লাভ করতে পারে। কেননা যে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তিকে ভালোবাসবে, সে ব্যক্তি সেই সাত প্রকারের লোকের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে, যে সাত প্রকারের সমস্ত লোক কিয়ামতের দিন সকল প্রকারের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পাবে এবং মহান আল্লাহর ছায়ার তলে স্থান লাভ করবে। মহান আল্লাহর ছায়া ছাড়া সে দিন আর কোনো ছায়া থাকবে না। ❑

---

[৩০] *সূরা আয্ যুখরুফ: ৬৭।*
[৩১] *সূরা আল ফুরক্বা-ন: ২৭-২৯।*
[৩২] *সূরা আশ্ শু'আরা-: ১০০-১০১।*
[৩৩] *সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৫১২৪।*

প্রবন্ধ

ছাত্র-জনতা কিংবা অন্যরা দায়ভার নেবে কেন?

–আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী*

দেশব্যাপী হামলা ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে হিন্দু ধর্মাবলম্বীসহ অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও ক্ষুদ্র জাতি-গোষ্ঠীর মানুষ। দীর্ঘ দেড়যুগ ধরে ক্ষমতার মসনদে থাকা আওয়ামী লীগ কর্তৃত্বপরায়ণ হয়ে উঠে। আত্মমগ্নতায় বিভোর দলটির নেতাকর্মীরা অনন্তকাল ক্ষমতা ধরে থাকার উল্লাসে মত্ত হয়ে পড়ে। পার্শ্ববর্তী একটি দেশের প্রকাশ্য সমর্থনে ক্ষমতাসীন সরকার আরো দুর্বিনীত হয়ে পড়ে। তাদের অগণতান্ত্রিক ও নিপীড়নমূলক শাসন জাতিকে স্থবির করে দেয়। 'লীগ' বিশেষ্য পদটি সংযুক্ত করে গড়ে উঠে ছাত্রলীগ থেকে ভাংড়িলীগ পর্যন্ত অসংখ্য লীগসর্বস্ব সমর্থক পদলেহী গোষ্ঠী। এরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে কামড়া-কামড়ি শুরু করে দেয়। পিরোজপুরের নাজিরপুরে রুহিতালবুনিয়া গ্রামে মন্দিরের জমি দখল, রাজশাহীর চারঘাটে অনিল মণ্ডলের বাড়িতে হামলা, সাতক্ষীরার কালিগঞ্জের উজয়মারিতে ২২টি পরিবারের জমিদখল, ঢাকার কেরানিগঞ্জের আতাশুর গ্রামে অজিত করাতি ওরফে খিরমহনকে পিটিয়ে হত্যার মতো অসংখ্য ঘটনা আওয়ামীলীগের নেতা-কর্মীরা ঘটিয়েছে। শুধু তাই-ই নয়, নওগাঁ জেলার নাকইলে, টাঙ্গাইলের চানতারা, ঢাকার দক্ষিণ মৈশুণ্ডির জনার্ধনচক্র বিগ্রহে হামলা সবগুলোর নায়ক হচ্ছে আওয়ামী নেতা-কর্মীরা।

এমনি শতশত উদাহরণ মিলবে আওয়ামী সন্ত্রাসীদের নৈরাজ্য সৃষ্টিতে। তৃতীয়বারের মতো ক্ষমতায় যাওয়ার অভিপ্রায়ে দলটি ও দলের কর্মীরা আরো বেপরওয়া হয়ে পড়ে। নির্বাচন কেন্দ্রিক সংখ্যালঘু নির্যাতন আরো বেড়ে যায়। নির্বাচন এলেই সংখ্যালঘুদের মধ্যে শঙ্কা কাজ করে, তাদের ভয়ার্ত অবস্থায় থাকতে হয়। এটি প্রকৃতপক্ষে নির্যাতনের চেয়েও ভয়াবহ। আওয়ামী লীগ আগাগোড়া নিজেদের হিন্দুদের পরীক্ষিত প্রতিনিধি মনে করে। কিন্তু ক্ষমতার মইয়ে পা দিয়ে অবলীলাক্রমে তারা হিন্দুদের ভুলে যান। নিজেদের অভিভাবকত্ব খুইয়ে অভিভাবকহীন হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর জুল্‌ম নির্যাতন শুরু করে।

অতি সম্প্রতি ঠাকুরগাঁও প্রেসক্লাব মাঠে এক সম্প্রীতি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। দেশব্যাপী নির্যাতনের হুজুগ তুলে আওয়ামী লীগ হিন্দুদের উপর ভর করে ঝগড়া বাধাতে চায়, বলেছেন হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান কল্যাণ ফান্ডের মহাসচিব বিজয় কান্তিদাস। বিজয় বাবু মনে করেন, যে পরিমাণ লুটপাট মুসলমান বাড়িতে হয়েছে তার এক ভাগও হিন্দুদের বাড়িতে হয়নি। তিনি অভিমত দেন যে, অনেক হিন্দু নেতারা রয়েছে যারা মুসলমানদের উপর অত্যাচার করেছে। স্বভাবতই এতে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। সঙ্গত কারণে ওই সকল হিন্দুরা আক্রমণের শিকার হতেই পারে। তবুও তা ছিল সহনীয় পর্যায়ে। আরো বড়ো আকারে হতে পারত। অথচ একটি দলের উস্কানিতে পড়শি একটি দেশ বিশ্ববাসীকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

বিবিসির অনুসন্ধানে থলের বিড়াল বেরিয়ে পড়ে। স্টিফেন অ্যাক্সলে লেমন জনৈক ইংরেজ। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে 'টমি রবিনসন' নাম ব্যবহার করে এমন প্রচারণা চালানো তাঁর অভ্যাস। তিনি একজন উগ্রপন্থি ব্রিটিশ। যুক্তরাজ্যে সংঘটিত দাঙ্গার সময় উত্তেজনা সৃষ্টিকারী পোস্ট দিয়ে সমালোচনার মুখে পড়েন। এখন বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর হামলা নিয়ে ভুয়া ভিডিও ছড়ানো যুক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে তিনি যোগ দিয়েছেন। সংখ্যালঘুদের উপর মুসলিমদের হামলার দাবি সংবলিত কিছু ভিডিয়োর সত্যাসত্য যাচাই করেছেন বিবিসির গ্লোবাল ডিসইনফরমেশন টিমের হ্যাকি ওয়েবফিল্ড ও বিবিসি ভেরিফাইয়ের শ্রুতি মেনন। তাঁরা দেখেছেন, অন লাইনে এ নিয়ে ছড়ানো অনেক ভিডিয়োর দাবিই ভুয়া।

শেখ হাসিনার ৫ আগস্টের পলায়নের ঘটনা, সহিংসতায় রূপ নেয়। ক্ষোভ প্রশমনের জায়গা থেকে প্রতিশোধ-প্রতিরোধের ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু, কেবল হিন্দুবাড়িতে এ সকল ঘটনা ঘটেছে মাঠ পর্যায়ের তথ্যানুসন্ধানে তা সঠিক বলে প্রতিপন্ন হয়নি। ভাইরাল হওয়া এক পোস্টে একটি মন্দিরের ছবি জুড়ে দাবি করা হয়, এটিতে আগুন দিয়েছেন 'বাংলাদেশের ইসলামপন্থীরা'। বিবিসি ভেরিফাইতে দেখা গেছে, চট্টগ্রামের নবগ্রহ মন্দির হিসেবে চিহ্নিত স্থাপনটি সহিংসতা চলাকালে অক্ষত ছিল। প্রকৃতপক্ষে আগুন জ্বলছিল কাছাকাছি থাকা আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ে। ঘটনার পর বিবিসি'র

* **ভাইস প্রেসিডেন্ট,** বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস। **প্রফেসর,** ইসলামের ইতিহাস ও সভ্যতা বিভাগ। **সাবেক ডিন, স্কুল অব আর্টস,** এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

সংগ্রহ করা বিভিন্ন ছবিতে আওয়ামী লীগের সদস্যদের মুখচ্ছবি সংবলিত পোস্টারের ধ্বংসাবশেষ দেখা গেছে। বিবিসি সূত্রে স্বপন দাশ নামক জনৈক মন্দির কর্মীর উদ্ধৃতিতে জানা যায়, ৫ আগস্ট দুপুরের পর মন্দিরের পেছনের আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে হামলা হয়। স্বপন দাশ আরো বলেন, ওই ঘটনায় মন্দিরে হামলা হয়নি। উপরন্তু, সুরক্ষার জন্য স্থানীয় লোকজন পালাক্রমে মন্দির পাহারা দিয়েছে। দৈনিক প্রথম আলোয় বলা হয়েছে, ৫টি একই রকম ঘটনার উদাহরণ মাত্র। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের উপর নজর রাখা প্রতিষ্ঠান ব্র্যান্ড ওয়াচের তথ্য অনুযায়ী, হিন্দুদের বাড়ি-ঘর, মন্দিরে মুসলিমদের হামলা– গত ৪ অক্টোবরের পর থেকে হ্যাশ ট্যাগের অধীন প্রচারণায় লাখ লাখ মানুষ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন।

বলাবাহুল্য, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যেসব একাউন্ট থেকে এ ধরনের প্রচারণা চালানো হয়েছে এর অধিকাংশই ভারতীয় অ্যাকাউন্ট থেকে ভাইরাল হওয়া পোস্টগুলোয় দাবি করা হয়, বাংলাদেশি একজন হিন্দু ক্রিকেটারের বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। বিবিসি ভেরিফাইয়ে দেখা গেছে সেটি মূলত আওয়ামী লীগের একজন মুসলিম সাংসদের বাড়ি। আবার সেখানকার একটি স্কুল জ্বালিয়ে দেয়ার কথা বলা হয়। তাতে দেখা গেছে এ হামলার পেছনে ছিল দৃশ্যত ধর্মীয় কারণের চেয়ে রাজনৈতিক কারণ বেশি। অন লাইন যাচাই ও মিডিয়া গবেষণা প্লাটফর্ম ডিসমিস ল্যাব বলছে –এ সকল অধিকাংশই অপতথ্য।

ইতোপূর্বে আমরা বলেছি, টমি রবিনসন একজন উগ্রবাদী ও উস্কানিদাতা বৃটিশ। সে তার ভিডিয়োতে বলেছে, 'বাংলাদেশে হিন্দুদের বিরুদ্ধে গণহত্যা চলছে'। পৌত্তলিক ভাবধারার এ ব্যক্তি ক্লাইভের প্রেতাত্মা ধারণ করে চলেছে। অথচ চলতি সহিংসতায় হিন্দু সম্প্রদায়ের মাত্র পাঁচজন নিহত হয়েছেন। এঁদের দু'জন আওয়ামী লীগের সদস্য বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। অন্যদিকে এই সহিংসতায় আওয়ামী লীগের অর্ধ শতাধিক মুসলিম নেতা-কর্মী নিহত হয়েছেন, জানিয়েছে এ এফ পি। 'সংখ্যালঘুদের স্থাপনা হামলার শিকার' শীর্ষক এক জরীপে দেখা গেছে ১০৬৮টি স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এ সকল স্থাপনার অধিকাংশ মালিকানা আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীর; কেবল হিন্দুদের নয়।

দেড় দশকের অত্যাচার নির্যাতনের ক্ষোভ প্রশমনের জন্য আপাততঃ ক্ষুব্ধ জনতা এ ঘটনা ঘটিয়েছে। অপরপক্ষে একই কারণে মুসলিম মালিকানার স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্তের তালিকা অর্ধলক্ষ স্পর্শ করেছে। বিপ্লবোত্তর ঘটনার এমনিতরো নজির দুনিয়াব্যাপী, বাংলাদেশ এর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।

ভাবতে অবাক লাগে আওয়ামী লীগ সরকারকে আস্কারা দিয়ে অন্যায়ভাবে টিকিয়ে রাখতে ভারত কসুর করেনি। কোনো এক প্রেক্ষিতে প্রণব মুখার্জী বলেই ফেলেছিলেন, ভারত বিপদে আপদে বাংলাদেশের পাশে থাকবে। 'পহেলে পড়শী' স্লোগানের মাধ্যমে বাংলাদেশিদের ধাঁধাঁয় ফেলে দিয়েছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদীজ্বী। ভারত সীমান্ত সংলগ্ন ২৪ পরগণার একটি স্কুলের ছাত্র/ছাত্রীরা একবার জিজ্ঞাসিত হলে বলে যে, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শ্রী কৃষ্ণা! সুলতানি আমলে জনহিতৈষণার জন্য আলাউদ্দিন হোসেন শাহকে (১৪৯৩-১৫১৮) 'কৃষ্ণের অবতার' বলা হতো। তাহলে প্রমাণিত হয় যে, ভারতের জন্য শেখ হাসিনা ছিলেন কৃষ্ণ কিংবা কৃষ্ণের অবতার। শেখ হাসিনা বহুবার স্বগোতক্তি করেছেন যে, 'ভারতকে আমি যা দিয়েছি, ভারত কোনোদিন ভুলতে পারবে না'।

সুপ্রিয় পাঠক! শেখ হাসিনা শ্রী কৃষ্ণ সেজে ভারতের কাছে নিজ দেশ বিক্রির ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। বাকস্বাধীনতার কণ্ঠরোধ করে দেশকে স্থবির করেছিলেন– তার সহায়তা দিয়েছেন ভারত। শেখ হাসিনার করুণ পরিণতির জন্য ভারতের অন্যায় সমর্থন ও ভ্রান্ত পররাষ্ট্রনীতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে দায়ী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, 'পৃথিবীতে যে দেশে যে বিভাগেই ক্ষমতা অতি প্রতিভূ হয়ে সঞ্চিত হয়ে উঠে, সেখানেই ভিতরে ভিতরে নিজের মারণ বিষ উদ্ভাবিত করে।' চানক্য নীতি তাঁরা অনুসরণ করেছেন, কিন্তু যুগের পরিবর্তনে নীতিরও যে পরিবর্তন করতে হয় সেটি তারা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন।

'সবকাসাথ, সবকা বিকাশ' এর পরিপূরক পূর্বোল্লিখিত পহেলি পড়শি স্লোগানটি বাস্তবায়িত হলে পরস্পর নিরুপদ্রব থাকার উপায় সৃষ্টি হতো। শত শত সীমান্ত হত্যা আজও চলছে। সম্প্রতি ফেলানির ধারবাহিকতায় স্বর্ণাদাস ও সঞ্জয়ের হত্যা আমাদের ভাবিয়ে তুলেছে। পানি ও সীমান্ত হত্যা সমস্যা প্রকটাকার ধারণ করেছে। সুতরাং সমস্যা নিরসনে পরিবেশ ও পানি উপদেষ্টা সৈয়দা রেজওয়ানা হাসানের ভাষায় বলতে হয়, 'আমাদের ভারতের চোখে চোখ রেখে কথা বলতে হবে।' ভারতকে উস্কানি ও আস্কারার পথ পরিহার করে সৎ প্রতিবেশীসুলভ আচরণের পথ বেছে নিতে হবে। সহমর্মিতা ও পরস্পরের প্রতি সহযোগিতাই একটি নিরুপুদ্রব পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। কারণ, বাংলাদেশ প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার নীতিতে বিশ্বাসী। ❑

ইসলামে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ও পরস্পরের অধিকার

মূল: মাওলানা আব্দুর রহীম
সংক্ষেপিতকরণে: হাফিয মুহাম্মাদ আইয়ূব

ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মমতে নারী : নারী অধিকার নিয়ে ইসলাম বিদ্বেষীদের অভিযোগ, ইসলাম নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী নয় এবং নারীদের অধিকার থেকেও বঞ্চিত করেছে। তারা এমন অনেক মিথ্যা অভিযোগ ও বিদ্বেষ প্রসূত বক্তব্য, লিখনী ও মিডিয়ায় অবিরাম অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। আর এতে সরলমনা ও অজ্ঞ মুসলিমদের বিভ্রান্ত করছে। তাই এ সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে কয়েকটি তথ্য তুলে ধরছি। আশাকরি, ইন্‌শা-আল্লাহ এসব তথ্য নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে ইসলামের দেয়া নারীর শ্রেষ্ঠ অধিকার ও স্বাধীনতা সম্পর্কে অবহিত হবেন এবং ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্রকারীদের মিথ্যাচারের জবাব দিতে পারবেন।

ইয়াহূদী: ইয়াহূদী সমাজে নারীকে ক্রীতদাসী না হলেও দাসী পর্যায়ে নামিয়ে দেয়া হয়েছে। সেখানে বাপ নিজ কন্যাকে নগদ মূল্যে বিক্রয় করতে পারত, মেয়ে কখনো পিতার সম্পত্তি থেকে মীরাস লাভ করত না, করতো কেবল তখন যখন পিতার কোনো পুত্র সন্তানই থাকতো না।

হিন্দু: প্রাচীনকালে হিন্দু পণ্ডিতরা মনে করতেন, মানুষ পারিবারিক জীবন বর্জন না করলে জ্ঞান অর্জনে সমর্থ হতে পারে না। মনু'র বিধানে পিতা, স্বামী ও সন্তানের কাছ থেকে কোনো কিছু পাওয়ার মতো কোনো অধিকার নারীর জন্যে নেই। স্বামীর মৃত্যু হলে তাকে চির বৈধব্যের জীবন যাপন করতে হয়। জীবনে কোনো স্বাদ আনন্দ আহলাদ উৎসবে অংশ গ্রহণ তার পক্ষে চির নিষিদ্ধ। নেড়ে মাথা, সাদা বস্ত্র পরিহিতা অবস্থায় আতপ চালের ভাত ও নিরামিষ খেয়ে জীবন যাপন করতে হয় তাকে।

প্রাচীন হিন্দু ভারতীয় শাস্ত্রে বলা হয়েছে– মৃত্যু, নরক, বিষ, সর্প ও আগুন এর কোনোটিই নারী অপেক্ষা খারাপ ও মারাত্মক নয়।

যুবতী নারীকে দেবতার উদ্দেশ্যে, দেবতার সন্তুষ্টির জন্যে কিংবা বৃষ্টি অথবা ধন দৌলত লাভের জন্যে বলিদান করা হতো। একটি বিশেষ গাছের সামনে একটি নারীকে পেশ করা ছিল তদানীন্তন ভারতের স্থায়ী রীতি। স্বামীর মৃত্যুর সাথে সহমৃত্যু বরণ বা সতীদাহ রীতিও পালন করতে হতো অনেক হিন্দু নারীকে।

খ্রিষ্টধর্ম: খ্রিষ্টধর্মে তো নারীকে চরম লাঞ্ছনার নিম্নতম পংকে নিমজ্জিত করে দেয়া হয়েছে। পোলিশ লিখিত এক চিঠিতে বলা হয়েছে: নারীকে চুপচাপ থেকে পূর্ণ আনুগত্য সহকারে শিক্ষালাভ করতে হবে। নারীকে শিক্ষাদানের আমি অনুমতি দেই না; বরং সে চুপচাপ থাকবে। কেননা আদমকে প্রথম সৃষ্টি করা হয়েছে, তার পরে হাওয়াকে। আদম প্রথমে ধোঁকা খায়নি, নারীই ধোঁকা খেয়ে গুনাহে লিপ্ত হয়েছে।

জনৈক পাদ্রীর মতে নারী হচ্ছে শয়তানের প্রবেশস্থল। তারা মহান আল্লাহর মান মর্যাদার প্রতিবন্ধক, মহান আল্লাহর প্রতিরূপ, মানুষের পক্ষে তারা বিপজ্জনক। পাদ্রী সন্তান বলেছেন: নারী সব অন্যায়ের মূল, তার থেকে দূরে থাকাই বাঞ্ছনীয়। নারী হচ্ছে পুরুষের মনে লালসা উদ্রেককারী, ঘরে ও সমাজে যত অশান্তির সৃষ্টি হয়, সব তারই কারণে।

প্রাচীন আরব সমাজ: প্রাচীন আরব সমাজেও নারীর অবস্থা কিছুমাত্র ভালো ছিল না। তথায় নারীকে অত্যন্ত লজ্জার বস্তু বলে মনে করা হতো। কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে পিতামাতা উভয়ই যারপর নাই অসন্তুষ্ট হতো। পিতা কন্যা সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করে ফেলত। আর জীবিত রাখলেও তাকে মানবোচিত কোনো অধিকারই দেয়া হতো না। নারী যতদিন জীবিত থাকত, ততদিন স্বামীর দাসী হয়ে থাকতো।

সে সমাজের কাউকে তার কন্যা সন্তান জন্ম হওয়ার সুসংবাদ দেয়া হলে সারাদিন তার মুখ কালো হয়ে থাকতো। সে ক্ষুব্ধ হতো এবং মনে মনে দুঃখ অনুভব করত। এ সুসংবাদের লজ্জার দরুন সে অন্য লোকদের থেকে মুখ লুকিয়ে চলতো। সে চিন্তা করত, অপমান সহ্য করে মেয়েকে বাঁচিয়ে রাখবে, না তাকে মাটির তলায় প্রোথিত করে ফেলবে। কতই না খারাপ সিদ্ধান্ত তারা গ্রহণ করত!

ইসলাম: ইসলাম মানবতা বিরোধী ভাবধারার প্রতিবাদ করেছে। এ কাজকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং কন্যা সন্তানকে পুরুষ ছেলের মতোই জীবনে বেঁচে থাকার অধিকার দিয়েছে। আর কন্যা সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত

করা হলে ক্বিয়ামাতের দিন যে তার পিতাকে আল্লাহর দরবারে কঠোরভাবে জবাবদিহি করতে হবে, তা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে। বলা হয়েছে–

﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ○ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾

"জীবন্ত প্রোথিত কন্যা সন্তানকে কিয়ামাতের দিন জিজ্ঞেস করা হবে– কোন অপরাধে তোমাকে হত্যা করা হয়েছিল?"[৩৪]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: সমগ্র দুনইয়াটাই সম্পদ। আর দুনইয়ার সর্বোত্তম সম্পদ হলো সৎকর্মপরায়ণা স্ত্রী।[৩৫]

এ কারণে নবী কারীম (ﷺ) বলেছেন: যে লোকের কোনো কন্যা সন্তান রয়েছে এবং সে তাকে জীবন্ত প্রোথিত করেনি এবং তাকে ঘৃণার চোখেও দেখেনি, তার ওপর নিজের পুত্র সন্তানকে অগ্রাধিকারও দেয়নি, তাকে আল্লাহ তা'আলা জান্নাত দান করবেন।[৩৬]

সামাজিক ও পারিবারিক বিপর্যয়ের কারণ বিয়েতে দ্বীনদারীকে প্রাধান্য না দেয়া: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে মেয়েদেরকে বিয়ে করা হয়। তার সম্পদ, তার বংশমর্যাদা, তার সৌন্দর্য ও তার দীনদারী। **সুতরাং তুমি দীনদারীকেই প্রাধান্য দিবে নতুবা তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।**[৩৭]

আল্লাহর নবী (ﷺ) বলেন: যার দীন ও চরিত্র তোমাদেরকে মুগ্ধ করে, তার সাথে (তোমাদের ছেলে কিংবা মেয়ের) বিবাহ দাও। যদি তা না করে (শুধুমাত্র দ্বীন ও চরিত্র দেখে তাদের বিবাহ না দাও; বরং দীন বা চরিত্র থাকলেও কেবলমাত্র বংশ, রূপ বাধন সম্পত্তির লোভে বিবাহ দাও) তবে পৃথিবীতে বড় ফিত্না ও মসত ফ্যাসাদ, বিঘ্ন ও অশান্তি সৃষ্টি হবে।[৩৮]

প্রিয় নবী (ﷺ) বলেন, তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম।[৩৯]

রাসূল (ﷺ) আরো বলেন: 'দুনিয়ার সবটাই ভোগবিলাসের উপকরণ এবং দুনিয়ার সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ হলো সাধ্বী স্ত্রী।'[৪০]

তিনি (ﷺ) অন্যত্র বলেন: 'তোমাদের প্রত্যেকের কৃতজ্ঞ হৃদয়, যিক্রকারী জিহ্বা এবং এমন মু'মিনা (বিশ্বাসী) স্ত্রী হওয়া উচিত যে তাকে আখিরাতের ব্যাপারে সহায়তা করে।'[৪১]

তাই ইসলামের হুকুম হুকুম হলো বিয়েতে দীনকে প্রাধান্য দাও। কিন্তু আজ অভিভাবকগণ ছেলে বিয়ে করাতে বা মেয়ে বিয়ে দিতে দীনদারীর বা জাত বংশের ধার ধারে না; বরং জরুরি মনে করে পাত্র-পাত্রীর অর্থ সম্পদ বা সুদর্শন মুখখানা, তাই আজ পরিবারে অশান্তির আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। বুক ফাটে তো মুখ ফুটে না, প্রকাশ করার সুযোগও থাকে না। সংসারে সুখ নেই, স্বামী-স্ত্রীর মিল নেই, কথায় কথায় তর্ক, ঝগড়া, স্বামী-স্ত্রীর প্রকৃত ভালোবাসা আজ উধাও।

আজ সন্তানরা পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে জাত বংশ বা স্বভাব চরিত্রের ধার না ধরে পছন্দ মতো বিয়ে করে পিতা-মাতার আশা আকাঙ্ক্ষাকে ধূলিসাৎ করে দিচ্ছে। আবার অনেক পিতা-মাতা ছেলে মেয়ে বিয়ের উপযুক্ত হলেও নানা অজুহাতে সময় ক্ষেপণ করেন। যার কারণে অনেক সন্তান যাবতীয় পাপের কাজে জড়িয়ে পড়ে আর এজন্য অবশ্যই অভিভাবকদের গুনাহগার হতে হবে।

স্বামী-স্ত্রী একে অপরের প্রতি ভালোবাসা ও সম্প্রীতি রক্ষা করা: আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾

"হে ঈমানদারগণ! জোরপূর্বক নারীদের ওয়ারিশ হওয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয় আর তাদেরকে দেয়া মাল হতে কিছু উসূল করে নেয়ার উদ্দেশে তাদের সঙ্গে রূঢ় আচরণ করবে না, যদি না তারা সুস্পষ্ট ব্যভিচার করে। তাদের সাথে দয়া ও সততার সঙ্গে জীবন যাপন করো, যদি তাদেরকে না-পছন্দ কর, তবে হতে পারে যে তোমরা যাকে না-পছন্দ করছ, বস্তুতঃ তারই মধ্যে আল্লাহ বহু কল্যাণ দিয়ে রেখেছেন।"[৪২]

---

[৩৪] *সূরা আত্ তাক্বভীর: ৮-৯।*
[৩৫] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৪৬৭।*
[৩৬] *সুনান আবূ দাউদ- কিতাবুল আদব, হা. ৫৯৪৬, য'ঈফ।*
[৩৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫০৯০।*
[৩৮] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ১৯৬৮, হাসান।*
[৩৯] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ১১৬২, হাসান।*
[৪০] *সহীহ মুসলিম; সুনান আন্ নাসায়ী।*
[৪১] *মুসনাদে আহমাদ- হা. ৫/২৮২; জামে' আত্ তিরমিযী।*
[৪২] *সূরা আন্ নিসা: ১৯।*

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা অন্যায়ভাবে একে অন্যের সম্পদ গ্রাস করো না, তবে পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসায় বৈধ এবং নিজেদের ধ্বংস ডেকে এনো না কিংবা তোমরা পরস্পরকে হত্যা করো না, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি কৃপাময়।"[৪৩]

"স্বামীগণ হচ্ছে তাদের স্ত্রীদের পরিচালক, সংরক্ষক, শাসনকর্তা এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের পরস্পরকে পরস্পরের ওপর অধিক মর্যাদাবান করেছেন এবং এজন্যে যে, পুরুষ তাদের ধনমাল খরচ করে।"[৪৪]

"পুরুষদের উপর নারীদেরও হক্ব আছে, যেমন নিয়ম অনুযায়ী পুরুষদের নারীদের উপরও হক্ব আছে, অবশ্য নারীদের উপর পুরুষদের বিশেষ মর্যাদা আছে এবং আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাশীল।"[৪৫]

স্বামী-স্ত্রীর মিলিত দাম্পত্য জীবনে পুরুষের প্রাধান্য স্বীকার করে নেয়া সত্ত্বেও ইসলাম স্ত্রীকে পুরুষের দাসী বাদী বানিয়ে দেয়নি। যদি কেউ তা মনে করে, তবে সে মারাত্মক ভুল করে। প্রশ্ন হচ্ছে স্বামী ও স্ত্রীর মিলিত পারিবারিক জীবনে পরস্পরের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিতে পারে না কি? কোনো বিষয়ে যদি পারস্পরিক মতপার্থক্য কখনও ঘটে যায়, তখন সে বিষয়ে চূড়ান্ত ফায়সালা করার কার্যকরী পন্থা কি হতে পারে? ইসলাম বলেছে, তখন পুরুষের মতই প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার পাবে। তখন স্ত্রীর কর্তব্য হবে স্বামীর মতকেই মেনে নেয়া, স্বামীর কথা মতো কাজ করা।

কেননা তাকে মনে করতে হবে যে, স্বামী তার চাইতে বেশি জ্ঞান, দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার অধিকারী এবং এজন্যে পারিবারিক জীবন সংক্রান্ত সভাপতিত্বের মর্যাদা স্বতঃই স্বামীরই প্রাপ্য।

মুসলিমদের জন্যে তাক্বওয়ার পর সবচেয়ে উত্তম জিনিস হচ্ছে নেককার চরিত্রবতী স্ত্রী এমন স্ত্রী, যে স্বামীর আদেশ মেনে চলে, স্বামী তার প্রতি তাকালে সন্তুষ্ট হয়ে যায় এবং স্বামী কোনো বিষয়ে কসম দিলে সে তা পূরণ করবে। আর স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার নিজের ও স্বামীর ধনমালের ব্যাপারে স্বামীর কল্যাণকামী হবে।

নবী (ﷺ) বলেছেন: "যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের মান সম্মান রক্ষা করল, ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার চেহারাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাবেন।"[৪৬]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: যে ব্যক্তির জিহ্বা ও হাতের অনিষ্ট থেকে অন্য মানুষেরা নিরাপদ থাকে সে-ই প্রকৃত মুসলিম। আর মহান আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজসমূহ যে ত্যাগ করেছে সে-ই প্রকৃত মুহাজির।[৪৭] এ কথা কে না জানে, মেয়েলোকের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর তার আজীবনের আশ্রয় পিতার ঘর হয়ে যায় পরের বাড়ি, আর জীবনে কোনোদিন যাকে দেখেনি– যার নাম কখনো শুনেনি, তেমন এক পুরুষ হয়ে যায় তার চিরআপন এবং সে পিতার ঘর ত্যাগ করে তারই সাথে চলে যায় তারই বাড়িতে। এ-ই সাধারণ নিয়ম।

পরিবারে পুরুষের প্রাধান্য: ইবনুল আরাবী বলেন, সূরা আন্ নিসা'র ৩৪ নং আয়াতের অর্থ হচ্ছে– আমি স্ত্রীর ওপর পুরুষের নেতৃত্ব কর্তৃত্ব দিয়েছি তার ওপর তার স্বাভাবিক মর্যাদার কারণে। তিনটি বিষয়ে পুরুষ স্ত্রীর চেয়ে অধিক মর্যাদাবান। **প্রথম,** জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচার-বিবেচনায় পূর্ণত্ব লাভ; **দ্বিতীয়,** দ্বীন পালন ও জিহাদের আদেশ পালনের পূর্ণতা এবং **তৃতীয়,** সাধারণভাবে ভালো কাজের আদেশ করা ও মন্দ কাজের নিষেধ করা (এসব পুরুষের দায়িত্ব এবং এ দায়িত্ব পুরামাত্রায় পুরুষের উপরই বর্তে)।

সহজ কথায় বলা যায়, সাধারণত জ্ঞান-বুদ্ধি, বিচক্ষণতা, কর্মশক্তি, দুর্ধর্ষতা, সাহসিকতা, বীরত্ব, তিতিক্ষা ও সহ্যশক্তি স্ত্রীলোকদের অপেক্ষা পুরুষদের বেশি। আর পারিবারিক জীবনে অর্থোপার্জন ও শ্রম পুরুষই করে থাকে। স্ত্রীকে মহরানা পুরুষই দেয়; স্ত্রীর ও সন্তান সন্ততির খোরাক পোশাক ও যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস পুরুষই সংগ্রহ করে থাকে। এজন্যে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক দাম্পত্য জীবনের প্রধান কর্তা, পরিচালক পুরুষকেই বানানো হয়েছে।

---

[৪৩] *সূরা আন্ নিসা: ২৯।*
[৪৪] *সূরা আন্ নিসা: ৩৪।*
[৪৫] *সূরা আল বাক্বারাহ: ২২৮।*
[৪৬] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ১৯৩১, সহীহ।*
[৪৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ১০।*

ইবনুল আরাবী এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন: পুরুষের অধিক মর্যাদা হচ্ছে নেতৃত্বের অধিকারের কারণে। স্ত্রীকে মহরানা দান, যাবতীয় ব্যয়ভার বহন, তার সাথে গভীর মিলমিশ সহকারে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করা, তাকে সব অপকার থেকে রক্ষা, মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্যে আদেশ করা এবং সালাত, সিয়াম ইত্যাদি ইসলামের মৌলিক অনুষ্ঠানাদি পালনের জন্যে তাগিদ করার কাজ স্বামীই করে থাকে– করা কর্তব্য। আর তার বিনিময়ে স্ত্রীর কর্তব্য হচ্ছে স্বামীর ধনমালের হিফাযত করা, স্বামীর পরিবার পরিজনের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা এবং আত্মসংরক্ষকমূলক যাবতীয় কাজে কর্মে স্বামীর আদেশ পালন করে চলা। স্বামীর বিনা অনুমতিতে তার কোনোটাই ভঙ্গ না করা।

আর বিজ্ঞান বলছে, পুরুষের মগজ সাধারণত গড়ে সাড়ে ৪৯ আউন্স, আর স্ত্রীলোকের মগজের ওজন ৪৪ আউন্স। আর সন্দেহ নেই যে, নারীর জন্মগতভাবেই দুর্বল, স্বাভাবিক আবেগ উচ্ছাসের দিক দিয়ে ভারসাম্যহীন, দৈহিক আকার-আঙ্গিকের দৃষ্টিতেও পুরুষের তুলনায় ক্ষীণ, নাজুক, কোমল ও বলহীন।

স্ত্রীর অধিকারের গুরুত্ব: নবী (ﷺ) বলেছেন, আমার অবর্তমানে পুরুষদের জন্য আমি নারীদের তুলনায় বেশি ক্ষতিকর পরীক্ষার জিনিস রেখে যাইনি।[৪৮]

মেয়েলোক সাধারণত স্বামীদের অকৃতজ্ঞ হয়ে থাকে এবং তাদের অনুগ্রহকে করে অস্বীকার। জীবন ভরেও যদি কোনো স্ত্রীর প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করে, আর কোনো এক সময় যদি সে তার মর্জী মেজাজের বিপরীত কোনো ব্যবহার স্বামীর মাঝে দেখতে পায় তাহলে তখনি বলে উঠে– 'আমি তোমার কাছে কোনোদিনই সামান্য কল্যাণ দেখতে পাইনি।'

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা থেকে একদিকে যেমন নারীদের এক মৌলিক প্রকৃতিগত দোষের কথা জানা গেল, তেমনি এ হাদীস স্বামীদের জন্যেও এক বিশেষ সাবধান বাণী। স্বামীরা যদি নারীদের এ প্রকৃতিগত দোষের কথা স্মরণ না রাখে, তাহলেই পারিবারিক জীবনে ভাঙ্গন ও বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। এজন্যে পুরুষদের অবিচল নিষ্ঠা ও অপরিসীম ধৈর্য ধারণের প্রয়োজন রয়েছে এবং এ ধরনের নাজুক পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করে পারিবারিক জীবনের মাধুর্য ও মিলমিশকে অক্ষুণ্ন রাখা পুরুষদেরই কর্তব্য।

এ পর্যায়ে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে রাসূলে কারীম (ﷺ)-এর সেই ফরমান, যা তিনি বিদায় হজ্জের বিরাট সমাবেশে মুসলিম জনতাকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেছিলেন।

'আম্‌র ইবনুল আহওয়াস আল জুশামী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, তিনি বিদায় হজ্জের খুত্‌বায় নবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছেন: তিনি মহান আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করলেন, লোকদেরকে ওয়াজ নাসীহত করলেন এবং বললেন: তোমরা নারীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করো। কারণ, তারা তোমাদের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। তাদের নিকট থেকে তোমরা সুযোগ সুবিধা লাভ (মিলন ও সংসারের দেখাশুনা) ব্যতীত অন্য কিছুর মালিক নও, কিন্তু হ্যাঁ, তারা যদি প্রকাশ্যে অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়। তারা যদি এমন করে তাহলে তাদেরকে তোমাদের বিছানা থেকে আলাদা করে দাও এবং তাদেরকে প্রহার করো কিন্তু কঠোরভাবে নয়। তারা যদি তোমাদের অনুগত হয়ে যায়, তবে তাদের জন্য বিকল্প পথের খোঁজ করো না, সাবধান!।

তোমাদের স্ত্রীদের উপর যেমন তোমাদের অধিকার রয়েছে তোমাদের উপর তাদেরও তেমনই অধিকার রয়েছে। তাদের উপর তোমাদের অধিকার হলো– তোমাদের অপছন্দনীয় লোকদের দ্বারা তারা তোমাদের বিছানা কলঙ্কিত করবে না এবং তোমাদের বাড়িতে তাদের প্রবেশের অনুমতি দিবে না। তোমাদের উপর তাদের অধিকার হলো– তোমরা তাদের খাওয়া পরার ভালো ব্যবস্থা করবে।[৪৯]

মু'আবিয়াহ্ ইবনু হাইদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কোন লোকের উপর তাঁর স্ত্রীর কি হক্ব আছে? তিনি বললেন: যখন তুমি খাবার খাও তাকেও খাবার খাওয়াও, যখন তুমি পরিধান করো, তাকেও পরিধান করাও মুখমণ্ডলে কখনও প্রহার করো না, অশ্লীল ভাষায় কখনও গালি দিও না এবং ঘরের মধ্যে ব্যতীত তার কাছ থেকে পৃথক হয়ো না। এটি হাসান হাদীস।[৫০]

[৪৮] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫০৯৬; সহীহ মুসলিম- হা. ২৭৪০।*

[৪৯] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ১১৬৩, হাসান।*

[৫০] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ২১৪২, হাসান।*

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: তোমরা মহান আল্লাহর দাসীদেরকে (স্ত্রীলোকদের) প্রহার করো না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট এসে 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, স্বামীদের উপর তাদের স্ত্রীরা চড়াও হয়েছে (উৎপীড়ন করছে)। এরপর তিনি তাদেরকে প্রহার করতে অনুমতি দিলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পরিবার পরিজনদের নিকট এসে অনেক মহিলা তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন: মুহাম্মাদের পরিবারের কাছে তোমাদের অনেক মহিলা এসে তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। কিছুতেই এরা (স্বামীরা) ভালো লোক নয়।[৫১]

সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে দীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে বলেছেন: মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তুমি যাই ব্যয় করবে তার প্রতিদান তোমাকে দেয়া হবে, এমনকি তোমার স্ত্রীর মুখে যে খাবারটি তুমি তুলে দাও তারও।[৫২]

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নবী (ﷺ) বলেছেন: যে ব্যক্তি কারো স্ত্রী অথবা দাসীকে ধোঁকা দেয় ও তার চরিত্র নষ্ট করে সেই ব্যক্তি আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।[৫৩]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: আমার নিকট হতে তোমরা নারীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করার শিক্ষা গ্রহণ করো। কারণ, পাঁজরের বাঁকা হাড় থেকে নারী জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে। পাঁজরের হাড়গুলোলার মধ্যে উপরের হাড়টা সর্বাপেক্ষা বাঁকা। অতএব, তুমি যদি সে হাড় সোজা করতে চেষ্টা করো তবে তা ভেঙ্গে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। আর যদি তা ফেলে রাখো তবে বাঁকা হয়েই থাকবে। অতএব, মহিলাদের সাথে তোমরা উত্তম ব্যবহার করো।[৫৪]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: কোনো মু'মিন নারীর প্রতি কোন মু'মিনা পুরুষ যেন হিংসা বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ না করে। কারণ, তার কোনো একটি দিক মন্দ লাগলেও তার অপর একটি দিক পছন্দ হবে (অর্থাৎ- সমস্যা থাকলে গুণও আছে) অথবা তিনি (নবী) "আখার" এর স্থলে "গাইরাহু" শব্দ বলেছেন।[৫৫]

গুরুতর বিষয়ে স্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ: পারিবারিক- এমন কি সামাজিক ও জাতীয়- রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের গুরুতর ব্যাপারসমূহ সম্পর্কে স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করা এবং তার নিকট সব অবস্থার বিবরণ দান ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তার মতামত গ্রহণ করার রেওয়াজ চালু করা দাম্পত্য জীবনের মাধুর্যের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ের যাবতীয় বিষয়ে ঘরোয়া পরামর্শ অনেক সময়ই সার্বিকভাবে কল্যাণকর হয়ে থাকে এবং তাতে করে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ঐকান্তিক আস্থা বিশ্বাস ও অকৃত্রিম ভালোবাসা প্রমাণিত হয়। আর স্বামীর প্রতিও স্ত্রীর মনে ভালোবাসা ও আন্তরিক আনুগত্যমূলক ভাবধারা গভীরতর হয়। শুধু তাই নয়, ঘরের মেয়েলোকদের নিকটও যে অনেক সময় ভালো ভালো বুদ্ধি পাওয়া যায়, পাওয়া যায় জটিল বিষয়াদির সুষ্ঠু সমাধানের শুভ পরামর্শ, তাও তার মাধ্যমে প্রতিভাত হয়ে পড়ে। ফলে স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক মতের ভিত্তিতে গুরুতর কাজসমূহ সম্পন্ন করাও সম্ভব হয় অতি সহজে এবং অনায়াসে। কুরআন মাজীদে এ কারণেই স্ত্রীর সাথে সর্ব ব্যাপারেই পরামর্শ করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তার বড় প্রমাণ এই যে, সন্তানকে কতদিন দুধ পান করানো হবে তা স্বামী স্ত্রীতে পরামর্শের ভিত্তিতে নির্ধারণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে– স্বামী ও স্ত্রী যদি পরস্পর পরামর্শ ও সন্তোষের ভিত্তিতে শিশু সন্তানের দুধ ছাড়াতে ইচ্ছা করে, তবে তাতে কোনো দোষ হবে না তাদের।

কুরআন মাজীদ সন্তান পালনের মতো অতি সাধারণ ব্যাপারেও পরামর্শ প্রয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং পিতামাতার একজনকে অপরজনের উপর জোর-জবরদস্তি করার অনুমতি দেয়া হয়নি। হুদায়বিয়ার সন্ধির ঘটনায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ৩বার বলার পরও সহাবা কুরবানী করতে অনাগ্রহ দেখালে বিশ্ব নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) চিন্তিত হয়ে উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামার সাথে পরামর্শ করলে তিনি পরামর্শ দিলেন আপনী কুরবানী করে ফেলুন। এ অবস্থা দেখে কিছুক্ষণের মধ্যে সহাবীরা দ্রুত একে একে সবাই কুরবানী করে দিলেন। এসব কথা

[৫১] *সহীহ আবূ দাউদ- হা. ২১৪৬।*
[৫২] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫৬।*
[৫৩] *সহীহ আবূ দাউদ- হা. ৫১৭০।*
[৫৪] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩৩৩১।*
[৫৫] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৪৬৯।*

যদি আমরা চিন্তা ও লক্ষ্য করি, তাহলে গুরুতর বিপজ্জনক ও বিরাট কল্যাণময় কাজ কর্ম ও ব্যাপারসমূহে পারস্পরিক পরামর্শের গুরুত্ব সহজেই বুঝতে পারবো।

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আমি যদি কাউকে অন্য লোককে সিজদা করতে আদেশ দিতাম তাহলে স্ত্রীকে আদেশ দিতাম তার স্বামীকে সিজদা করতে।[৫৬]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: যখন কোনো প্রয়োজনে স্বামী তার স্ত্রীকে ডাকে, সে যেন তৎক্ষণাৎ তার নিকট চলে আসে, এমনকি চুলার উপর রান্নার কাজে নিয়োজিত থাকলেও।[৫৭]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: কোনো ব্যক্তি যখন তার স্ত্রীকে তার বিছানায় ডাকে, কিন্তু সে আসে না, ফলে স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট অবস্থায় স্বামী রাত্রি যাপন করে, সকাল হওয়া পর্যন্ত ফেরেশ্তাগণ তাকে অভিশাপ দিতে থাকে।[৫৮]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: বাড়ীতে স্বামী উপস্থিত থাকা অবস্থায় কোনো স্ত্রীলোকের পক্ষে তার অনুমতি ব্যতীত (নাফল) সিয়াম রাখা বৈধ নয়। অন্য লোককে তার অনুমতি ব্যতীত তার ঘরে প্রবেশের অনুমতি দেয়াও তার জন্য বৈধ নয়।[৫৯] **তাই স্ত্রীদের করণীয় হচ্ছে–**

১. স্বামীর সাথে উত্তম আচরণ করা: সতী নারীরা তাদের স্বামীদের অনুরক্তা হয়ে থাকে এবং তাদের অবর্তমানে মহান আল্লাহর অনুগ্রহে তার যাবতীয় অধিকার সংরক্ষণকারিণী হয়ে থাকে।[৬০]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: তিন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। মাদকদ্রব্য ব্যবহারকারী, পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান এবং দাইয়ূস যে নিজ পরিবারকে অশ্লীল কাজে ছেড়ে দেয়।[৬১]

মুসলিম নারী যদি বিবাহিত হয় তবে স্বামীর বাধ্য থাকতে হবে। তাকে কোনো জিনিসের জন্য অতিরিক্ত চাপ দেয়া যাবে না। তাঁর সাথে সুন্দরভাবে কথা বলতে হবে নীচু স্বরে কথা বলতে হবে, তার সাথে অনর্থক ঝগড়া ফাসাদ বা রাগা রাগি করা যাবে না। যদি কোনো ভুল হয় তবে তার নিকট ক্ষমা চাইতে হবে। সর্বদা তার সাথে হাসি খুশী মুখে দেখা সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা বলতে হবে।

২. জিদ ও হঠকারিতা পরিহার: স্ত্রীলোকদের প্রায় সকলেরই একটি সাধারণ দোষ হচ্ছে জিদ ও অভদ্রতা। এ দোষ থেকে যথাসম্ভব তাদের মুক্ত থাকতে চেষ্টা করতে হবে। কেননা দেখা গেছে, কোনো সামান্য ব্যাপারও তাদের মর্জী ও মন মেজাজের বিপরীত ঘটলেই তারা আগুনের মতো জ্বলে উঠে। তখন তারা যে কোনো বিপর্যয় ঘটাতে ত্রুটি করে না। আর এতে করে পারস্পরিক সম্পর্কও খারাপ হয়ে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। স্বামীর মন তার দোষে তিক্ত বিরক্ত হয়ে যায় খুব সহজেই।

৩. সহাস্যবদনে স্বামীর অভ্যর্থনা: স্বামী যখনই বাহির থেকে ঘরে ফিরে আসে, তখন স্ত্রীর কর্তব্য হচ্ছে হাসিমুখে ও সহাস্যবদনে তাকে অভ্যর্থনা করা- স্বাগতম জানানো। কারণ স্ত্রীর মৃদুহাস্যে বিরাট আকর্ষণ রয়েছে, তার দরুণ স্বামীর মনের জগতে এমন মধুভরা মলয় হিল্লোল বয়ে যায় যে, তার হৃদয় জগতের সব গ্লানিমা-শ্রান্তি-ক্লান্তি জনিত সব বিষাদ ছায়া সহসাই দূরীভূত হয়ে যায়। স্বামী যত ক্লান্ত শ্রান্ত হয়েই ঘরে ফিরে আসুক না কেন এবং তার হৃদয় যত বড় দুঃখ-কষ্ট ও ব্যর্থতারই ভারাক্রান্ত হোক না কেন, স্ত্রীর মুখে অকৃত্রিম ভালোবাসাপূর্ণ হাসি দেখতে পেলে সে তার সব কিছুই নিমেষে ভুলে যেতে পারে।

কাজেই যে সব স্ত্রী স্বামীর সামনে গোমরা মুখ হয়ে থাকে, প্রাণখোলা কথা বলে না স্বামীর সাথে, স্বামীকে উদার হৃদয়ে ও সহাস্যবদনে বরণ করে নিতে জানে না বা করে না, তারা নিজেরাই নিজেদের ঘর ও পরিবারকে নিজেদেরই একমাত্র আশ্রয় দাম্পত্য জীবনকে ইচ্ছে করেই জাহান্নামে পরিণত করে, বিষায়িত করে তোলে গোটা পরিবেশকে। রাসূল (ﷺ) এ কারণেই ভালো স্ত্রীর অন্যতম একটি গুণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন: স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দৃষ্টি পড়লেই স্ত্রী তাকে সন্তুষ্ট করে দেয় (স্বামী স্ত্রীকে দেখেই উৎফুল্ল হয়ে উঠে)।[৬২]

৪. স্বামীর গুণের স্বীকৃতি: স্বামী স্ত্রীকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে, তার জন্যে সাধ্যনুসারে উপহার উপঢৌকন

[৫৬] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ১১৫৯, হাসান।*
[৫৭] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ১১৬০, সহীহ।*
[৫৮] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩২৩৭।*
[৫৯] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫১৯৫।*
[৬০] *সূরা আন্ নিসা: ৩৪।*
[৬১] *সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ৩৬৫৫।*
[৬২] *সুনান ইবনু মাজাহ্।*

নিয়ে আসে, তার সুখ শান্তির জন্যে যতদূর সম্ভব ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এরূপ অবস্থায় স্ত্রীর কর্তব্য স্বামীর এসব কাজের দরুণ আন্তরিক ও অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা। অন্যথায় স্বামীর মনে হতাশা জাগ্রত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এজন্যে নবী কারীম (ﷺ) বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা এমন স্ত্রীলোকের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দান করবেন না, যে তার স্বামীর ভালো ভালো কাজের শুকরিয়া জ্ঞাপন করে না।[৬৩]

৫. মহান আল্লাহর 'ইবাদাত আদায়ে পারস্পরিক সহযোগিতা: মহান আল্লাহর দ্বীন পালনের জন্যে স্বামী-স্ত্রীর কর্তব্য হচ্ছে পরস্পরকে উৎসাহ দান। ইসলামের ফার্‌য ওয়াজিব 'ইবাদত এবং শরীয়তের যাবতীয় হুকুম আহকাম পালনের জন্যে তো একজন অপরজনকে প্রস্তুত ও উদ্বুদ্ধ করবেই। এ হচ্ছে প্রত্যেকেরই দীনী কর্তব্য। কিন্তু তাছাড়াও সুন্নাত এবং নাফল 'ইবাদতের জন্যেও তা করা ইসলামের দৃষ্টিতে স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক কর্তব্য।

৬. স্বামীর পরিচর্যা করা: খাওলা (رضي الله عنها) একদা আয়িশাহ (رضي الله عنها)'র খিদমতে হাযির হয়ে বললেন: আমি প্রতি রাতে সুসাজে সজ্জিতা হয়ে মহান আল্লাহরই স্বামীর জন্যে দুলহিন সেজে তার কাছে উপস্থিত হই, তারই পাশে গিয়ে শয়ন করি। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারিনি। সে আমার দিকে ফিরেও তাকায় না। আয়িশাহ্ (رضي الله عنها)'র জবানীতে রাসূল (ﷺ) এ কথা শুনে বললেন: তাকে বলো, সে যেন তার স্বামীর আনুগত্য ও মনস্তুষ্টি সাধনেই সতত ব্যস্ত থাকে।

৭. স্বামীর জন্য কঠিন ত্যাগ স্বীকার করা: খাদীজাতুল কুবরা রাসূল (ﷺ)-এর জিন্দেগীর মিশনের জন্যে রাসূল হিসেবে তাঁর কঠিন দায়িত্ব পালনে তাঁর যাবতীয় ধন সম্পদ নিঃশেষ খরচ করে দিয়েছিলেন। আর সেজন্যে তিনি কোনোদিন এতটুকু আফসোসও প্রকাশ করেননি; বরং নবী কারীম (ﷺ) যদি কখনও সে বিষয়ে কথা তুলতেন, তাহলে তিনি নিজেই রাসূলকে সান্ত্বনা দিতেন।

স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবন দৃঢ় করার উপায়:

স্ত্রীর কর্তব্যসমূহ– **১.** স্বামীর সাথে ভালোবাসার বন্ধন সুদৃঢ় করা। **২.** নিজের ইচ্ছার উপর স্বামীর ইচ্ছাকে অগ্রাধিকার দেয়া। **৩.** চাওয়ার আগে সামর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা। **৪.** স্বামী যা দেয় তার উপরই সন্তুষ্ট থাকা। **৫.** স্বামী ঘরে আসতেই সংকট ও সমস্যার কথা না শুনানো। **৬.** স্বামী যখন গরম হবে স্ত্রীর তখন নরম থাকা। **৭.** বিচক্ষণতার সাথে কাজ করা। **৮.** সুন্দর ব্যবস্থাপনা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে সাংসারিক ও সন্তান লালন পালনের কাজ আঞ্জাম দেয়া। **৯.** স্বামীর সাথে জিদ না দেখানো। **১০.** রাগ করে স্বামীর বিরুদ্ধে যুক্তি না দেখানো। **১১.** অল্পতে তুষ্ট থাকা ও ধৈর্য্য ধারণের মহৎ গুণ অর্জন করা। **১২.** স্বামীর প্রতি আন্তরিক ও অকৃত্রিম হওয়া। **১৩.** স্বামীকে দান-সাদাক্বায় ও শ্বশুরবাড়ীর আত্মীয়দের সহযোগিতায় অনুপ্রেরণা দেয়া। **১৪.** স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য আকর্ষণীয় পোশাক পরা ও স্বামীর সাথে মিলনে আপত্তি না করা। **১৫.** স্বামীকে সন্দেহের চোখে না দেখা। **১৬.** অসন্তুষ্ট স্বামীকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করা। **১৭.** অন্যের দৃষ্টিতে স্বামীর মর্যাদা বৃদ্ধি করা। **১৮.** স্বামীকে উভয় সংকটে না ফেলা। **১৯.** অন্য পুরুষের সাথে গোপনে কথা না বলা। **২০.** স্বামীর অনুমতি ছাড়া বাইরে না যাওয়া।

স্বামীর কর্তব্যসমূহ– ১. ধৈর্যশীল ও সহনশীল হওয়া। **২.** স্ত্রীকে মায়ের (শ্বাশুড়ীর) দয়ার উপর ছেড়ে না দেয়া। **৩.** স্ত্রীর জন্য পৃথক বাসস্থানের ব্যবস্থা করা। **৪.** স্ত্রীর মন জয়ের চেষ্টা করা। **৫.** হাসির সুন্নাত পালন করা। **৬.** স্ত্রীকে গালি-গালাজ ও মারধর না করা। **৭.** স্ত্রীর সংশোধনের ব্যাপারে নম্রতা অবলম্বন করা। **৮.** স্ত্রীর অভিমান সহ্য করা। **৯.** স্ত্রীকে কিছু হাতখরচ দেয়া। **১০.** স্ত্রীকে মা-বাবার সাথে সাক্ষাত করতে বাধা না দেয়া। **১১.** একে অপরকে মূল্যায়ন করা। **১২.** কঠোরতা পরিহার করা। **১৩.** স্ত্রীর কাজে সহযোগিতা করা ও তার অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখা। **১৪.** স্ত্রীকে পর পুরুষের অবাধ মেলামেশা থেকে দূরে রাখা। **১৫.** অশ্লীল ও কটু বাক্য পরিহার করা। **১৬.** বাড়ীতে প্রবেশ করে স্ত্রীকে সালাম দেয়া। **১৭.** স্ত্রীকে সাধ্যের বাইরে কাজ না দেয়া। **১৮.** স্ত্রীকে সর্বদা নম্রতা ও কৌশলতার সহিত নসীহাত করা। **১৯.** প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ কাজে স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করা। **২০.** দ্বীনের জরুরি বিষয় তা'লিম দেয়া।

আর স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের উচিত নিয়মিত মহান আল্লাহর দরবারে এ দু'আ করা। আল্লাহ তা'আলা আমাদের দাম্পত্য জীবন নিরাপদ, সুখময় ও কল্যাণময় করে দাও –আমীন। ❑

[৬৩] *সুনান আন্ নাসায়ী।*

সূরা আল বুরূজে এক বুদ্ধিমান বালকের ঘটনা

–আবূ তাহসীন মুহাম্মদ

প্রাচীনকালে কোনো একজন অত্যাচারী বাদশাহ ঈমানের সাক্ষ্য দেওয়ায় তাঁর মু'মিন প্রজাদের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল। আল্লাহ তা'আলা সেই অগ্নিকুণ্ডে ফেলেই তাদের ধ্বংস করেন। প্রসিদ্ধ বর্ণনা মতে, বর্তমান সৌদি আরবের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত ইয়েমেন সীমান্তবর্তী শহর নাজরানেই এই ঘটনা ঘটেছিল। ইসলামের আগমনের আগে অঞ্চলটি ইয়েমেনের হিমিয়ার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আরব রূপকথা অনুযায়ী, যু-নওয়াস ওরফে ইউসুফ ইবনু শারাহবিল নামের এক ইহুদি শাসকই আলোচ্য ঘটনাটি ঘটিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ وَّهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّآ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ﴾

"ধ্বংস হয়েছে গুহাবাসী অধিপতিরা, যারা ছিল ইন্ধন পূর্ণ অগ্নিওয়ালা, যখন তারা তার চারপাশে উপবিষ্ট ছিল এবং তারা মু'মিনদের সাথে যা করেছিল তাই প্রত্যক্ষ করছিল। তারা তাদেরকে নির্যাতন করেছিল শুধু এই কারণে যে, তারা সে পরাক্রান্ত প্রশংসাভাজন আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল।"[৬৪]

গর্তওয়ালা কারা?

যারা বড় বড় গর্তের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে ঈমানদারদেরকে তার মধ্যে ফেলে দিয়েছিল এবং তাদের জ্বলে পুড়ে মরার বীভৎস দৃশ্য দেখেছিল তাদেরকে এখানে গর্তওয়ালা বলা হয়েছে। বিগত যুগে গর্তওয়ালা জালেম সম্রাট ছিল তিনজন। **১.** আলোচ্য ইয়ামেনের বাদশাহ ইউসুফ যু-নুওয়াস বিন তুব্বা। **২.** রোম সম্রাট কনস্টান্টাইন বিন হিলাসী। যখন সিরিয়ার খ্রিষ্টানরা তাওহীদ ছেড়ে ক্রুশ পূজা শুরু করে। তখন তিনি তাদের পুড়িয়ে মারেন। **৩.** পারস্য (বাবেল) সম্রাট বুখতানসর। যখন তিনি তাকে সিজদা করার জন্য লোকদের নির্দেশ দেন। তখন (নবী) দানিয়াল ও তাঁর সাথীগণ এতে নিষেধ করেন। ফলে সম্রাট তাদের আগুনে নিক্ষেপ করে হত্যা করেন।[৬৫]

আসহাবুল উখদুদ তথা গর্তওয়ালাদের ঘটনা সম্পর্কে সুহাইব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী যুগে এক বাদশাহ ছিল। তার এক যাদুকর ছিল। যখন সে বৃদ্ধ হয়ে গেল, তখন বাদশাহকে সে বলল, আমি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি, কাজেই আমার কাছে একটি ছেলেকে পাঠিয়ে দিন। তাকে আমি যাদু শিক্ষা দিব। একটি ছেলেকে যাদু শিক্ষা দেয়ার জন্য বাদশাহ তার কাছে পাঠালেন। তার যাতায়াতের পথে এক খ্রিষ্টান দরবেশ ছিল। তার কাছে বসে তার কথা-বার্তা শুনে সে মুগ্ধ হলো। এভাবে যাদুকরের কাছে আসার সময় সে পথে দরবেশের নিকট বসতে লাগল। যাদুকরের নিকট গেলে তাকে সে প্রহার করে। এই ব্যাপারে সে দরবেশের কাছে অভিযোগ করল। সে বলল, যখন তোমার যাদুকরের প্রহারের ভয় হবে তখন তাকে বলবে, আমাকে আমার পরিবারবর্গ আটকে রেখেছিল। আর যখন তোমার পরিবারবর্গের ভয় হবে তখন তাদেরকে বলবে, আমাকে যাদুকর আটকে রেখেছিল। এমতাবস্থায় কোনো একদিন একটি বিরাট হিংস্র পশু এসে লোকদের রাস্তা আটকে দিলো। বালকটি তখন (মনে মনে) বলল, আজ আমি জেনে নিব যে, দরবেশ শ্রেষ্ঠ না যাদুকর শ্রেষ্ঠ? তাই সে একটি পাথরের টুকরা নিয়ে বলল, হে আল্লাহ! যাদুকরের কাজ হতে দরবেশের কাজ যদি তোমার নিকট অধিক প্রিয় হয়, তাহলে এই পশুটাকে মেরে ফেল, লোকেরা যাতে পথ চলতে পারে। তারপর উক্ত পাথরখণ্ড সে ছুঁড়ে মারল এবং তাতে পশুটি মারা গেল। আর লোকেরাও চলে গেল। তারপর সে দরবেশের নিকট এসে তাকে এই সংবাদ জানাল। দরবেশ তাকে বলল, হে আমার প্রিয় বালক! তুমি আজ আমার চেয়ে উত্তম। আমার মতে তোমার ব্যাপারটা এখন একটি বিশেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। শীঘ্রই তুমি পরীক্ষার মুখোমুখি হবে। তুমি যদি পরীক্ষায় পড়ে যাও, তাহলে আমার খোঁজ দিবে না। বালকটি অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে সারিয়ে তুলতো এবং মানুষের সব রকম রোগের চিকিৎসা করত। বাদশাহের পরিষদবর্গের একজন দৃষ্টিহীন হয়ে গিয়েছিল। সে এই সংবাদ শুনে ছেলেটির কাছে অনেক উপহার নিয়ে এসে বলল, আমাকে তুমি সুস্থতা দান করবে এই জন্যই তোমার এখানে আমি এত উপহার এনেছি। বালকটি বলল, কাউকেও আমি রোগমুক্ত করি না, মহান

[৬৪] *সূরা আল বুরূজ: ৪-৮।*

[৬৫] *সীরাতে ইবনু হিশাম- ১/৩১, টীকা: ২।*

আল্লাহই আরোগ্য দান করেন। তুমি যদি মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস আনো তাহলে আমি মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করব, তিনি যেন তোমাকে সুস্থতা দান করেন। তখন সে মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনল। আল্লাহ তা'আলা তাকে রোগমুক্ত করলেন। তারপর বাদশাহের দরবারে সে পূর্বের মতো যোগ দিলো। বাদশাহ তাকে প্রশ্ন করল, কে তোমার চোখ তোমাকে ফিরিয়ে দিলো? সে জবাব দিলো, আমার প্রভু। বাদশাহ বলল, আমি ছাড়াও কি তোমার প্রভু আছে? সে বলল, মহান আল্লাহই তোমার ও আমার প্রভু। এতে বাদশাহ তাকে বন্দী করে শাস্তি দিতে লাগল। অবশেষে বালকটির কথা সে বলে দিলো। তখন ছেলেটিকে আনা হলো। বাদশাহ তাকে বলল, হে বালক! তোমার যাদুবিদ্যার সংবাদ পৌঁছেছে যে, তুমি না-কি দৃষ্টিহীন ও কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য দান করে থাকো এবং এটা-সেটা আরো কত কী করে থাকো। বালকটি বলল, কাউকে আমি আরোগ্য দান করি না। মহান আল্লাহই আরোগ্য দান করেন। বাদশাহ তাকেও বন্দী করে শাস্তি দিতে লাগল। অবশেষে খ্রিষ্টান সন্ন্যাসীর কথা সে বলে দিলো। সন্ন্যাসীকে আনা হলো এবং তাকে তার দ্বীন ত্যাগ করতে বলা হলো, কিন্তু সে স্বীকার করল না। বাদশাহ তখন করাত আনতে বলল। অতঃপর তার মাথার মাঝখানে করাতটি রেখে তাকে চিরে ফেলল, যার ফলে সে দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। তারপর বাদশাহের সেই পারিষদকে আনা হলো। তাকেও তার ধর্ম ত্যাগ করতে বলা হলো। কিন্তু সে স্বীকার না করায় তাকেও করাত দিয়ে চিরে ফেললো, এমনকি সেও দ্বিখণ্ডিত হলো। তারপর ছেলেটিকে আনা হলো। তাকেও তার দ্বীন ত্যাগ করতে বলা হলো। কিন্তু সে স্বীকার করল না। তখন তাকে বাদশাহ তার কিছুসংখ্যক সাথীর কাছে দিয়ে বলল, তাকে তোমরা অমুক পাহাড়ে নিয়ে উঠাও। যখন পাহাড়ের উচ্চ শিখরে তাকে নিয়ে পৌঁছবে, তখন সে যদি তার দ্বীন ত্যাগ করে, তবে তো ঠিক, নইলে সেখান থেকে তাকে ফেলে দাও। তাকে নিয়ে গিয়ে তারা পাহাড়ে উঠল।

সে বলল, হে আল্লাহ! তুমি যেভাবে চাও এদের হাত থেকে আমাকে মুক্তি দাও। পাহাড়টি তখন কেঁপে উঠল। এতে তারা ওপর থেকে নিচে পড়ে গেল এবং ছেলেটি বাদশাহের নিকট ফিরে এলো। বাদশাহ তাকে বলল, তোমার সঙ্গীদের কী হলো? সে বলল, আমার জন্য তাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহই যথেষ্ট। তখন বাদশাহ তাকে তার কিছুসংখ্যক সাথীর নিকট দিয়ে বলল, তোমরা তাকে একটি ছোট নৌকায় উঠিয়ে সাগরের মাঝখানে নিয়ে যাও। তারপর সে যদি তার দ্বীন ত্যাগ না করে, তাহলে সেখানে তাকে ফেলে দাও। তারা বালকটিকে নিয়ে চলল। বালকটি বলল, হে আল্লাহ! যেভাবে তুমি চাও তাদের হাত থেকে আমাকে মুক্তি দান করো। এতে তাদেরকে নিয়ে নৌকাটি ডুবে গেল এবং তারা সবাই ডুবে মরল। আর ছেলেটি বাদশাহের নিকট ফিরে এলো। বাদশাহ তাকে প্রশ্ন করল, তোমার সাথীদের কি হলো? সে বলল: আমাকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করতে মহান আল্লাহই যথেষ্ট। তারপর সে বাদশাহকে বলতে লাগল, আমার নির্দেশমতো কাজ করলেই তুমি আমাকে হত্যা করতে পারবে, নইলে নয়। বাদশাহ প্রশ্ন করল, কী কাজ সেটা? সে বলল, একটি ময়দানে লোকদেরকে একত্রিত করো। তারপর আমাকে শূলের ওপর উঠাও এবং আমার তীরদানি থেকে একটি নিয়ে ধনুকের মাঝে রেখে বলো, বিস্‌মিল্লা-হ হিরাব্বিল গোলাম (বালকটির প্রভু সেই মহান আল্লাহর নামে তীর ছুঁড়ছি) এই বলে তীর মার। এমনটি করলে আমাকে তুমি হত্যা করতে পারবে। তখন বাদশাহ এক ময়দানে লোকদেরকে সমবেত করে বালকটিকে শূলের ওপর উঠিয়ে তার তীরদানি থেকে একটি তীর ধনুকের মাঝে রেখে, বিস্‌মিল্লাহি রাব্বিল গোলাম বলে তার প্রতি তীর ছুঁড়লো। ছেলেটির কানের নিকট মাথায় তীরটি লাগল এবং সেখানে সে তার হাত রাখল, তারপর মারা গেল। এতে লোকেরা বলতে লাগল, বালকটির প্রভু মহান আল্লাহর প্রতি আমরা ঈমান আনলাম। বাদশাহের কাছে এই খবর পৌঁছলে তাকে বলা হলো– যে ভয় ছিল তাই তো হয়ে গেল, মহান আল্লাহর প্রতি সব লোক ঈমান আনল। বাদশাহ তখন পথের পাশে গর্ত করার আদেশ দিলো। তারপর গর্ত খুঁড়ে তাতে আগুন জ্বালানো হলো। বাদশাহ ঘোষণা দিলো, যে লোক তার দ্বীন হতে ফিরে আসবে না, তোমরা তাকে এই আগুনে নিক্ষেপ করো। অতঃপর দ্বীন থেকে যারা ফিরে এলো না তাদেরকে এতে নিক্ষেপ করা হলো। অবশেষে সন্তানসহ একজন মহিলা এলো। সে আগুনের মধ্যে যেতে দ্বিধা করায় সন্তান বলল, হে আম্মা! আপনি ধৈর্য ধারণ করুন (আগুনে ঝাঁপ দিতে দ্বিধা করবেন না)। কারণ, আপনি সত্যের ওপর আছেন।[৬৬]

মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক বলেন, ইয়ামেনের ইহুদী বাদশাহ ইউসুফ যু-নুওয়াস বিন তুব্বা' আল-হিমইয়ারী জানতে পারলেন যে, নাজরানের পৌত্তলিক অধিবাসীরা সব তাওহীদবাদী ঈসায়ী হয়ে গেছে জনৈক 'আব্দুল্লাহ ইবনুস সামির নামক ছোট্ট বালকের 'ইবাদতগুযারী ও তার অলৌকিক ক্রিয়াকর্মে মুগ্ধ হয়ে। যু-নুওয়াস নাজরানবাসীকে

[৬৬] *সহীহ মুসলিম- হা. ৩০০৫; রিয়াযুস্ সালেহীন- হা. ৩১।*

ইখতিয়ার দিলেন। হয় তারা শিরকপন্থী ইহুদী হবে, না হয় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবে। এতে নাজরানবাসীগণ মৃত্যুকে বেছে নিলো। তথাপি তাওহীদবাদী ঈসায়ী ধর্ম ছাড়তে রাযী হলো না। তখন বাদশাহ অনেকগুলো গভীর ও দীর্ঘ অগ্নিকুণ্ড তৈরি করে সেখানে তার সেনাবাহিনীর মাধ্যমে একদিন সকালেই প্রায় ২০ হাজার জীবন্ত নর-নারী ও শিশুকে পুড়িয়ে হত্যা করেন। একজন মাত্র ব্যক্তি দাওস যু-সা'লাবান কোনোক্রমে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। তিনি গিয়ে শামের রোম সম্রাট ক্বায়সারকে খবর দেন। তিনি হাবশার শাসক নাজাশীকে নির্দেশনামা পাঠান। নাজাশী তখন (আরিয়াত্ব ও আবরাহা) নামক দুই সেনাপতির অধীনে একদল খ্রিষ্টান সেনা পাঠিয়ে দেন। তারা গিয়ে ইয়ামানকে ইহুদী দুঃশাসন থেকে মুক্ত করেন। যা পরবর্তী ৭০ বছর অব্যাহত থাকে। ইউসুফ যু-নুওয়াস পালিয়ে গিয়ে সাগরে ঝাঁপ দিয়ে ডুবে মরেন।

মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক-এর অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, নাজরানবাসীরা ইতিপূর্বে মূর্তিপূজারী ছিল। সেখানে একজন ঈসায়ী ধর্মযাজকের আবির্ভাব ঘটে। যিনি রাস্তার ধারে তাঁবু টাঙিয়ে সর্বদা সেখানে সালাত ও 'ইবাদতে রত থাকতেন। এর মধ্যে জাদুবিদ্যা শিক্ষাকারী জনৈক বালক 'আব্দুল্লাহ ইবনুস সামির যাওয়া-আসার পথে উক্ত ঈসায়ীর কাছে উঠা-বসার মাধ্যমে ঈসায়ী হয়ে যায় এবং এক মহান আল্লাহর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করে নিষ্ঠাবান ধার্মিকে পরিণত হয়। তার মাধ্যমে অনেক অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড সম্পাদিত হতে থাকে। বহু লোক নানাবিধ রোগ-ব্যাধি ও বিপদাপদ থেকে মুক্ত হতে থাকে। ফলে তারা সব ঈসায়ী হয়ে যায়।

যাহহাকের বর্ণনা মতে রাসূল (ﷺ)-এর জন্মবর্ষে ইয়ামানের বুকে ঘটে যাওয়া (কুরতুবী) এই হৃদয়বিদারক ঘটনা বর্ণনা করে রাসূল (ﷺ) স্বীয় সাহাবা ও উম্মতকে সাবধান করেছেন যেন তারা দুনিয়াবী লাভের চিন্তায় শাসন-নির্যাতনের মুখে ঈমান থেকে বিচ্যুত না হয় এবং আখিরাতকে হাতছাড়া না করে। উক্ত ঘটনায় দেখা গেছে যে, ঐ বৃদ্ধ পাদ্রী ও মন্ত্রীকে মাথায় করাত দিয়ে জীবন্ত চিরে দু'ভাগ করে ফেলা হয়েছে। তথাপি তারা ঈমান ত্যাগ করেননি। ছোট্ট বালকটির ঈমান ও ধৈর্য আরও বেশি বিস্ময়কর। সে বাদশাহকে নিজের মৃত্যুর পদ্ধতি বলে দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, মৃত্যুবরণের চেয়ে সত্যকে রক্ষা করা তার নিকটে অনেক বেশি মূল্যবান। বালকটিকে হত্যার পরপরই তার অনুসারী হাজার হাজার নারী-পুরুষকে শিরক বর্জন করে তাওহীদ বরণ করার অপরাধে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছিল।

শিক্ষা

১. যাদু শেখানোর জন্য বাছাই করা হয়েছে একজন যুবককে। যুগে যুগেই জালিমদের টার্গেট ছিল যুবসমাজকে কাবু করে নেয়া। কারণ এরা হলো জাতির মেরুদণ্ড। মেরুদণ্ডকে অবশ করে দিতে পারলে শোষণের বিরুদ্ধে আর কেউ থাকবে না রুখে দাঁড়াবার।

২. চারিদিকে যখন অন্ধকারের হাতছানি, জাহিলিয়াতের সয়লাব তখন অসমর্থ তাওহীদবাদিরা হন সমাজচ্যুত। নিরবে-নিভৃতে লিপ্ত থাকেন মহান আল্লাহর 'ইবাদত ও আনুগত্যে।

৩. সেই নিরব মারকাযগুলো থেকেই পুনরায় তাওহীদের আওয়াজ ওঠে।

৪. আল্লাহ তা'আলা তার নিদর্শন প্রকাশ করে কারও অন্তরের ঈমানকে সুদৃঢ় করে দেন।

৫. কারামত সত্য। আল্লাহ তা'আলা মু'মিনকে তার ঈমান অনুযায়ী কারামত দিয়ে সম্মানিত করে থাকেন।

৬. অসুস্থতা বা সুস্থতার মালিক একমাত্র আল্লাহ। কারও কোনো ক্ষমতা নেই কাউকে অসুস্থ বা সুস্থ করার। তবে নেককার বান্দারা দু'আ করলে আল্লাহ তা'আলা সে দু'আ কবুল করেন।

৭. ঈমানের অগ্নি পরীক্ষা দেওয়া ছাড়া পূর্ণ মু'মিন হওয়া যায় না। ঘটনায় বর্ণিত আলেম শাহাদাত বরণ করেছেন, কিন্তু ঈমান বিসর্জন দেননি। আপোস করেননি। কোনো দাঈ' বা আলিমের জন্য তাগুত রেজিমের সাথে আপোস করা বৈধ নয়। জালিম শাসকের সামনে সত্য তোলে ধরা সর্বোত্তম জিহাদ।

৮. শোষকদের পক্ষ থেকে বাধাবিপত্তি আসবেই। কিন্তু মহান আল্লাহর সাথে দৃঢ় সম্পর্ক থাকলে আল্লাহ তা'আলা তাদের সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত করবেনই।

৯. বেঁচে থাকার চেয়ে কখনও মৃত্যুকে বরণ করে নেয়ার মাঝেই অধিক কল্যাণ থাকে। একজনের আত্মবিসর্জনে পরিবর্তনের ঢেউ লাগতে পারে পুরো জাতির চিন্তা-চেতনায়।

১০. তাগুতরাও চক্রান্ত করে, আল্লাহও কৌশল অবলম্বন করেন। মহান আল্লাহর কৌশলের সামনে মাঠে মারা পড়ে তাগুতি শক্তির সমস্ত চক্রান্ত। যে ভয় থেকে তারা হত্যা করে তাওহীদবাদীদেরকে, সে ভয়ই তাদেরকে গ্রাস করে।

১১. সফলতা আমরা দু'চোখে যা দেখি সেটাই না, বেঁচে থাকার চেয়ে কখনও হাসিমুখে মরণকে বরণ করার মাঝেও সফলতা বিদ্যমান থাকে। ❑

বিশুদ্ধ ‘আক্বীদাহ্ বনাম প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাস

কুরআন পাঠান্তে ‘সাদাক্বাল্লাহুল আযীম’ বলা

“রাসূল (ﷺ) তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো, আর যা কিছু নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো।” *(সূরা আল হাশর: ৭)*

আরাফাত ডেস্ক: কতিপয় ক্বারী কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত শেষে صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ বলেন (‘সাদাক্বাল্লাহুল আযীম’ অর্থ আল্লাহ তা‘আলা সত্য বলেছেন)। এরূপ বলার কোনো ভিত্তি নেই। এতে সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ তা‘আলা সত্যবাদী, তার ক্বালাম চিরসত্য। ইমাম আন্ নাসায়ী (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলতেন:

إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ.

“নিশ্চয় সবচেয়ে সত্যকথা হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলার কিতাব এবং সর্বোত্তম আদর্শ হচ্ছে মুহাম্মাদের আদর্শ।”[৬৭]

তিলাওয়াতের সাথে নবী (ﷺ)-এর উক্ত কথার কোনো সম্পৃক্ততা ছিল না। ড. বকর আবূ জায়েদ (হাফিযাহুল্লাহ) বলেন, আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿قُلْ صَدَقَ اللهُ فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ إِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ﴾

“বলো, আল্লাহ সত্য বলেছেন, সুতরাং তোমরা একনিষ্ঠভাবে ইব্‌রা-হীমের মিল্লাতের অনুসরণ করো।”[৬৮]

অপর আয়াতে তিনি বলেন:

﴿اَللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيْثًا﴾

“আল্লাহ, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোনো ইলাহ নেই, তিনি কিয়ামত দিবসে সকলকে একত্র করবেনই, এতে কোনোই সন্দেহ নেই, আর কথায় আল্লাহর চেয়ে অধিক সত্যবাদী কে?”[৬৯]

অন্য আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে–

﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيْلًا﴾

“আর কথায় আল্লাহ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী কে?”[৭০]

এসব আয়াতের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় কিতাব তাওরাত ও অন্যান্য গ্রন্থে যা বলেছেন, সবই সত্য বলেছেন। অনুরূপ কুরআনুল কারীমে তিনি যা বলেছেন তাও সত্য বলেছেন। তবে এ থেকে কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত শেষে ‘সাদাক্বাল্লাহুল আজিম’ বলার বৈধতা প্রমাণিত হয় না। কারণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কিংবা তার কোনো সাহাবী কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত শেষে কখনো ‘সাদাক্বাল্লাহুল আজিম’ বলেননি, অথচ তারা এ আয়াতসমূহ আমাদের চেয়ে বেশি পড়তেন এবং বেশি বুঝতেন। যদি তার দাবি কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত শেষে ‘সাদাক্বাল্লাহুল আজিম’ বলা হতো, তারা তার উপর ‘আমল করতেন এবং আমরা তাদের অনুসরণ করতাম। তাদের অনুসরণ করাই আমাদের জন্য কল্যাণকর।

কেউ কেউ বলেন, ইমাম বায়হাক্বির গ্রন্থ ‘আল জামে লি-শু‘আবিল ঈমান’-এ তার পক্ষে দলিল রয়েছে, এটা তাদের ভুল। আমাদের জানা মতে গ্রহণযোগ্য কোনো ‘আলেম ‘সাদাক্বাল্লাহুল আজিম’ বলা বৈধ বলেননি, না-প্রসিদ্ধ কোনো ইমাম। বস্তুতঃ এটা মানুষের বানানো প্রথা ও নতুন আবিষ্কৃত, শরীয়তের পরিভাষায় তার নাম বিদআত। আল্লাহ তা‘আলা ভালো জানেন”।[৭১]

কোনো উপলক্ষকে কেন্দ্র করে কেউ যদি صَدَقَ اللهُ বলে, তাহলে সমস্যা নেই; কারণ এরূপ বলা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। বুরাইদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে খুতবাহ্ দিচ্ছিলেন, এমতাবস্থায় হাসান ও হুসাইন চলে আসলো। তাদের গায়ে ছিল দু’টি লাল জামা, তারা হোঁচট খাচ্ছিল ও চলছিল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মিম্বার থেকে নেমে তাদের তুললেন ও সামনে বসালেন। অতঃপর তিনি বললেন:

صدق الله: ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾.

“আল্লাহ তা‘আলা সত্য বলেছেন: “নিশ্চয় তোমাদের সম্পদ ও সন্তান ফিতনা।”[৭২]

তাদেরকে দেখলাম হাঁটছে ও হোঁচট খাচ্ছে, আমি সহ্য করতে পারলাম না, কথা বন্ধ করে তাদেরকে উঠিয়ে নিলাম।”[৭৩]

---

[৬৭] *নাসায়ি আস্ সুগরা- হা. ১৫৭৮।*
[৬৮] *সূরা আ-লি ‘ইমরান: ৯৫।*
[৬৯] *সূরা আন্ নিসা: ৮৭।*
[৭০] *সূরা আন্ নিসা: ১২২।*
[৭১] *দেখুন: ‘বিদাউল কুররা’ গ্রন্থ।*
[৭২] *সূরা আত্ তাগাবুন: ১৫।*
[৭৩] *আত্ তিরমিযী- হা. ৩৭৭৪, হাকিম- হা. ১/২৮৭, হাকিম বলেন: হাদীসটি মুসলিমের শর্ত মোতাবেক সহীহ্, ইমাম*

ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে নবী (ﷺ) বলেন, 'আমাকে কুরআন পড়ে শুনাও'। তিনি বলেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে কুরআন পড়ে শুনাব, অথচ আপনার উপর কুরআন নাযিল হয়েছে! তিনি বললেন: 'আমি অপর থেকে কুরআন শুনা পছন্দ করি'। অতঃপর আমি তাকে সূরা আন্ নিসা পাঠ করে শুনাই, যখন নিম্নোক্ত আয়াতে পৌঁছি–

﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍۭ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ شَهِيدًا﴾

'অতএব কেমন হবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং তোমাকে উপস্থিত করব তাদের উপর স্বাক্ষীরূপে?'[৭৪]

তিনি বললেন, 'হাসবুক'[৭৫]। আমি তার দিকে তাকিয়ে দেখি, তার দুই চোখ অশ্রু ঝরাচ্ছে"।[৭৬]

শাইখ 'আব্দুল্লাহ ইবনু বায (রহমাহুল্লাহ) বলেন: "আমাদের জানামতে কোনো আহলে 'ইল্ম ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেননি যে, নবী (ﷺ)-এর **حسبك** বলার পর তিনি **صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ** বলে কুরআন তিলাওয়াত শেষ করেছেন"।[৭৭]

শাইখ উসাইমীন (রহমাহুল্লাহ) বলেন: 'সাদাক্বাল্লাহু বলে কুরআন তিলাওয়াত শেষ করা বিদআত। কারণ নবী (ﷺ) ও তার সাহাবীদের থেকে প্রমাণিত নেই যে, তারা 'সাদাক্বাল্লাহুল আজিম' বলে তিলাওয়াত শেষ করেছেন'।[৭৮]

সাদাক্বাল্লাহু বলার প্রচলন: 'কাতারে'র ওয়াকফ মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত 'ইসলাম ওয়েব'[৭৯] সাইটের (১৩৯৪৫২)-নং ফাতাওয়ায় 'সাদাক্বাল্লাহু' বলা সংক্রান্ত এক প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে– "কবে ও কীভাবে সাদাক্বাল্লাহুল আজিম বলার প্রচলন ঘটেছে; তা জানা যায়নি। পূর্ববর্তী কতক নেক্কার লোক 'সাদাক্বাল্লাহুল আজিম' উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তার পশ্চাতে তারা কোনো দলিল পেশ করেননি। যেমন- হাফিয ইবনুল জাযারি 'আন্ নাশর' কিতাবে বলেন: আমার কতক শাইখকে দেখেছি, তারা কুরআন খতম করে বলতেন–

صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، وهذا تنزيل من رب العالمين، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.

ইমাম কুরতুবী (রহমাহুল্লাহ) তার তাফসীরে বলেন, হাকিম আবূ 'আব্দুল্লাহ আত্ তিরমিযী 'নাওয়াদিরুল উসুল' কিতাবে বলেন: কুরআনুল কারিমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার একটি পদ্ধতি হচ্ছে তিলাওয়াত শেষে মহান আল্লাহকে সত্যারোপ করা ও রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দ্বীন প্রচার করেছেন তার সাক্ষী প্রদান করা। যেমন- বলা–

صدقت رب وبلغت رسلك، ونحن على ذلك من الشاهدين، اللّٰهُمَّ اجعلنا من شهداء الحق، القائمين بالقسط، ثم يدعو بدعوات.

এ থেকে আমাদের ধারণা চতুর্থ হিজরিতে 'সাদাক্বাল্লাহু' বলার প্রচলন ঘটেছে। কারণ হাকিম আত্ তিরমিযী চতুর্থ শতাব্দীর 'আলেম ছিলেন, তবে তার পূর্বেও তার প্রচলন ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ভালো জানেন।

সৌদি আরবের উলামা পরিষদের ফাতাওয়া[৮০]: কুরআনুল কারীম তিলাওয়াত শেষে সাদাক্বাল্লাহুল আজিম বলা বিদআত। কারণ নবী (ﷺ), খোলাফায়ে রাশেদা ও কোনো সাহাবী থেকে এরূপ বলা প্রমাণিত নেই, পরবর্তী কোনো ইমাম থেকেও নয়। অথচ কুরআনুল কারীমের প্রতি তাদের গুরুত্ব বেশি ছিল। তারা বেশি তিলাওয়াত করতেন এবং কুরআন সম্পর্কে তারা বেশি জানতেন। নবী (ﷺ) বলেন:

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدٌّ.

"যে আমাদের দীনে নতুন কিছু সৃষ্টি করলো, যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তা পরিত্যক্ত।"[৮১]

ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন–

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"যে ব্যক্তি এমন 'আমল করলো, যার উপর আমাদের দ্বীন নেই, তা পরিত্যক্ত।"[৮২] *[সূত্র: ইসলাম প্রচার ব্যুরো, রাবওয়াহ, রিয়াদ, সৌদি আরব।]*

যাহাবি (রহমাহুল্লাহ) তার সমর্থন করেছেন, তবে বুখারী-মুসলিম তারা কেউ হাদীসটি বর্ণনা করেননি, আলবানি সহীহ।

[৭৪] *সূরা আন্ নিসা: ৪১।*

[৭৫] *তুমি এখানে পড়া ক্ষান্ত করো, এখানে পড়া শেষ করো।*

[৭৬] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫০৪৯; সহীহ মুসলিম- ৮০২।*

[৭৭] *মাজমু ফাতাওয়া ও মাকালাত- খণ্ড: ৭।*

[৭৮] *ফাতাওয়া নুরুন 'আলাদ-দারব- খণ্ড: ৫, পৃ. ২, সংক্ষিপ্ত।*

[৭৯] *islamweb.net।*

[৮০] *লাজনায়ে দায়েমা- খণ্ড: ৪, পৃ. ১১৮।*

[৮১] *সহীহুল বুখারী- হা. ২৬৯৭।*

[৮২] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৭২১।*

কবিতা

নেক ‘আমল

মো. এবাদত আলী শেখ

সম্পদ খাবে অন্য লোকে
দেহ খাবে বন্য পোকে,
গাড়ি-বাড়ি, টাকা-পয়সা
সব হবে বিফল,
সময় থাকতে প্রিয় বান্দা
ছাড়ো তোমার সকল ধান্দা,
আল্লাহ তা‘আলার বিধান মেনে
করো নেক ‘আমল।

‘আমল তোমার সঠিক হলে
সব ঝামেলা যাবে চলে,
মহান রবের ভালোবাসা
থাকবে তোমার সাথে,
এই দুনিয়ার রং তামাশা
এক পলকের নাই ভরসা,
সুদখোর আর গীবতকারী
যাবে না জান্নাতে।

আর করো না নামায কাযা
ঈমান তোমার থাকবে তাজা,
চলবে শুধুই আলোর পথে
হালাল রুজি খাবে,
পরকালের বিচার শেষে
প্রিয় নবীর সুপারিশে-
চির সুখের সেই ঠিকানায়
মুক্ত জীবন পাবে।

এসো কল্যাণ চাই

শেখ শান্ত বিন আব্দুর রাজ্জাক

ভিন্ন ভিন্ন করো দল
বুকে পোষ কত বল
মুখে গাও শত গীত
ক্ষতি নেই কিছু তাতে।
হয় যেন এক মত
গড়ি যেন আলো পথ
দেশতরে করি হিত
মোরা হাত রেখে হাতে।
এক পথে সদা চলি
এক ভাষা মুখে বলি
এক সাথে করি বাস
কেন হয় তবে দ্বন্দ্ব?
হিংসা দ্বেষ যাও ভুলে
প্রেম নাও বুকে তুলে
ভালোবাসো বারো মাস
দেশ হবে পুষ্প গন্ধ।
শান্তি যদি পেতে চাও
কুরআন সুন্নাহ মেনে নাও
জীবন চালাও এ পথে
মহান আল্লাহকে করো ভয়
দু'জাহানে হবে জয়
ভেসে যাবে সুখরথে।

ইচ্ছা ছিল... আছে...!

রিফাত সাঈদ*

আশা-আকাঙ্খা থাকে সবার
হয়তো বা তা হয় না পূরণ
চাওয়া কেবল আল্লাহ তা‘আলা’র।

কিছু ইচ্ছা হেরে যায় আবার স্বার্থ প্রয়োজনে
ভেঙে যায় কিছু স্বপ্ন-আশা অর্থ অনটনে।

অতীতের কিছু চাওয়া-পাওয়া
গেঁথে আছে এখনো অপূর্ণ পাতায়
পূরণ করবেন রব্বে আযীম-প্রতীক্ষা এই আশায়।

তাই বলে ভেবে অতীত অপ্রাপ্তির স্মৃতি
মন্থর করা যাবে না-কো অগ্রসরতার গতি।

দৃঢ় প্রত্যয় হোক এবার–
ভবিষ্যৎ আলোর পথে
আসবে বাধা বারেবার–
তড়িৎ হোক স্বপ্নপূরণের ভ্রমণ ফলপ্রসূতার রাজপথে।

রবের কাছে জানাবো সব এপার-ওপারের চাওয়া
আর্জি করে চাইবো শুধু সেটুকুরই পাওয়া।

---

* *মাদ্‌রাসাতুল হাদীস, নাজির বাজার, বংশাল, ঢাকা।*

জমঈয়ত সংবাদ

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা জমঈয়ত গঠিত

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস- মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা গঠন উপলক্ষ্যে গত ২৭ আগস্ট মঙ্গলবার এক সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর বিদেশ ও প্রবাস বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালিম মাদানী এবং সৌদি আরব জেলা পশ্চিম অঞ্চলের সভাপতি শাইখ রফিকুল ইসলাম মাদানী। তাঁদের উপস্থিতিতে মোট ২৭ জন দায়িত্বশীল নিয়ে পূর্ণাঙ্গ কমিটি এবং ৪ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়। কমিটির বিরবণ প্রদত্ত হলো–

উপদেষ্টামণ্ডলী- প্রধান উপদেষ্টা- শাইখ জয়নুল আবেদীন বিন আব্দুর রাজ্জাক, উপদেষ্টা- শাইখ ড. শেখ সা'দী বিন আব্দুর রশিদ, শাইখ ড. হারুনুর রশিদ ত্রিশালী, শাইখ ড. মোস্তাফিজুর রহমান

কার্যনির্বাহী কমিটি- সভাপতি- শাইখ আসলাম হোসাইন, সহ-সভাপতি- শাইখ আব্দুল্লাহ আইয়ুব ও শাইখ আব্দুল্লাহিল বাকী, সেক্রেটারি- শাইখ মনিরুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ- শাইখ আব্দুল্লাহ ফারুক, সহ-সেক্রেটারি- শাইখ মুজাহিদুল ইসলাম ও শাইখ বুরহান উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক- শাইখ মাহমুদুল হাসান, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক- শাইখ মাসুম বিল্লাহ, সহ-কোষাধ্যক্ষ- শাইখ সাইদুর রহমান, দা'ওয়াহ ও তাবলীগ সম্পাদক- শাইখ তুহিন, সহ-দা'ওয়াহ ও তাবলীগ সম্পাদক- শাইখ আল আমিন, প্রচার-প্রকাশনা সম্পাদক- শাইখ জামিল বিন মোহাম্মদ জাবের, সহ-প্রচার-প্রকাশনা সম্পাদক- শাইখ ইয়াকুব আব্দুল কালাম, শুব্বান বিষয়ক সম্পাদক- শাইখ সিয়াম, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক- শাইখ ফজলে রাব্বী, সহ-সমাজ কল্যাণ সম্পাদক- শাইখ মতিউর রহমান, সহ-সমাজ কল্যাণ সম্পাদক- শাইখ জোবায়ের মোল্লা, সাহিত্য সম্পাদক- শাইখ সাদিকুল ইসলাম, সহ-সাহিত্য সম্পাদক- শাইখ মাসুদ, দফতর সম্পাদক- শাইখ সাজ্জাদ।

সদস্যবৃন্দঃ শাইখ জাহিদুল ইসলাম, শাইখ আল মামুন, শাইখ উবাইদুর রহমান, মোহাম্মদ তানভীর, শাইখ শেখ সাদী, মোহাম্মদ রবিন।

নারায়ণগঞ্জ মহানগর জমঈয়তের কর্মী সমাবেশ ও শুব্বানের কাউন্সিল

গত ১৬ সেপ্টেম্বর সোমবার সকাল ১০টায় ফরাজিকান্দা হাজী আলতাফ মাহমুদ কমিউনিটি সেন্টারে নারায়ণগঞ্জ মহানগর জমঈয়তে আহলে হাদীসের কর্মী সমাবেশ হাফেয সিদ্দিকুর রহমান সাদেকের সভাপতিত্বে ও শাইখ ক্বারী গোলাম সারোয়ারের সঞ্চালনায় পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়।

এতে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জম ঈয়তে আহলে হাদীসের সহকারী সাংগঠনিক সেক্রেটারি মুহা. রেজাউল ইসলাম, শুব্বানে সাবেক সভাপতি শাইখ ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী ও কেন্দ্রীয় শুব্বান সভাপতি মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক।

বাদ যোহর নারায়ণগঞ্জ মহানগর শুব্বানের কাউন্সিল অধিবেশন মজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে কুরআন তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে শুরু হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহা. আব্দুল্লাহ আল ফারুক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগঞ্জ মহানগর জমঈয়তে আহলে হাদীসের সেক্রেটারি শাইখ ওবায়দুর রহমান, কেন্দ্রীয় শুব্বানে দফতর সম্পাদক হেদায়েতুল্লাহ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা জমঈয়ত ও শুব্বানের নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে নবগঠিত কমিটি নাম ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় সভাপতি। এতে সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন মো. আবু তাহের মাদানী এবং সাধারণ সম্পাদক মো. জাহিদ হাসান ইমরান।

ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের সাংগঠনিক প্রতিবেদন

ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়ত নেতৃবৃন্দ বিগত ২০ সেপ্টেম্বর শুক্রবার, ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ উপজেলাধীন ০৬টি মসজিদ সফর করেন এবং সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করেন। সাইটবাড়ীয়া উত্তরপাড়া আহলে হাদীস জামে মসজিদ, সাইটবাড়ীয়া দক্ষিণ পাড়া আহলে হাদীস জামে মসজিদ, গয়েশপুর আহলে হাদীস জামে মসজিদ, একতারপুর আহলে হাদীস জামে মসজিদ, একতারপুর পুরাতন আহলে হাদীস জামে মসজিদ ও পশ্চিমপাড়া নুতন আহলে হাদীস জামে মসজিদে সফরকারী নেতৃবৃন্দ জুমুআর খুতবা প্রদান করেন। এ সফরে অংশগ্রহণ করেন ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের সভাপতি মুহা. আব্দুল জলিল খান, সহ-

সভাপতি অধ্যক্ষ হাফেয মাওলানা মুহা. ইমরানুর রহমান, সেক্রেটারি মুহা. আশরাফুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহা. ইকরামুল হক, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক মুহা. জহুরুল ইসলাম, দা'ওয়াহ ও তাবলীগ বিষয়ক সম্পাদক মুহা. ইসরাইল হোসেন খান, সৌদি প্রবাসী মুহা. আক্তারুজ্জামান, গয়েশপুর আহলে হাদীস জামে মসজিদের ইমাম মুহা. আব্দুল হাই, জেলা শুব্বানের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মুহা. তাফসীর ও জেলা জমঈয়তের কার্যকরী কমিটির সদস্য অধ্যাপক মুসা করীম প্রমুখ। গয়েশপুর আহলে হাদীস জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবায় **"সহীহ আক্বিদার গুরুত্ব ও সমাজ চিত্র বিষয় শীর্ষক"** আলোচনা করেন জেলা জমঈয়তের সভাপতি মুহা. আব্দুল জলিল খান, পরিশেষে সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

নারায়ণগঞ্জ জেলার নোয়াগাঁও কালনী এলাকার দাওয়াহ সম্মেলন

গত ২১ সেপ্টেম্বর শনিবার বাদ আসর কালনী পশ্চিমপাড়া জামে মাসজিদে নোয়াগাঁও-কালনী এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীস ও জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস-এর যৌথ উদ্যোগ দাওয়াহ ও তাবলীগী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাদ আসর নারায়ণগঞ্জ জেলা শুব্বানের সেক্রেটারি ও আম সদস্য মো. রমজান মিয়া ও রূপগঞ্জ থানা শুব্বানের সেক্রেটারি মো. আনিসুর রহমান উপস্থাপনায় পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন হাফেয তরিকুল ইসলাম। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন এলাকা জমঈয়ত সভাপতি শাইখ অধ্যাপক আরমানুদ্দিন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মাননীয় অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক এবং উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সহ-সভাপতি অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের উপদেষ্টা আলহাজ্জ এম. এ সবুর। উদ্বোধক ছিলেন জেলা জমঈয়তের শুব্বান বিষয়ক সেক্রেটারি ইঞ্জি. আহসান আব্দুর রব।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সহ-সভাপতি প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনি, তথ্য-প্রযুক্তি ও পরিসংখ্যা আনোয়ারুল ইসলাম জাহাঙ্গীর, প্রবাস ও বিদেষ বিষয়ক সম্পাদক শাইখ ইবরাহীম বিন আব্দুল মাদানী, দাওয়াহ ও মিডিয়া বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ মাসউদুল আলম উমরী, নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তের ইকবাল হাসান, কেন্দ্রীয় শুব্বানের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ বিন হারিছ, নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তের সহকারী সেক্রেটারি শাইখ আবুল হোসেন প্রমুখ।

মৃত্যু সংবাদ

(১) বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সাবেক সেক্রেটারি জেনারেল, বিশিষ্ট আলেমে দীন **শাইখ যিল্লুল বাসেত** (রাহিমাহুল্লাহ)**-এর কনিষ্ঠ পুত্র মাহমুদুল বাসেত (৪৬) গত ২০ সেপ্টেম্বর শুক্রবার, বাদ জুমু'আহ্ ঢাকার একটি প্রাইভেট ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন– ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন**। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় তিনি দুরারোগ্য ব্যাধি এম এন ডি (Motor neuro dysfunction)-তে আক্রান্ত ছিলেন এবং দীর্ঘ ৩ বছর রোগভোগের পর ইহধাম ত্যাগ করেন। কর্ম জীবনে তিনি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ডেপুটি রেজিস্ট্রার পদে দায়িত্বরত ছিলেন।

মৃত্যুকালে তিনি মাতা, স্ত্রী, এক কন্যা (১৪), এক পুত্র (৭) ও এক ভ্রাতা-এক ভগ্নী রেখে গেছেন। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় মাইয়্যিতের প্রথম জানাযা অনুষ্ঠিত হয় টঙ্গী বাজারের পার্শ্ববর্তী সিরাজুদ্দীন হাই স্কুল মাঠে। এতে ইমামতি করেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সিনিয়র যুগ্ম সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ মুহাম্মদ হারুন হুসাইন, মাসাজিদ বিষয়ক সেক্রেটারি হাফেয ড. মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম মাদানী, উত্তরা এলাকা জমঈয়তের নেতৃবৃন্দ ও টঙ্গীর আপামর মুসল্লিবৃন্দ।

অতঃপর তাকে ঢাকার উত্তরখান থানার উযানপুরের গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে দ্বিতীয় জানাযা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে পিতার পাশে সমাহিত করা হয়।

মাইয়্যিতের মাগফিরাত কামনা করে দু'আ করার অনুরোধ জানিয়েছেন তার জ্যেষ্ঠ সহদর টঙ্গী বাজার আহলে হাদীস জামে মসজিদের আহ্বায়ক ও উত্তরা এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সহ-সভাপতি মাশহুদুল বাসেত।

কেন্দ্রীয় জমঈয়তের পক্ষ থেকে মাইয়্যিতের মাগফিরাত কামনা করে দু'আ ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়। আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন –আমীন।

(২) দিনাজপুর জেলাধীন চিরিরবন্দর উপজেলা শাখাধীন জমঈয়তে আহলে হাদীসের সাবেক সেক্রেটারি মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ বিন আ. আজিজ গত ১৭ আগস্ট শনিবার, বিকেল ৫ ঘটিকায় তার নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন, "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন"।

মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। তিনি ২ ছেলে ও ১ মেয়ে রেখে ইন্তেকাল করেন। রাত ১০টায় তার জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। বড়ো ছেলে খাইরুল ইসলাম জানাযায় ইমামতি করেন। উপস্থিত ছিলেন চিরিরবন্দর ও দিনাজপুর জমঈয়তের কর্মীবৃন্দ। মাইয়্যেতের মাগফিরাত কামনা করে চিরিরবন্দর উপজেলা জমঈয়তের পক্ষ হতে সকল মুসলিমকে দু'আ করার অনুরোধ করা হচ্ছে।

শুব্বান সংবাদ

১০ম সেশনের মজলিসে আমের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত

গত ১৪ আগস্ট বুধবার বিকেল সাড়ে ৪টায় ঢাকার যাত্রাবাড়িতে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের দ্বিতীয় তলায় আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরাইশী রাহিমাহুল্লাহ মিলনায়তনে জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর ১০ম সেশনের মজলিসে আমের প্রথম সভা কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ সম্পাদক হাফেয আব্দুল্লাহ বিন হারিছের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতে কুরআন তিলাওয়াত করেন বিদেশ বিষয়ক সম্পাদক হাফেয হাবিবুর রহমান মাদানী। পরে সূরা মুহাম্মদের ৩৮ নং আয়াতের উপর দারসুল কুরআন পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ ইমাম হাসান মাদানী।

এতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সৌদি আরব পশ্চিমাঞ্চল জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি শাইখ রফিকুল ইসলাম মাদানী, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের শুব্বান বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী, সাবেক শুব্বান সভাপতি শাইখ ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী।

এ সভায় দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে মজলিসে আম সদস্য অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়াও দেশ ও দেশের বাইরে থেকে কিছু সংখ্যক সদস্য অনলাইনে অংশগ্রহণ করেন।

বরিশাল জেলা জমঈয়ত ও শুব্বানের প্রথম কাউন্সিল অনুষ্ঠিত

গত ২৩ আগস্ট শুক্রবার বিকাল সাড়ে ৩টায় বরিশাল পুলিশ লাইন আহলে হাদীস জামে মসজিদে বরিশাল জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস ও জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস-এর প্রথম জেলা কাউন্সিল অধিবেশন পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জম ঈয়তে আহলে হাদীসের সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি শাইখ ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী, কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি শাইখ আব্দুল্লাহীল হাদী ও কোষাধ্যক্ষ শাইখ ইমাম হাসান মাদানী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা জমঈয়ত ও শুব্বানের নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে নবগঠিত কমিটি নাম ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি শাইখ আব্দুল্লাহীল হাদী। এতে জেলা শুব্বানের সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন আব্দুল গফুর এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন মো. জহির খান।

টাঙ্গাইল জেলায় আরেফ প্রশিক্ষণ কর্মশালা

গত ৩০ আগস্ট শুক্রবার টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতী উপজেলা শাখার উদ্যোগে আরেফ প্রশিক্ষণ কর্মশালা বল্লা কেন্দ্রীয় আহলে হাদীস জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রশিক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সাংগঠনিক সেক্রেটারি শাইখ মুহাম্মদ আব্দুল মাতীন, শুব্বান বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী, শুব্বানের কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহা. আব্দুল্লাহ আল ফারুক। দাওয়াহ ও তাবলীগের অংশ হিসেবে টাঙ্গাইল জেলার ১৫টি মসজিদে জুমুআর খুতবাহ প্রদান করেন জমঈয়ত ও শুব্বান নেতৃবৃন্দ। প্রত্যেক মসজিদের জন্য সৌদি আরবের ছাপা একসেট তাফসীর, সাপ্তাহিক আরাফাত, মাসিক তর্জমানুল হাদীস, শুব্বান পরিচিতি, লিফলেট প্রদান করা হয়। বাদ আসর বল্লা এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীসের উদ্যোগে বল্লা আহলে হাদীস জামে মসজিদে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক এবং প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের উপদেষ্টা ও শুব্বানের সাবেক কোষাধ্যক্ষ ড. শরিফুল ইসলাম রিপন, সাংগঠনিক সেক্রেটারি শাইখ আব্দুল মাতীন, শুব্বানের সাবেক সভাপতি শাইখ ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী এবং শুব্বানের কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহা. আব্দুল্লাহ আল ফারুক ও কোষাধ্যক্ষ ইমাম হাসান মাদানী। আরও উপস্থিত ছিলেন টাঙ্গাইল জেলা জমঈয়ত ও শুব্বানের বিভিন্ন এলাকার নেতৃবৃন্দ।

দিনাজপুর জেলায় আরেফ প্রশিক্ষণ কর্মশালা

গত ০৬ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার দিনাজপুর জেলা শুব্বানের উদ্যোগে আরেফ প্রশিক্ষণ কর্মশালা দিনাজপুর জেলা জমঈয়ত অফিস স্টেশন রোডে, জেলা সভাপতি আব্দুর রহমান ইমরান মাদানীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক রাশেদুল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক। শিক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন কেন্দ্রীয় শুব্বান সভাপতি মুহা. আব্দুল্লাহ আল ফারুক।

দাওয়াহ ও তাবলীগের অংশ হিসেবে দিনাজপুর জেলার ১৫টি মসজিদে জুমুআর খুতবাহ প্রদান করেন জমঈয়ত ও শুব্বান নেতৃবৃন্দ। কয়েকটি মসজিদে সৌদি আরবের ছাপা একসেট তাফসীর, সাপ্তাহিক আরাফাত, মাসিক তর্জমানুল হাদীস , শুব্বান পরিচিতি, লিফলেট প্রদান করা হয়।

বাদ আসর বিরল উপজেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের উদ্যোগে বায়তুল জান্নাত জামে মসজিদ, পাকুড়ায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক। প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের বিদেশ ও প্রবাস বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালিম মাদানী।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শুব্বান সভাপতি মুহা. আব্দুল্লাহ আল ফারুক, দিনাজপুর জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি শাইখ আব্দুল জলিল মাদানী, শুব্বানের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি শাইখ ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী, শুব্বানের কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ ইমাম হাসান মাদানী, আব্দুর রহমান মাদানী, রায়হান উদ্দিন মাদানী, হাফিজুর রহমান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। আরও উপস্থিত ছিলেন দিনাজপুর জেলা জমঈয়ত ও শুব্বানের বিভিন্ন শাখার নেতাকর্মীবৃন্দ।

স্বাস্থ্য-সচেতনতা

তীব্র গরমে স্বাস্থ্য সমস্যা

সংকলনে: মুহাম্মদ রমজান মিয়া*

গত মাস থেকেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বয়ে যাচ্ছে তাপপ্রবাহ। এই তীব্র গরমে অস্বস্তিসহ স্বাস্থ্যের ওপরে বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। পানিশূন্যতা দেখা দিতে পারে। মাথাব্যথা, দুর্বলতা, প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যাওয়া, এমনকি দীর্ঘমেয়াদী পানিশূন্যতায় কিডনিরও ক্ষতি হতে পারে। দেখা দিতে পারে গরম সংক্রান্ত বিভিন্ন অসুস্থতা। অসচেতনতায় সবচেয়ে মারাত্মক সমস্যা হিটস্ট্রোকও হয়ে যেতে পারে। অতএব তাপপ্রবাহের সময়ে আমাদেরকে নিম্নোক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। **এ অধিক গরম লাগা রোধে করণীয়:**

(ক) সরাসরি রোদে যাওয়া থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকা। বিশেষত সকাল ১০/১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। **(খ)** বদ্ধ ও জনাকীর্ণ পরিবেশ থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকা। **(গ)** গরম খাবার, ভাজাপোড়া, চা, কফি, বর্জন করা এবং খাবার পরিমিত খাওয়া। এতে শরীরের তাপমাত্রা কম থাকতে সহায়ক হবে। **(ঘ)** খাদ্যগ্রহণের পর অন্তত ৩০ মিনিট ফ্যানের নীচে থেকে তারপর বাইরে যাওয়া। **(ঙ)** ঢিলেঢালা, সাদা হালকা রঙের সুতি পোষাক পরিধান করা। **(চ)** মানসিক অবসাদ, টেনশন পরিহার করা। যেকোনো কাজে তাড়াহুড়া বর্জন করা। **(ছ)** সুযোগ থাকলে একাধিকবার ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করা।

বাইরে গেলে করণীয়: (ক) অবশ্যই ছাতা ব্যবহার করতে হবে। **(খ)** মাথায় টুপি/ক্যাপ, সানগ্লাস/রোদচশমা ব্যবহার করা যেতে পারে। **(গ)** তৃষ্ণা না পেলেও পর্যায়ক্রমে পানি পান করতে থাকতে হবে।

বাইরে থেকে বাসায় ফিরে করণীয়: (ক) সাথে সাথে অতিরিক্ত পোষাক পরিবর্তন করতে হবে। **(খ)** পানি পান করতে হবে। **(গ)** সরাসরি এসির বাতাসে যাওয়া যাবে না। যাতে আবার ঠাণ্ডা লেগে সর্দি-কাশি না হয়। **(ঘ)** যাদের ত্বক তৈলাক্ত বিশেষত ব্রনের সমস্যায় ভুগে থাকেন– তাদের মুখ ফেসওয়াশ ব্যবহার করে ধুয়ে ফেলা উচিত। অন্য সবারও মুখে শীতল পানির ঝাপটা নেওয়া উচিত।

ঘরে গরম কমাতে করণীয়: (ক) বাইরে বাতাস গরম হয়ে গেলেই রুমের জানালা দরজা পর্দা দিয়ে ঢেকে রাখা উচিত, থাই গ্লাস গরম হয়ে গেলে ভেজা তোয়ালে/কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা যেতে পারে। তবে বাতাস স্বাভাবিক থাকলে বিশেষত সকালে, সন্ধ্যার পর থেকে জানালা খোলা রেখে ঘরে পর্যাপ্ত বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে। **(খ)** ছাদের নীচে কাপড় টাঙানো যেতে পারে। ছাদে পানি ঢেলে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করা যেতে পারে। **(গ)** এসি ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে এসি ব্যবহার করলে তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রিতে রাখা উচিত। সরাসরি এসির ঠাণ্ডা বাতাস শরীরে লাগানো যাবে না।

পানিশূন্যতা রোধে করণীয়: (ক) পর্যাপ্ত পানি পান করতে হবে– ওযন ৬০ কেজির কম হলে ৯-১০ গ্লাস, ৬০ কেজির বেশি হলে ১০-১২ গ্লাস। **(খ)** এছাড়া স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে তরমুজ, ডাবের পানি, লেবু পানি/তরল খাবার খাওয়া যেতে পারে। **(গ)** তেল-চর্বিযুক্ত খাবার পরিহার করতে হবে।

পানি পানে বিশেষ সতর্কতা: বাইরে যাওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে বেশি পানি পান করা যাবে না। একসঙ্গে সর্বোচ্চ ২ গ্লাসের বেশি পানি পান করা উচিত নয়। অতিরিক্ত ঠাণ্ডা/ফ্রিজের পানি সরাসরি পান না করে স্বাভাবিক পানির সাথে মিশিয়ে হালকা শীতল পানি পান করা যেতে পারে। কিডনি রোগ/হার্ট ফেইলিউর/শরীরে পানি জমে থাকা রোগীদের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী পানি পান করতে হবে।

খাবার বিষয়ে পরামর্শ ও সতর্কতা: (ক) গরমে প্রচুর সবজি খাওয়া উচিত। শসা, টমেটো, ক্যাপসিকাম, লাউ, শাক-পাতা খাদ্যতালিকায় রাখতে হবে। এতে কোষ্টকাঠিন্য হওয়ার সম্ভাবনা কমবে। **(খ)** ফ্রিজের বাইরে রাখা খাবারের স্বাদ/গন্ধ পরিবর্তন হয়ে গেলে তা খাওয়া যাবে না। **(গ)** নরমাল ফ্রিজে রাখলেও ২-৩ দিনের বেশি রেখে খাওয়া যাবে না। **(ঘ)** ডায়রিয়া বা অন্য কারণে খাওয়ার জন্য ওরস্যালাইন প্রস্তুত করা হলে ৪ ঘন্টার বেশি সময় পরে তা খাওয়া উচিত না। **(ঙ)** উচ্চ প্রোটিন বা তেলচর্বিযুক্ত খাবার পরিহার করা। **(চ)** বাইরের বিশেষত রাস্তার পাশের খোলা খাবার/শরবত বর্জন করা উচিত।

ঘামাচি রোধে করণীয়: শীতল পানিতে গোসল করে শরীরের গরম কমানো। অধিক গরম লাগার কাজ যথাসম্ভব পরিহার করা। গামছা/রুমাল ভিজিয়ে শরীর মুছা যেতে পারে। ট্যালকম পাউডার ব্যবহার করা যেতে পারে।

গরম সংক্রান্ত অসুস্থতা ও প্রাথমিক করণীয়: (ক) গরমে মাংশপেশীর ব্যথা ও সংকোচন: পায়ের মাংশপেশীতে সাধারণত ব্যথা হতে পারে। এসময় ওরস্যালাইন ও প্যারাসিটামল খেতে হবে। ম্যাসাজ করতে হবে। কয়েক ঘন্টার মধ্যে পরিশ্রমের কাজ করা যাবে না। প্রয়োজনে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। **(খ) অজ্ঞান হয়ে যাওয়া:** অবস্থা বেশি খারাপ না হলে শীঘ্রই জ্ঞান ফিরে আসে। এমতাবস্থায় প্রেসার মেপে দেখতে হবে। ফ্যানের নীচে নিতে হবে। শরীরের তাপমাত্রা কমানোর চেষ্টা করতে হবে। স্যালাইন খাওয়াতে হবে। তাতেও অবস্থার উন্নতি না হলে চিকিৎসক এর শরণাপন্ন হতে হবে। **(গ) হিট স্ট্রোক:** প্রচণ্ড দাউদাহে হঠাৎ করে কোনো ব্যক্তি অজ্ঞান হয়ে যেতে পারেন এবং এক্ষেত্রে জ্ঞান স্বাভাবিক হবে না, একে বলা হয় 'হিটস্ট্রোক'।

লক্ষণ: শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে ১০৪ ডিগ্রি বা তার অধিক হওয়া, প্রচণ্ড ক্লান্তি ভাব, ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া, মাংসপেশীতে অস্বস্তি/কাঁপুনি, চরম দুর্বলতা, অস্থিরতা/আগ্রাসী হওয়া। তারপর রোগী অচেতন হয়ে পড়তে পারে।

হিটস্ট্রোকে প্রাথমিক করণীয়: (১) প্রথমেই অসুস্থ ব্যক্তিকে ছায়ায় বা অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা জায়গায় নিয়ে চিৎ করে রাখতে হবে। জ্ঞান একদম না থাকলে কাত করে রাখতে হবে। এক্ষেত্রে ব্যবস্থা থাকলে ব্লাড সুগার মেপে দেখা উচিত। ব্লাড সুগার কমে যেতে পারে। **(২)** অতিরিক্ত জামা কাপড় খুলে বা ঢিলে করে দিতে হবে। **(৩)** ফ্যানের নীচে নিয়ে ফুল স্পিডে ফ্যান চালাতে হবে। **(৪)** ঠাণ্ডা পানিতে ভেজা তোয়ালে দিয়ে শরীর মুছে দেওয়া। **(৫)** সম্ভব হলে অবশ্যই কাপড়ে বরফ পেচিয়ে বগলে/দুইপাশের কুচকিতে দিতে হবে। **(৬)** তৎক্ষণাৎ এ্যাম্বুলেন্সে করে (সম্ভব হলে অক্সিজেন দিয়ে) হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। ❑

* *সাধারণ সম্পাদক, নারায়ণগঞ্জ জেলা শুব্বান; সদস্য, মাজলিসে আম।*

الفتاوى والمسائل ❖ ফাতাওয়া ও মাসায়িল

জিজ্ঞাসা ও জবাব

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

জিজ্ঞাসা (০১): হাদীসে বিভিন্ন রকমের দু'আ আছে সেগুলো নামাযে শেষ বৈঠকে ও সিজদায় পড়া যাবে কি?

মো. ফয়সাল মাহবুব

চট্টগ্রাম।

জবাব: সালাতের শৈষ বৈঠকে এবং সিজদার প্রসিদ্ধ মাসনূন দু'আগুলো ছাড়া হাদীসে বর্ণিত অন্যান্য দু'আও পড়া যাবে। নবী (ﷺ) শেষ বৈঠকে এই দু'আটিও পাঠ করতেন এবং পড়ার আদেশ দিতেন।

"اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ".

"হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে জাহান্নাম এবং কবরের 'আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আরো আশ্রয় প্রার্থনা করছি দাজ্জালের ফিত্না হতে।" *(সহীহ মুসলিম- হা. ৫৮৮)*

এই দু'আটি পড়া খুবই উত্তম। এর সাথে অন্যান্য দু'আও পড়া যাবে।

জিজ্ঞাসা (০২): আল কুরআন কখন তিলাওয়াত করলে নেকী বেশি? জানতে চাই।

আবু হাফসা হোমায়রা

গাংনগর, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

জবাব: কুরআন পড়ার জন্য সর্বোত্তম সময় হচ্ছে রাত্রিবেলা। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُوْنَ آيَاتِ اللهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ﴾

"আহলে কিতাবদের মধ্যে এমন একদল আছে, যারা রাতের বেলায় আল্লাহর আয়াত পাঠ করে এবং সিজদা করে।" *(সূরা আ-লি 'ইমরান: ১১৩)*

রাসূল (ﷺ) বলেন, «نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ، لَوْ كَانَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ».

'আব্দুল্লাহ কতই না চমৎকার মানুষ, যদি তিনি রাতে নামায পড়তেন। *(সহীহুল বুখারী- হা. ১১৫৭)*

ইব্রা-হীম আল নাখায়ী বলতেন: একটি ভেড়ার দুধ দোহন করতে যতটুকু সময় লাগে, সেই পরিমাণ হলেও রাতে কুরআর তিলাওয়াত করো।

ইমাম নববী আল তিবিয়ানে বলেছেন: রাতের সালাত এবং এর তিলাওয়াত উত্তম। কারণ এতে মনোযোগ বৃদ্ধি পায় এবং তিলাওয়াতকারী শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে রক্ষা পায়। সেই সঙ্গে এতে রিয়া থেকেও মুক্তি পাওয়া সহজতর।

জিজ্ঞাসা (০৩): রোযা রাখা অবস্থায় আমার মুখের থুথু যদি পেটে চলে যায় রোযার কোনো ক্ষতি হবে কি?

মাসুদ রানা

গাইবান্ধা।

জবাব: আলহামদু লিল্লাহ, দ্বীন ইসলাম পালন করা একদম সহজ। এতে কঠিন কিছু নেই। সিয়াম অবস্থায় মুখ ও গলা স্বাভাবিক থাকবে, ভিজা থাকবে। ঘনঘন থুথু ফেলে গলা শুকিয়ে ফেলার দরকার নেই। মুখ থেকে গলায় অতঃপর ভিতরের দিকে তরল জিনিষ আসা-যাওয়া করবে। তাই রোযাদার যদি থুথু গিলে ফেলে এতে তার রোযা নষ্ট হবে না; এমনকি পরিমাণে বেশি হলেও। তাছাড়া থুথু গিলে ফেললে যে সিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে, এই মর্মে কোনো দলিলও নেই। সেটা মসজিদে হলেও কিংবা অন্য কোনো স্থানে হলেও। তবে যদি কফের মত ঘন শ্লেষ্মা হয় তাহলে গিলবে না; বরং আপনি মসজিদে থাকলে টিস্যু পেপারে কিংবা অন্য কিছুতে থু করে ফেলে দিবেন। মহান আল্লাহই তাওফীক্বদাতা। আমাদের নবী মুহাম্মদ (ﷺ), তাঁর পরিবারবর্গ ও তাঁর সাহাবীবর্গের ওপর মহান আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক। *(দেখুন: ফাতাওয়া ও গবেষণা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি- ১০/২৭০)*

জিজ্ঞাসা (০৪): জামা'আতে সালাত আদায় করার সময় যারা পরে শরিক হয়েছে, তারা ইমামের দুই সালাম না এক সালাম দেওয়ার পরে তাদের ছুটে যাওয়া রাকআত পড়বে?

মোকাম্মাল

বরুয়াল, হরিপুর, ঠাকুরগাঁও।

জবাব: যে মুসল্লী সালাতের কিছু অংশ চলে যাওয়ার পর জামা'আতে শরীক হয়, তাকে মাসবুক বলা হয়। এখন প্রশ্ন হলো– তার ছুটে যাওয়া সালাত আদায় করার জন্য সে কখন দাঁড়াবে? ইমাম একদিকে সালাম ফিরানোর পর নাকি উভয় দিকে সালাম ফিরানোর পর? এ বিষয়ে আলেমদের দু'টি প্রসিদ্ধ মত রয়েছে। একটি মত হচ্ছে এক দিকে সালাম

ফিরানোর পরপরই মাসবুক অসমাপ্ত সালাত পরিপূর্ণ করার জন্য দাঁড়িয়ে যেতে পারবে। অন্য মতটি হচ্ছে সালাম ফিরানো যেহেতু সালাতের রুকন এবং সালাম ফিরানো বলতে যেহেতু দুই দিকে সালাম ফিরানোকেই বুঝায়, রুকনটি পুরোপুরি রূপে পালিত হওয়ার পরই মাসবুকের দাঁড়ানো উচিত। মতভেদ ও সন্দেহ থেকে বাঁচার জন্য এটাই সর্বোত্তম পন্থা।

জিজ্ঞাসা (০৫): আমি একটি প্রতিষ্ঠানে কাজ করি এবং প্রতি সপ্তাহে বাড়ি যাই, সেখানে দুই দিন থাকি, এখন আমি সালাত কিভাবে আদায় করবো?

সিয়াম শিকদার

চিতলমারি, বাগেরহাট।

জবাব: নিজ বাড়িতে সালাত কসর করা বৈধ নয়। এখানে আপনি দু'দিন থাকেন কিংবা এর চেয়ে কম থাকেন, তাতে কিছু আসে যায় না। আপনি সেখানে সালাত কসর পড়বেন না। আপনি স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারেই পুরো সালাত আদায় করবেন। কারণ নিজ বাড়িতে কসর নেই।

জিজ্ঞাসা (০৬): কুরআনের একটি আয়াতে বলা হয়েছে মু'মিনদের শিফা। এটা কোন শিফা জানতে চাই।

আবু হাফসা হোমায়রা

গাংনগর, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

জবাব: কুরআন রোগ নিরাময়ের একটি মাধ্যম যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের আরোগ্য করেন এবং মু'মিনগণ ব্যতীত অন্যরা এ দ্বারা উপকৃত হতে পারে না। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾

"আর আমি কুরআন নাযিল করি যা মু'মিনদের জন্য নিরাময় ও রহমত এবং তা যালিমদের ক্ষতি ছাড়া আর কিছু বাড়ায় না।" ***(সূরা আল ইসরা: ৮২)***

শাইখ 'আব্দুর রাহমান ইবনু নাসের আল মা'দী তার ব্যাখ্যায় বলেছেন: কুরআন নিরাময় এবং করুণার অন্তর্ভুক্ত এবং এটি সবার জন্য নয়; বরং যারা এতে বিশ্বাস করে, তাদের জন্য। যারা এতে বিশ্বাস করে না বা এর উপর 'আমল করে না, এর আয়াত তাদের ক্ষতিই বাড়িয়ে দেয়। যারা কুরআনে বিশ্বাসী তাদের জন্য কুরআন যে নিরাময়কারী তার প্রমাণ অনেক রয়েছে। এ সম্পর্কে আলেমদের বক্তব্যও অনেক। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম তাঁর জাদ আল-মা'আদ গ্রন্থে বলেছেন: কুরআন অন্তর এবং শারীরিক সমস্ত ব্যাধি এবং দুনিয়া ও আখিরাতের রোগের সম্পূর্ণ নিরাময়।

জিজ্ঞাসা (০৭): সালাতে সূরা পড়ার ক্ষেত্রে কি সূরার সিরিয়াল অনুযায়ী পাঠ করতে হয়? না-কি যে কোনো জায়গা থেকে পড়লেই হবে?

মুশফিক

ধামরাই, ঢাকা।

জবাব: কুরআনুল কারিমে সূরাগুলোর যে সিরিয়াল রয়েছে, সালাতের মধ্যে সূরার সেই সিরিয়াল অনুসরণ করা সুন্নাত। এটিকে একদল উলামায়ে কিরাম উত্তম বলেছেন। তবে এর বিপরীতও করা যেতে পারে। আল্লাহ কুররআনে এ বিষয়টি খোলাসা করেছেন যে, কুরআন থেকে যতটুকু সম্ভব হয় ততটুকু তিলাওয়াত করো। যেটা তোমাদের জন্য সহজ ও সম্ভবপর হয়, সেটা তুমি তিলাওয়াত করো। সেই হিসেবে সেখানে কেউ যদি সূরা আন্ নাস পড়ে, তারপর সূরা আল কাফিরুন পড়ে, এরপর সূরা আল মা'ঊন পড়ে তাহলে তার জন্য এটি নাজায়িয হবে না। এটি জায়িয রয়েছে। বর্ণিত আছে যে, নবী (ﷺ) কোনো এক রাতে সূরা আল ফাতিহার পর একই রাকআতে প্রথমে সূরা আল বাক্বারাহ্ তারপর সূরা আন্ নিসা তারপর সূরা আ-লি 'ইমরান পড়েছেন। এক রাকআতে যেহেতু তিনি সিরিয়াল ভঙ্গ করে দুই সূরা পাঠ করেছেন, সেখানে দুই রাকআতে দুই সূরা পড়া আরো উত্তমভাবে জায়িয আছে। 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি কোনো এক সালাতের প্রথম রাকআতে সূরা আল কাহ্ফ এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা আন্ নাহ্ল পড়েছেন। ***(দেখুন: আল মুগনী- ইবনু কুদামা, ১/৩৫৬)***

জিজ্ঞাসা (০৮): নামাযে তাওয়ার্‌রুক করার হুকুম কী? এটি কি নারী-পুরুষ সকলের জন্যই? দয়া করে আমাদেরকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

মো. নূরুজ্জামান

মদন, নেত্রকোণা।

জবাব: যেসব নামাযে দু'টি তাশাহ্হুদ আছে তার প্রত্যেক নামাযের শেষ তাশাহ্হুদে তাওয়ার্‌রুক করা সুন্নাত। যেমন- মাগরিব, 'ইশা, যোহর ও আসর সালাতে। কিন্তু যেসব নামাযে শুধু একটি তাশাহ্হুদ তাতে তাওয়ার্‌রুক করা সুন্নাত নয়। তাতে ডান পা খাড়া রেখে বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার পাতার উপর বসবে। নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই তাওয়াররুক করা সুন্নাত হিসেবে সাব্যস্ত। কেননা ইসলামী শরীয়তের সকল হুকুম-আহকামে নারী-পুরুষ উভয়ই সমান। তবে দলিলের ভিত্তিতে কোনো ক্ষেত্রে পার্থক্য পাওয়া গেলে সে কথা ভিন্ন। নামাযের পদ্ধতিতে নারী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য থাকার কোনো সহীহ দলিল

নেই। সুতরাং নামাযের পদ্ধতিতে নারী-পুরুষ উভয়ই সমান। *(দেখুন: ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম- ফাতাওয়া নং- ২৫৬)*

জিজ্ঞাসা (০৯): নামায শেষ হওয়ার সাথে সাথেই কি ইমাম চলে যেতে পারেন? না-কি ফরয সালাতের পরবর্তী দু'আগুলো পাঠ করা পর্যন্ত বসা এবং অপেক্ষা করা আবশ্যক? মুক্তাদীগণ কি ইমামের আগে উঠে যেতে পারবেন? দয়া করে জানাবেন।

রায়হান আহমেদ
সিক্কাটুলী, ঢাকা।

জবাব: সালাম ফিরানোর পর তিনবার أَسْتَغْفِرُ اللهَ বলতে যতটুকু সময় লাগে ইমামের জন্য সে পরিমাণ সময় কিবলামুখী হয়ে বসে থাকা উত্তম। অতঃপর একবার– «اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ» পাঠ করবেন। অতঃপর মুক্তাদীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসবেন। *(দেখুন: সহীহ মুসলিম- অধ্যায়: মাসজিদসমূহের বর্ণনা, হা. ১৩৫/৫৯১, ১৩৬/৫৯২)*

ইমাম স্বীয় স্থানে বসে অপেক্ষা করা কিংবা উঠে যাওয়ার ব্যাপারে কথা হলো, উঠে যেতে চাইলে যদি মুক্তাদীদের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে যেতে হয় তাহলে তার জন্য উত্তম হচ্ছে ভীড় কমার জন্য কিছুক্ষণ বসে অপেক্ষা করা। ভীড় না থাকলে উঠে যেতে কোনো বাধা নেই। মুক্তাদীর জন্যে উত্তম হচ্ছে তিনি যেন ইমামের আগে না উঠেন।

কেননা নবী (ﷺ) বলেছেন,

لَا تَسْبِقُوْنِيْ بِالْانْصِرَافِ.

"তোমরা আমার আগেই উঠে যেও না।" *(দেখুন: সহীহ মুসলিম- অধ্যায়: সালাত, হা. ১১২/৪২৬)*

কিন্তু যে পরিমাণ সময় অপেক্ষা করা সুন্নাত, ইমাম যদি কিবলামুখী হয়ে তার চেয়ে বেশি অপেক্ষা করেন, তাহলে মুক্তাদীর জন্য উঠে যেতে কোনো বাধা নেই।

জিজ্ঞাসা (১০): নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর নৌকা যে "জুদি" নামক পর্বতে এসে ভিড়েছিল, সে জুদি নামক পর্বতটি কোথায় অবস্থিত?

নাবিলা ইসলাম

জবাব: জুদি পাহাড় বর্তমানে কোথায় অবস্থিত, তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কারো কারো মতে এটা ইরাকের মুসেল প্রদেশের নিকট অবস্থিত। কেউ কেউ বলেছেন, এটা ইরাকের উত্তর সীমান্তে সিরিয়ার নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত। মোটকথা ইরাক-সিরিয়ার সীমান্তবর্তী এলাকাতে অবস্থিত। এটাই সঠিক কথা।

জিজ্ঞাসা (১১): ইমাম খুতবাহ্ দেয়ার সময় সালাম এবং সালামের উত্তর দেয়ার হুকুম কি?

আব্দুল্লাহ
নাটোর।

জবাব: ইমাম খুতবাহ্দানকালে কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে শুধু দু'রাকআত নামায হালকাভাবে আদায় করবে। অতঃপর কাউকে সালাম না দিয়ে বসে পড়বে। কেননা এ অবস্থায় মানুষকে সালাম দেয়া হারাম। কেননা নবী (ﷺ) বলেছেন,

"إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: أَنْصِتْ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ".

"তুমি যদি জুমু'আর দিন খুতবাহ্ চলাকালে পার্শ্ববর্তী মুসল্লীকে বলো 'চুপ করো', তাহলে অনর্থক কাজ করলে।" *(সহীহুল বুখারী- অধ্যায়: জুমু'আহ্, হা. ৯৩৪; সহীহ মুসলিম- অধ্যায়: জুমু'আহ্)*

তিনি আরো বলেন,

«وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا».

"যে ব্যক্তি জুমু'আর খুতবাহ্ চলাকালে কঙ্কর স্পর্শ করলো সে অনর্থক কাজ করলো।" *(সুনান আবূ দাউদ- অধ্যায়: নামায, হা. ১০৫০, সহীহ: সহীহ মুসলিম- হা. সহীহ মুসলিম- হা. ২৭/৮৫৭)*

لاغي অর্থ হলো– যে ব্যক্তি কোনো অনর্থক কাজ করে। এই কাজ তার জুমু'আর সাওয়াব বিনষ্ট করে দিতে পারে। এ কারণে অন্য হাদীসে বলা হয়েছে,

من لغى يوم الْجُمُعَةَ، فَلَا جمعة له.

"যে ব্যক্তি অনর্থক কাজ করে তার জুমু'আহ্ হবে না।" *(সুনান আবূ দাউদ- অধ্যায়: নামায)*

অতএব কেউ যদি আপনাকে সালাম দেয় তবে 'ওয়া আলাইকুম সালাম' শব্দে তার জবাব দিবেন না। কিন্তু মুখে কোনো শব্দ উচ্চারণ না করে মুসাফাহ করতে কোনো বাধা নেই। যদিও মুসাফাহ না করাই উত্তম।

অবশ্য আলেমদের কেউ কেউ বলেন, সালামের জবাব দিতে পারে। কিন্তু সঠিক কথা হচ্ছে, সে সালামের জবাব দিবে না। কেননা খুতবাহ্ শ্রবণের ওয়াজিবকে সালামের জবাব প্রদানের ওয়াজিবের উপর প্রাধান্য দিতে হবে। তাছাড়া এ অবস্থায় সালাম দেয়াও মুসলিমের জন্য উচিত নয়। কেননা এটি মানুষকে খুতবাহ্ শুনার ওয়াজিব থেকে অন্য মনস্ক করে ফেলে। অতএব সঠিক কথা হচ্ছে, ইমাম খুতবাহ্ দেয়ার সময় সালামও নেই, জবাবও নেই।

জিজ্ঞাসা (১২): ঈমানের প্রথম রুকুন হচ্ছে– মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করা। সংক্ষেপে এর ব্যাখ্যা জানতে চাই।

আবু জাফর

তেরখাদা, খুলনা।

জবাব: আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনয়নের ব্যাখ্যা হচ্ছে– অন্তরের গভীর থেকে আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা। অতীতে তার কোনো সমকক্ষ ছিল না, ভবিষ্যতেও তার কোনো সমকক্ষ হতে পারবে না। তিনিই প্রথম। তার পূর্বে কেউ ছিল না। তিনিই সর্বশেষ; তাঁর পর কোনো কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। তিনিই প্রকাশমান। তাঁর চেয়ে প্রকাশমান আর কেউ নেই। তিনিই অপ্রকাশমান। কোনো কিছুই তাঁর জ্ঞান থেকে গোপন নয়। অর্থাৎ- তিনি প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল জ্ঞানের অধিকারী। তিনি চিরজীবন্ত, সব কিছুর রক্ষণাবেক্ষণকারী, একক এবং অমুখাপেক্ষী। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ○ اللهُ الصَّمَدُ ○ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ○ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾

"হে নবী! তুমি বলো– তিনিই আল্লাহ একক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি। আর তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।" ***(সূরা আল ইখলা-স: ১-৪)***

এমনিভাবে মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান অর্থ এ কথারও স্বীকারোক্তি প্রদান করা যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'ইবাদত, তাঁর প্রভুত্ব এবং তাঁর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো শরীক নেই।

জিজ্ঞাসা (১৩): কোন ক্ষেত্রে ইন্‌শা-আল্লাহ বলতে হবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বলতে হবে না?

মতিউর রহমান

মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।

জবাব: ভবিষ্যতের সাথে সম্পৃক্ত প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে ইন্‌শা-আল্লাহ বলা উত্তম। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ○ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ﴾

"কখনই তুমি কোনো বিষয়ে বলো না, আমি ওটা আগামীকাল করবো। তবে এভাবে বলবে যে, যদি আল্লাহ চান।" ***(সূরা আল কাহ্‌ফ: ২৩-২৪)***

অতীত হয়ে গেছে এমন বিষয়ের ক্ষেত্রে ইন্‌শা-আল্লাহ বলার দরকার নেই। যেমন- কোনো লোক যদি বলে গত রবিবারে রমাযান মাস এসেছে ইন্‌শা-আল্লাহ। এখানে ইন্‌শা-আল্লাহ বলার প্রয়োজন নেই। কারণ তা অতীত হয়ে গেছে। অনুরূপভাবে ইন্‌শা-আল্লাহ আমি কাপড় পরিধান করেছি। এখানেও ইন্‌শা-আল্লাহ বলার দরকার নেই। কারণ কাপড় পরিধান করা শেষ হয়ে গেছে। নামায আদায় করার পর ইন্‌শা-আল্লাহ নামায পড়েছি বলার দরকার নেই। কিন্তু যদি বলে ইন্‌শা-আল্লাহ মাকবূল নামায পড়েছি তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। কারণ নামায কবূল হলো কি-না তা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কেউ জানে না।

জিজ্ঞাসা (১৪): যারা মহান আল্লাহর নবী (ﷺ)-কে হাবীবুল্লাহ (মহান আল্লাহর হাবীব) বলে তাদের হুকুম কি?

মো. রাসেল

সাভার, ঢাকা।

জবাব: নবী (ﷺ) মহান আল্লাহর বন্ধু। এতে কোনো সন্দেহ নেই। মহান আল্লাহকে তিনি খুব ভালোবাসতেন মহান আল্লাহও তাকে খুব ভালোবাসেন। কিন্তু এর চেয়ে উত্তম শব্দ দ্বারা তাঁর প্রশংসা করা যায়। তা হলো খালীলুল্লাহ বা মহান আল্লাহর নিকটতম বন্ধু। সুতরাং রাসূল (ﷺ) মহান আল্লাহর বন্ধু। তিনি বলেন,

«إِنَّ اللهَ اتَّخَذَنِي خَلِيْلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلًا».

"আল্লাহ তা'আলা আমাকে নিকটতম বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছেন। যেমনভাবে আল্লাহ তা'আলা ইব্‌রা-হীম (আলাইহিস সালাম)-কে নিকটতম বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছেন।" ***(সুনান ইবনু মাজাহ্- অধ্যায়: মুকাদ্দামাহ, হা. ১৪১, মাওযূ')***

যে ব্যক্তি রাসূল (ﷺ)-কে হাবীবুল্লাহ গুণে গুণান্বিত করল, সে নবী (ﷺ)-এর মর্যাদা কমিয়ে দিলো। হাবীবুল্লাহর চেয়ে খলীলুল্লাহর মর্যাদা বেশি। প্রতিটি মু'মিনই মহান আল্লাহর হাবীব। কিন্তু রাসূল (ﷺ)-এর মর্যাদা এর চেয়ে বেশি। আল্লাহ তা'আলা ইব্‌রা-হীম (আলাইহিস সালাম) ও মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে খলীল বা বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এই জন্যই আমরা বলি যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) খলীলুল্লাহ। কারণ হাবীবুল্লাহর চেয়ে খলীলুল্লাহর ভিতরে বন্ধুত্বের অর্থ বেশি পরিমাণে বিদ্যমান।

জিজ্ঞাসা (১৫): ইদানিং বিভিন্ন স্থানে মানুষ দরগা-মাযার ইত্যাদি ভেঙে ফেলছে, ইসলামী শরীয়তে এর হুকুম কি?

আয়েশা সিদ্দিকা

উলিপুর, কুড়িগ্রাম।

জবাব: কবরের উপর মাজার এবং গম্বুজ তৈরি করা এবং কবর উঁচু করা নিন্দনীয় বিষয়, যা মুসলমানদের অবশ্যই এড়িয়ে চলতে হবে। সহীহ মুসলিমে আবূ আল হায়্যাজ

আল আসাদী থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একদা আমাকে বললেন,

أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ)؟ «أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ». وفي رواية: وَلَا صُورَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا.

আমি কি তোমাকে সেই কাজের জন্য পাঠাব না, যা করার জন্য আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আমাকে পাঠিয়েছেন, তুমি কোনো মূর্তিকে ধ্বংস না করে এবং কোনো উঁচু কবরকে সমতল না করে ছাড়বে না? অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, কোনো ছবি পেলে সেটিও মুছে ফেলবে। *(সহীহ মুসলিম- হা. ৯৬৯)*

এর উপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি, এসব ভেঙ্গে ফেলতে কোনো আপত্তি নেই; বরং যে এটা করতে সক্ষম তার জন্য এটা ওয়াজিব। কারণ ইসলামী শরীয়তে এগুলোর অনুমোদন নেই। তাই যারা এগুলো ভাঙতে সক্ষম তাদের উপর আবশ্যক হলো এগুলো ভেঙে ফেলা। তবে এগুলো ভাঙতে গেলে যদি এর চেয়েও বড় মন্দ ও ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তাহলে এগুলো ভাঙা যাবে না। আর এগুলো ভাঙা সাধারণ আলেম ও মুসলিমদের দায়িত্ব নয়। আলেমগণ শুধু তাদের বক্তব্য ও লেখনীর মাধ্যমে মানুষকে তাওহীদ ও শির্ক বুঝাবেন এবং এগুলো যে শির্কের আস্তানা সে সম্পর্কে সতর্ক করবেন। সাধারণ মানুষ ও শাসক উভয় শ্রেণীকেই বুঝাবেন, সতর্ক করবেন। কিন্তু মাযার, দর্গা ইত্যাদি ভাঙতে গেলে শাসকের অনুমোদন লাগবে। যেমনটা হয়েছিল শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহহাব (রাহিমাহুল্লাহ)'র যুগে। তিনি নিজে আলেম ও ছাত্রদেরকে নিয়ে মাযারগুলো ভাঙতে যাননি; বরং তিনি প্রথমে সৌদ বংশের শাসকদেরকে বুঝিয়েছেন। অতঃপর প্রশাসনের সহায়তা ও ক্ষমতা ব্যবহার করে তিনি সেগুলো ভাঙার কাজে অংশ গ্রহণ করেছেন।

জিজ্ঞাসা (১৬): অতি সংক্ষেপে ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ)'র কিছু 'আকীদাহ্ জানতে চাই। বিশেষ করে মহান আল্লাহর সিফাত সম্পর্কে।

মো. সায়েম

ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

জবাব: ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) এবং অন্যান্য ইমামদের 'আক্বীদার মধ্যে পার্থক্য নেই। তারা সবাই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ইমাম ছিলেন। কুরআন ও সহীহ হাদীসে উল্লেখিত 'আক্বীদাই ছিল ইসলামের ইমামদের 'আকীদাহ্। নিম্নে ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ)'র 'আকীদার কিছু নমুনা উল্লেখ করা হলো।

ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি বলে আমার রব আসমানে না যমীনে, আমি তা জানি না, সে কাফির। অনুরূপ যে বলে, তিনি আরশে। তবে আরশ যমীনে না আসমানে তা জানি না, সেও কাফির।

জনৈক মহিলা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, আপনি যেই ইলাহ'র 'ইবাদত করেন, তিনি কোথায়? জবাবে তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা আসমানে; যমীনে নন। তাঁকে এক ব্যক্তি বলল, মহান আল্লাহর এই বাণী সম্পর্কে আপনার মত কী?

﴿وَهُوَ مَعَكُمْ﴾

"আর তিনি তোমাদের সাথেই রয়েছেন।" *(সূরা আল হাদীদ: ৪)*

জবাবে তিনি বলেছেন, তা হলো– যেমন তুমি কোনো ব্যক্তিকে লিখলে, আমি তোমার সাথেই আছি। অথচ তুমি তার থেকে বহু দূরে। তাঁর থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, মহান আল্লাহর হাত আছে। তার হাত আমাদের হাতের উপর। তবে তাঁর হাত মাখলুকের হাতসমূহের মতো নয়। *(দেখুন: শারহুত; তাহাবীয়া; ফিকহুল আকবার)*

জিজ্ঞাসা (১৭): 'আমল ব্যতীত ঈমান কি বিশুদ্ধ হয়? জান্নাতে যাওয়ার জন্য শুধু ঈমান কি যথেষ্ট? না-কি ঈমান বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য 'আমল করা জরুরি।

নূরে আলম

কুষ্টিয়া।

জবাব: আমরা বলবো, 'আমল ব্যতীত ঈমান শুদ্ধ হয় না; বরং 'আমল করা অবশ্যই জরুরি। কারণ, 'আমল ঈমানের একটি রোকন। যেমন- মুখের স্বীকৃতি তার অন্য একটি রোকন। এর উপর ইমামগণ একমত হয়েছেন যে, ঈমান হচ্ছে কথা ও 'আমলের সমষ্টি। তার দলিল আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى﴾

"আর যারা তার নিকট আসবে মু'মিন অবস্থায়, সৎকর্ম করে তাদের জন্যই রয়েছে সুউচ্চ মর্যাদা।" *(সূরা ত্ব-হা-: ৭৫)*

এখানে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে যাওয়ার জন্য ঈমান ও 'আমল উভয়টাই শর্ত করেছেন। ❑

প্রচ্ছদ রচনা

কোবে মসজিদ

–আব্দুল মোহাইমেন সাআদ*

সূর্যোদয়ের দেশ জাপান, সংখ্যাধিক্যের দিক দিয়ে শিন্তো ধর্মের দেশ হলেও সেখানে প্রায় লক্ষাধিক মুসলিম বসবাস করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উত্তরকালে জাপানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ধর্মীয় শিক্ষা নিষিদ্ধ করা হলেও সেখানে ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য নতুন নয়। ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দের দিকে মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে জাপানের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে জাপানের সৈন্যবাহিনী বিভিন্ন মুসলিম দেশে অবস্থান করে। সেই সময়কালে তারা ইসলাম ধর্মের সৌন্দর্য এবং জীবন ব্যবস্থা দেখে ইসলাম ধর্মের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। ঐ সময় ওমর বোকেনা নামের এক জাপানি সেনাপ্রধান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। আবার চায়নিজ মুসলিমরাও জাপানে স্থানান্তরিত হয়ে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে ভূমিকা রাখে, দিন দিন বাড়তে থাকে মুসলিমদের সংখ্যা। এক সময় তাদের 'ইবাদত-বন্দেগি ও ধর্মীয় প্রয়োজনে অনূদিত হতে থাকে কুরআন, হাদীস ও বিভিন্ন ইসলামী বই। সে সঙ্গে মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা চলতে থাকে। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে প্রতিষ্ঠা লাভ করে মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টার, যা ইসলাম প্রচারে ব্যাপক অবদান রাখে। জাপানে প্রতিষ্ঠিত প্রথম মসজিদ হলো প্রসিদ্ধ 'কোবে মসজিদ' যার রয়েছে 'মুসলিম সেন্টার' নামেও ব্যাপক পরিচিতি। মসজিদটি জাপানের ষষ্ঠ বৃহত্তম নগরী 'কোবে'তে অবস্থিত। অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহ্যবাহী এই নগরীটির অবস্থান হান শো দ্বীপের দক্ষিণদিকে এবং অকাসা শহর থেকে ৩০ কিলোমিটার উত্তর দিকে। ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে মসজিদ নির্মাণের লক্ষ্যে জাপানে বসবাসরত স্থানীয় ও বিদেশি মুসলিম ব্যবসায়ীদের আন্তরিক নিষ্ঠা প্রচেষ্টায় অর্থ সংগ্রহ এবং মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু হয়। ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে কোবে মসজিদের নির্মাণকাজ প্রথম আলোর মুখ দেখে। তুরস্কের নির্মাণশৈলীতে নির্মিত মসজিদটি দৃষ্টিনন্দন ইসলামী স্থাপত্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। যা ২ আগস্ট ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে শুক্রবার পবিত্র জুমু'আর সালাত আদায়ের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়মিত সালাত পড়া শুরু হয়। মসজিদটি উদ্বোধনের সময় প্রচণ্ড গরম থাকায় ২ মাসের কিছু সময় পর ১১ অক্টোবর ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে স্থানীয় অমুসলিম জাপানি এবং কোবে নগরীর মেয়রকে মসজিদ পরিদর্শনের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। সেখানে ৬ শতাধিক জাপানি নাগরিক উপস্থিত হয়ে মসজিদটি পরিদর্শন করেন।

মসজিদ পরিদর্শনকালে কোবে নগরীর মেয়র তার বক্তব্যে বলেছিলেন, 'আমি দৃঢ়বিশ্বাসী যে, এই মসজিদটি এখানকার মুসলিম এবং অমুসলিমদের মাঝে সহাবস্থান, সৌহার্দ্র ও সম্প্রীতির বন্ধন বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। সুন্দর শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজ বিনির্মাণে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। মসজিদ নির্মাণের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত 'কোবে মসজিদ' ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী ও ঐতিহ্য বহন করে আসছে। এটি জাপানের ঐতিহাসিক স্থাপত্য নিদর্শনের অন্যতম একটি। আশ্চর্যের বিষয় হলো ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে আমেরিকান সৈন্যবাহিনী পুরো কোবে নগরীকে বোমা মেরে ধ্বংস করে দেয়। এতে কোবে নগরীর সব দালান ও স্থাপত্যগুলো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো ঐ সময় কোবে নগরীর এই মসজিদটি সমহিমায় কোবে নগরীর ঐতিহ্যকে ধারণ করে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ছিল। সে সময়ের আক্রমণে মসজিদটির কয়েকটি কাচের জানালা এবং কিছু আস্তর খসে পড়েছিল। ঐ যুদ্ধকালীন সময়ে আমেরিকান সৈন্যবাহিনীর বর্বরতা ও আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষায় জাপানি সৈন্যবাহিনী এই মসজিদের একটি ভূগর্ভস্থ কক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করে। সে সময়ে এই মসজিদ ছাড়া তাদের লুকানো এবং আত্মরক্ষার জন্য আর কোনো জায়গা ছিল না। এভাবে মসজিদটি এক সময় সব জাতির মানুষের জন্য আশ্রয়স্থল হিসেবে পরিগণিত হয়। শুধু তাই নয় ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে জাপানের ইতিহাসে যে দ্বিতীয় বৃহত্তম ভয়াবহ ভূমিকম্প অনুষ্ঠিত হয় সেই সময় কোবে নগরীর আকাশচুম্বী ভবন থেকে শুরু করে ছোট ছোট ঘরবাড়ি, সবকিছুই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল শুধুমাত্র এই মসজিদটি সম্পূর্ণরূপে অক্ষত থাকে। এই মসজিদ ইসলামের সত্যতা, স্থায়িত্ব ও সহনশীলতার একটি জীবন্ত উদাহরণ। এটি মুসলিমদের জন্য একটি অনুপ্রেরণা এবং ইসলামের শান্তিপূর্ণ বার্তার একটি প্রতীক। ❑

* *শিক্ষার্থী, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা।*

কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ'র আলোকে এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, সালাত টাইম ও ইসলামিক ফাইন্ডার-এর সময় সমন্বয়ে ২০২৪ ইং অনুযায়ী দৈনন্দিন সালাতের সময়সূচি (অক্টোবর-২০২৪)

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আসর	মাগরিব	ঈশা
০১	০৪ : ৩৬	০৫ : ৫০	১১ : ৪৮	০৩ : ১২	০৫ : ৪৬	০৭ : ০১
০২	০৪ : ৩৬	০৫ : ৫০	১১ : ৪৮	০৩ : ১২	০৫ : ৪৫	০৭ : ০০
০৩	০৪ : ৩৭	০৫ : ৫০	১১ : ৪৮	০৩ : ১১	০৫ : ৪৪	০৬ : ৫৯
০৪	০৪ : ৩৭	০৫ : ৫১	১১ : ৪৭	০৩ : ১০	০৫ : ৪৩	০৬ : ৫৮
০৫	০৪ : ৩৭	০৫ : ৫১	১১ : ৪৭	০৩ : ১০	০৫ : ৪২	০৬ : ৫৭
০৬	০৪ : ৩৮	০৫ : ৫১	১১ : ৪৭	০৩ : ০৯	০৫ : ৪১	০৬ : ৫৬
০৭	০৪ : ৩৮	০৫ : ৫২	১১ : ৪৭	০৩ : ০৯	০৫ : ৪০	০৬ : ৫৫
০৮	০৪ : ৩৯	০৫ : ৫২	১১ : ৪৬	০৩ : ০৮	০৫ : ৩৯	০৬ : ৫৪
০৯	০৪ : ৩৯	০৫ : ৫৩	১১ : ৪৬	০৩ : ০৮	০৫ : ৩৮	০৬ : ৫৩
১০	০৪ : ৩৯	০৫ : ৫৩	১১ : ৪৬	০৩ : ০৭	০৫ : ৩৭	০৬ : ৫২
১১	০৪ : ৪০	০৫ : ৫৩	১১ : ৪৫	০৩ : ০৬	০৫ : ৩৬	০৬ : ৫১
১২	০৪ : ৪০	০৫ : ৫৪	১১ : ৪৫	০৩ : ০৬	০৫ : ৩৫	০৬ : ৫০
১৩	০৪ : ৪০	০৫ : ৫৪	১১ : ৪৫	০৩ : ০৫	০৫ : ৩৪	০৬ : ৫০
১৪	০৪ : ৪১	০৫ : ৫৫	১১ : ৪৫	০৩ : ০৫	০৫ : ৩৩	০৬ : ৪৯
১৫	০৪ : ৪১	০৫ : ৫৫	১১ : ৪৫	০৩ : ০৪	০৫ : ৩৩	০৬ : ৪৮
১৬	০৪ : ৪২	০৫ : ৫৬	১১ : ৪৪	০৩ : ০৩	০৫ : ৩২	০৬ : ৪৭
১৭	০৪ : ৪২	০৫ : ৫৬	১১ : ৪৪	০৩ : ০৩	০৫ : ৩১	০৬ : ৪৬
১৮	০৪ : ৪২	০৫ : ৫৭	১১ : ৪৪	০৩ : ০২	০৫ : ৩০	০৬ : ৪৫
১৯	০৪ : ৪৩	০৫ : ৫৭	১১ : ৪৪	০৩ : ০২	০৫ : ২৯	০৬ : ৪৫
২০	০৪ : ৪৩	০৫ : ৫৭	১১ : ৪৪	০৩ : ০১	০৫ : ২৮	০৬ : ৪৪
২১	০৪ : ৪৪	০৫ : ৫৮	১১ : ৪৩	০৩ : ০১	০৫ : ২৮	০৬ : ৪৩
২২	০৪ : ৪৪	০৫ : ৫৮	১১ : ৪৩	০৩ : ০০	০৫ : ২৭	০৬ : ৪২
২৩	০৪ : ৪৪	০৫ : ৫৯	১১ : ৪৩	০৩ : ০০	০৫ : ২৬	০৬ : ৪২
২৪	০৪ : ৪৫	০৫ : ৫৯	১১ : ৪৩	০২ : ৫৯	০৫ : ২৫	০৬ : ৪১
২৫	০৪ : ৪৫	০৬ : ০০	১১ : ৪৩	০২ : ৫৯	০৫ : ২৪	০৬ : ৪০
২৬	০৪ : ৪৬	০৬ : ০০	১১ : ৪৩	০২ : ৫৮	০৫ : ২৪	০৬ : ৪০
২৭	০৪ : ৪৬	০৬ : ০১	১১ : ৪৩	০২ : ৫৮	০৫ : ২৩	০৬ : ৩৯
২৮	০৪ : ৪৭	০৬ : ০১	১১ : ৪৩	০২ : ৫৭	০৫ : ২২	০৬ : ৩৯
২৯	০৪ : ৪৭	০৬ : ০২	১১ : ৪২	০২ : ৫৭	০৫ : ২২	০৬ : ৩৮
৩০	০৪ : ৪৭	০৬ : ০৩	১১ : ৪২	০২ : ৫৬	০৫ : ২১	০৬ : ৩৭
৩১	০৪ : ৪৮	০৬ : ০৩	১১ : ৪২	০২ : ৫৬	০৫ : ২০	০৬ : ৩৭

এক নজরে সাপ্তাহিক আরাফাত ৬৫ বর্ষে প্রকাশিত বিষয়সমূহ

ক. সম্পাদকীয়

ক্রম	শিরোনাম	সংখ্যা
০১	সাপ্তাহিক আরাফাত: অবিরাম প্রকাশনার ৬৫তম বর্ষে পদার্পণ	০১-০২
০২	শান্তি, শৃঙ্খলা ও নৈতিকতা	০৩-০৪
০৩	ফিলিস্তিনের অসহায় মুসলিমগণের আর্তনাদ শুনার কেউ আছে কি?	০৫-০৬
০৪	সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তা চাই	০৭-০৮
০৫	আহলে হাদীস আন্দোলন: একটি সংশয়ের জবাব	০৯-১০
০৬	ইংরেজি নববর্ষ ও আমাদের ভাবনা	১১-১২
০৭	নতুন বছর: আমাদের প্রত্যাশা	১৩-১৪
০৮	নতুন শিক্ষাবর্ষে নৈতিক শিক্ষার চ্যালেঞ্জ	১৫-১৬
০৯	দা'ওয়াহ ও তাবলীগী মহাসম্মেলন সফল করুন!	১৭-১৮
১০	জমঈয়ত ক্যাম্পাস: স্বপ্নীলচূড়া	১৯-২০
১১	তাওহীদী জনতায় মুখরিত জমঈয়ত ক্যাম্পাস	২১-২২
১২	প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান-এর চিরবিদায়	২৩-২৪
১৩	অবারিত কল্যাণের মাস রমাযান	২৫-২৬
১৪	রাইয়্যানের তোরণচূড়ায় হিলালের উঁকি	২৭-২৮
১৫	ঈদের আমেজে যেন কল্যাণের পথ হতে বিচ্যুত না হই!	২৯-৩০
১৬	প্রকৃতিতে বিপর্যয়: পরিত্রাণ কীভাবে	৩১-৩২
১৭	'লাব্বায়িক আল্লাহুম্মা লাব্বায়িক'-এ কোন্ নিনাদ	৩৩-৩৪
১৮	মহান প্রভুর সমীপে আত্মবিসর্জন কুরবানীর মূল শিক্ষা	৩৫-৩৬
১৯	হিজরি বর্ষপূর্তি: একটি ভাবনা	৩৭-৩৮
২০	মুহাম্মদী মোহরাঙ্কিত আশুরায়ে মুহার্‌রম	৩৯-৪০
২১	বিত্তের কাছে নৈতিকতার পরাজয়	৪১-৪২
২২	ছাত্র-জনতার ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান: একটি পর্যালোচনা	৪৩-৪৪
২৩	আকস্মিক বন্যায় বিপর্যস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ান	৪৫-৪৬
২৪	সর্বস্তরে ন্যায়-ইনসাফ নিশ্চিত করা আবশ্যক	৪৭-৪৮
২৫	গৌরবময় পঁয়ষট্টিতম বর্ষের সমাপ্তি	৪৯-৫০

খ. আল কুরআনুল হাকীম

ক্রম:	শিরোনাম	লেখকের নাম	সংখ্যা
০১	পরকালের সঞ্চিত সম্পদ...	আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ	০১-০২
০২	মানুষের মাঝে দৃশ্যমান শয়তানের যেসব কর্মকাণ্ড	আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ	০৩-০৪
০৩	অস্তিমজ্জায় যারা বেঈমান	আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন	০৫-০৬
০৪	অন্যায় হত্যাযজ্ঞ মানব সভ্যতা ধ্বংসের নামান্তর	আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন	০৭-০৮
০৫	আল-কুরআন: রিসালাতের বলিষ্ঠ প্রমাণ	আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন	০৯-১০
০৬	ধর্মীয় বিশ্বাস ও হৃদয় মনে তার প্রভাব	আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন	১১-১২
০৭	নবী নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-এর নৌকা ও উপহাসকারীদের পরিণাম	আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ	১৩-১৪

০৮	সত্য অস্বীকার করার পরিণতি	আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন	১৫-১৬
০৯	নিকৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট নারীর উপমা	আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ	১৭-১৮
১০	মহান আল্লাহর পথ আঁকড়ে ধরা ও দলে দলে বিভক্ত না হওয়া	অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মাদ রঈসুদ্দীন	১৯-২০
১১	কিয়ামত কবে হবে...?	আব্দুর রহমান বিন মুবারক আলী	২১-২২
১২	"মাহে রমাযান" তাক্বওয়া অর্জনের এক সুবর্ণ সুযোগ!	আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ	২৩-২৪
১৩	সাদাক্বাহ্ বন্টনের খাতসমূহ	আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ	২৫-২৬
১৪	আত্মশুদ্ধির উপায় ও প্রয়োজনীয়তা	আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ	২৭-২৮
১৫	হাজ্জের মওসুম শুরু	শাইখ আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন	২৯-৩০
১৬	কা'বা নির্মাণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, তার উদ্দেশ্য ও মাহাত্ম্য	আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ	৩১-৩২
১৭	কুরবানীর উৎপত্তি, উপাদান ও কতিপয় বিধান	আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ	৩৩-৩৪
১৮	কুরবানী: মহান আল্লাহর কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত	আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ	৩৫-৩৬
১৯	তাক্বওয়ার সুফল	শাইখ মুহাম্মদ 'আব্দুশ্ শাকূর	৩৭-৩৮
২০	প্রেম-ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের বিধান	আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ	৩৯-৪০
২১	কর্তব্যে অবহেলার পরিণতি শুভ হয় না	শাইখ মুহাম্মদ হারুন হুসাইন	৪১-৪২
২২	মক্কা বিজয়োৎসব আদর্শ হোক বাংলাদেশের ছাত্র-জনতার নতুন বিজয়	আবু 'আদেল মুহাম্মদ হারুন হুসাইন	৪৩-৪৪
২৩	প্রকৃত মু'মিনের পরিচয় ও পুরস্কার	আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ	৪৫-৪৬
২৪	মহান আল্লাহর আহ্বানে সাড়া দেওয়া	আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ	৪৭-৪৮
২৫	যাদের কর্ম-প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনেই পণ্ড হয়!	আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ	৪৯-৫০

গ. হাদীসুর রাসূল

ক্রম	শিরোনাম	লেখকের নাম	সংখ্যা
০১	প্রতিবেশীর প্রতি আমাদের করণীয়	আবূ তাহসীন মুহাম্মদ	০১-০২
০২	ঈমানের তিনটি শাখা	আবূ তাহসীন মুহাম্মদ	০৩-০৪
০৩	জুলুমের পরিণাম ভয়াবহ	আবূ তাহসীন মুহাম্মদ	০৫-০৬
০৪	মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা	আবূ তাহসীন মুহাম্মদ	০৭-০৮
০৫	রাসূল (ﷺ)-এর প্রতি দরুদ পাঠের গুরুত্ব ও ফযীলত	আবূ তাহসীন মুহাম্মদ	০৯-১০
০৬	পিতা-মাতার প্রতি সদাচার	আবূ তাহসীন মুহাম্মদ	১১-১২
০৭	দুনিয়ার জীবন	আবূ তাহসীন মুহাম্মদ	১৩-১৪
০৮	আল্লাহ যাদের সাথে কথা বলবেন না	আবূ তাহসীন মুহাম্মদ	১৫-১৬
০৯	কিয়ামতের প্রথম প্রশ্ন সালাত	আবূ তাহসীন মুহাম্মদ	১৭-১৮
১০	ট্রান্সজেন্ডারের অভিশাপ থেকে বাঁচতে হবে	গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক	১৯-২০
১১	রামাযানের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও ফযীলত	গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক	২১-২২
১২	রমাযানে বেশি বেশি দান ও কুরআন তিলাওয়াত	গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক	২৩-২৪
১৩	ই'তিকাফ: মহান আল্লাহর নৈকট্যের আশায় নির্জন 'ইবাদত	গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক	২৫-২৬
১৪	ঈদের সালাতের তাকবীর	গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক	২৭-২৮
১৫	শাওয়াল মাসে নফল রোযার গুরুত্ব	গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক	২৯-৩০
১৬	মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ পালনকারী নিষ্পাপ হয়ে ফিরে আসে	গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক	৩১-৩২
১৭	কুরবানীর পশু কেমন হওয়া উচিত	গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক	৩৩-৩৪
১৮	আইয়ামে তাশরীকের ফযীলত ও করণীয়	গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক	৩৫-৩৬

১৯	রাগ মনুষ্যত্ব বিধ্বংসী এক কু-রিপু	গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক	৩৭-৩৮
২০	ইসলামের সর্বোত্তম কাজ	গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক	৩৯-৪০
২১	মহানবী (ﷺ) বিশ্বমানবতার অনুপম আদর্শ	শাইখ নূরুল আবসার	৪১-৪২
২২	বিজয় উদযাপনের রূপরেখা	গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক	৪৩-৪৪
২৩	দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দিও না, আখিরাত হারাবে	আবু 'আদেল মুহাম্মদ হারুন হুসাইন	৪৫-৪৬
২৪	সৎকাজের আদেশ অসৎ কাজের নিষেধ	গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক	৪৭-৪৮
২৫	মহান আল্লাহর জন্যে কাউকে ভালোবাসা	গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক	৪৯-৫০

ঘ. প্রবন্ধ/নিবন্ধ

ক্রম	প্রবন্ধ/নিবন্ধের নাম	লেখকের নাম	সংখ্যা
০১	ইসলামের দৃষ্টিতে সবর: একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা	অধ্যাপক আহমাদুল্লাহ	০১-০২
০২	সামাজিক সম্প্রীতি বিনির্মাণে ইসলাম	মেহেদী হাসান সাকিফ	০১-০২
০৩	মহান আল্লাহর গজবে ধ্বংসপ্রাপ্ত কতিপয় জাতির ইতিকথা	আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী	০৩-০৪
০৪	পাপ মোচনের দশটি 'আমল	সংকলন/ভাষান্তর: শা. মু. ইব্রাহীম আ. হালিম মা.	০৩-০৪
০৫	রাসূল (ﷺ)-এর শাসনব্যবস্থা	ভাষান্তর: তানযীল আহমাদ	০৩-০৪
০৬	ইসলামের দৃষ্টিতে সবর: একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা	অধ্যাপক আহমাদুল্লাহ	০৩-০৪
০৭	মুসলিম স্পেন: উত্থান-পতনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত	আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী	০৫-০৬
০৮	সালাতুল ফাজর: মহান আল্লাহর অপার এক অনুগ্রহ	অনুবাদ/সংকলনে– শা. মু. ইব্রাহীম আ. হালিম মা.	০৫-০৬
০৯	ইসলামের দৃষ্টিতে সবর: একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা	অধ্যাপক আহমাদুল্লাহ	০৫-০৬
১০	প্রতিবেশীর প্রতি ভালোবাসা	মেহেদী হাসান সাকিফ	০৫-০৬
১১	নওয়াব সলিমুল্লাহ: বাংলায় নারী শিক্ষার অগ্রদূত	আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী	০৭-০৮
১২	রাসূল (ﷺ)-এর শাসনব্যবস্থা	ভাষান্তর: তানযীল আহমাদ	০৭-০৮
১৩	তাক্বওয়া: গুরুত্ব ও ফলাফল	সংকলনে– শাইখ মুহা. ইব্রাহীম আ. হালিম মাদানী	০৯-১০
১৪	রাসূল (ﷺ)-এর শাসনব্যবস্থা	ভাষান্তর: তানযীল আহমাদ	০৯-১০
১৫	সমাজে জাল ও য'ঈফ হাদীসের কুপ্রভাব	মাযহারুল ইসলাম	১১-১২
১৬	দৃষ্টি হেফাজতে মেলে আল্লাহর সন্তুষ্টি	মেহেদী হাসান সাকিফ	১১-১২
১৭	একজন সাহাবীর ক্ষুধা নিবারনে রাসূল (ﷺ)-এর বিস্ময়কর মু'জিযাহ্	অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের	১৩-১৪
১৮	সফলতার সোপান	রিফাত সাঈদ	১৩-১৪
১৯	সবর যেভাবে করা উচিৎ	অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের	১৫-১৬
২০	যিহার: পরিচয়, কাফফারা এবং এ সংক্রান্ত জরুরি বিধি-বিধান	আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল	১৫-১৬
২১	রাসূল (ﷺ)-এর শাসনব্যবস্থা	ভাষান্তর: তানযীল আহমাদ	১৫-১৬
২২	সালাফি মানহাজ ও তার প্রয়োজনীয়তা	অনুবাদক: মাহফুজুর রহমান বিন আব্দুস সাত্তার	১৫-১৬
২৩	আল কুরআন ও মানব দর্শন	প্রফেসর ড. আ ব ম সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী	১৭-১৮
২৪	রজব মাসকে ঘিরে জাল ও য'ঈফ হাদীস	আবু মুহান্নাদ	১৭-১৮
২৫	রাসূল (ﷺ)-এর শাসনব্যবস্থা	ভাষান্তর: তানযীল আহমাদ	১৭-১৮
২৬	সালাফি মানহাজ ও তার প্রয়োজনীয়তা	অনুবাদক: মাহফুজুর রহমান বিন আব্দুস সাত্তার	১৭-১৮
২৭	রাসূল (ﷺ)-এর শাসনব্যবস্থা	ভাষান্তর: তানযীল আহমাদ	১৯-২০
২৮	সালাফি মানহাজ ও তার প্রয়োজনীয়তা	অনুবাদক: মাহফুজুর রহমান বিন আব্দুস সাত্তার	১৯-২০
২৯	রমাযান আসন্ন: প্রস্তুতি গ্রহণ জরুরি	মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী আল-মাদানী	২১-২২
৩০	শাবান ও শবে বরাত	মুহাম্মাদ গিয়াসুদ্দীন	২১-২২

৬৫ বর্ষ ॥ ৪৯-৫০ সংখ্যা ❖ ২৩ সেপ্টেম্বর- ২০২৪ ঈ. ❖ ১৯ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৬ হি.

ক্রম	প্রবন্ধ/নিবন্ধের নাম	লেখকের নাম	সংখ্যা
৩১	সালাফি মানহাজ ও তার প্রয়োজনীয়তা	অনুবাদক: মাহফুজুর রহমান বিন আব্দুস সাত্তার	২১-২২
৩২	সিয়ামে রমাযান: জরুরি মাসায়েল	গ্রন্থনা: মুহাম্মদ গোলাম রহমান	২৩-২৪
৩৩	রাসূল (ﷺ)-এর শাসনব্যবস্থা	ভাষান্তর: তানযীল আহমাদ	২৩-২৪
৩৪	ভালোবাসার রমাযান: ফিরে এলো তাক্বওয়ার মাস	আব্দুল্লাহ আল আসিফ	২৩-২৪
৩৫	দাওয়াত ও তাবলীগ	শাহাদাত হোসেন সামি	২৩-২৪
৩৬	যে দু'আতে প্রশান্তি মিলে	অনুবাদক: মাহফুজুর রহমান বিন আব্দুস সাত্তার	২৩-২৪
৩৭	সিয়ামে রমাযান: জরুরি মাসায়েল	গ্রন্থনা: মুহাম্মদ গোলাম রহমান	২৫-২৬
৩৮	রাসূল (ﷺ)-এর শাসনব্যবস্থা	ভাষান্তর: তানযীল আহমাদ	২৫-২৬
৩৯	সিয়াম: তাক্বওয়া অর্জনের পথ	মো. কায়ছার আলী	২৫-২৬
৪০	যেমন ছিল সালাফদের রমাযান	মাযহারুল ইসলাম	২৫-২৬
৪১	ঈদ উদযাপনের শর'ঈ নীতিমালা	শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী	২৭-২৮
৪২	অসিলা শব্দের বিশ্লেষণ এবং কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিভঙ্গি	কে. এম আব্দুল জলিল	২৭-২৮
৪৩	শাওয়াল মাসের ছয়টি সিয়ামের ফায়দা ও কয়েকটি মাসআলাহ	শাইখ আব্দুল্লাহ মুহসিন আস্ সাহুদ	২৭-২৮
৪৪	যাকাত না দেওয়ার ভয়াবহ পরিণাম	মো. কায়ছার আলী	২৭-২৮
৪৫	নফল সিয়ামের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা	মাযহারুল ইসলাম	২৭-২৮
৪৬	বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা: ইসলামী ঐতিহ্যের বাস্তবায়ন সময়ের দাবি	প্রফেসর ড. আ ব ম সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী	২৯-৩০
৪৭	ইসলামে মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক: শরয়ী ফায়সালা	তানযীল আহমাদ	২৯-৩০
৪৮	কখন ফিলিস্তিন আমাদের নিকট ফিরে আসবে	অনুবাদ: মাহফুজুর রহমান ও আব্দুল্লাহ	২৯-৩০
৪৯	বৃষ্টির দিনের আযান: একটি মৃত সুন্নাত	আব্দুর্ রউফ	৩১-৩২
৫০	যিলহাজ্জ মাস: গুরুত্ব, প্রথম দশকের ফযীলত ও করণীয় 'আমল	আবু মাহদী মামুন বিন আব্দুল্লাহ	৩৩-৩৪
৫১	সন্ত্রাসী-জঙ্গিবাদী ও উগ্রবাদীরা মারাত্মক বিপদগামী	প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম	৩৫-৩৬
৫২	অবসর জীবন: অনুষঙ্গ প্রসঙ্গ	আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী	৩৫-৩৬
৫২	ঈদের সালাতের ওয়াক্ত প্রসঙ্গ	কামাল আহমাদ	৩৫-৩৬
৫৪	হিজরি সনের ইতিহাস	মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন	৩৭-৩৮
৫৫	ওহে মুসলিম! কারবালার ঘটনায় বাড়াবাড়ি কেন?	শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী	৩৯-৪০
৫৬	সবরের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা	অনুবাদক: আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল	৩৯-৪০
৫৭	কারবালার প্রান্তরে হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু): ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ	মুহাম্মদ সাব্বির বিন জাব্বির	৩৯-৪০
৫৮	স্পৃহণীয় মৃত্যুর তামান্না	মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক	৪১-৪২
৫৯	সুফিবাদ: জ্ঞানের উৎসই যেখানে ভিন্ন	আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী	৪১-৪২
৬০	রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সৃষ্টি সম্পর্কিত বিশুদ্ধ 'আক্বীদাহ্	শাইখ আখতারুল আমান আল মাদানী	৪১-৪২
৬১	যে যিক্‌রে আনন্দ মেলে	মাহফুজুর রহমান বিন আব্দুস সাত্তার	৪১-৪২
৬২	মুনাফিক্বদের স্বরূপ বিশ্লেষণ এবং আখিরাতে তাদের পরিণতি	কে. এম আব্দুল জলিল	৪৩-৪৪
৬৩	হাদীস শাস্ত্রে সনদের অপরিহার্যতা	মোহাম্মদ মাযহারুল ইসলাম	৪৩-৪৪
৬৪	যে যিক্‌রে আনন্দ মেলে	মাহফুজুর রহমান বিন আব্দুস সাত্তার	৪৩-৪৪
৬৫	দুর্নীতির কড়চা: অনপেক্ষ চিন্ত্য	আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী	৪৫-৪৬
৬৬	মুনাফিক্বদের স্বরূপ বিশ্লেষণ এবং আখিরাতে তাদের পরিণতি	কে. এম আব্দুল জলিল	৪৫-৪৬
৬৭	সংখ্যালঘু সমাচার: পড়শির কুম্ভিরাশ্রু	আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী	৪৭-৪৮
৬৮	রাসূল (ﷺ)-এর জন্ম তারিখ: এক ঐতিহাসিক পর্যালোচনা	মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন	৪৭-৪৮
৬৯	গীবত এবং আখিরাতে গীবতের ভয়াবহ পরিণতি	কে. এম আব্দুল জলিল	৪৭-৪৮

ক্রম	প্রবন্ধ/নিবন্ধের নাম	লেখকের নাম	সংখ্যা
৭০	সমাজ গঠনে নেতৃত্বের অবদান	ডা. সুলতান আহমদ	৪৭-৪৮
৭১	ছাত্র-জনতা কিংবা অন্যরা দায়ভার নেবে কেন?	আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী	৪৯-৫০
৭২	ইসলামে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ও পরস্পরের অধিকার	সংক্ষেপিতকরণে: হাফিয মুহাম্মাদ আইয়ূব	৪৯-৫০

ঙ. ক্বাসাসুল কুরআন/হাদীস

ক্রম	শিরোনাম	লেখকের নাম	সংখ্যা
০১	আবূ লাহাবের ধ্বংস কথা	গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক	০১-০২
০২	কুরআনুল কারীম তিলাওয়াতকারীর পিতা-মাতার রয়েছে বিশেষ মর্যাদা	গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক	০৩-০৪
০৩	আইয়্যূব (আলাইহিস সালাম)-এর ধৈর্যশীলতা	গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক	০৫-০৬
০৪	খাব্বাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও পূর্ববর্তীদের দ্বীনের জন্য ত্যাগ	গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক	০৭-০৮
০৫	ক্বওমে লূতের ধ্বংসের বিবরণ	গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক	০৯-১০
০৬	আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র কিছু গুণাবলী	গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক	১১-১২
০৭	যাকারিয়া (আলাইহিস সালাম)-এর সন্তান লাভ	গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক	১৩-১৪
০৮	মু'মিনের 'ইবাদত ধ্বংসের ফাঁদ 'রিয়া'	গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক	১৫-১৬
০৯	ইব্‌রা-হীম (আলাইহিস সালাম)-এর জীবনে 'অগ্নি পরীক্ষা'	গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক	১৭-১৮
১০	পরশ্রীকাতরতা	আবূ তাহসীন মুহাম্মদ	১৯-২০
১১	পৃথিবীর সর্বপ্রথম হত্যাকাণ্ড	আবূ তাহসীন মুহাম্মদ	২১-২২
১২	সিয়াম ভঙ্গের কাফফারা ও শাস্তি	আবূ তাহসীন মুহাম্মদ	২৩-২৪
১৩	যে রাতে নাযিল হয়েছে আল কুরআন	আবূ তাহসীন মুহাম্মদ	২৫-২৬
১৪	ঈদে আনন্দ উৎসব ও খেলাধুলা	আবূ তাহসীন মুহাম্মদ	২৭-২৮
১৫	যে নারীর আর্তনাদে ওহী নাযিল হয়	আবূ তাহসীন মুহাম্মদ	২৯-৩০
১৬	তামিম দারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র সাথে দাজ্জালের সাক্ষাৎ	আবূ তাহসীন মুহাম্মদ	৩১-৩২
১৭	হাবীল কাবীলের কুরবানী	আবু তাহসীন মুহাম্মদ	৩৩-৩৪
১৮	সাহাবায়ে কিরামের সালাতে একাগ্রতা	আবু তাহসীন মুহাম্মদ	৩৫-৩৬
১৯	হারুত-মারুতের কাহিনি	আবু তাহসীন মুহাম্মদ	৩৭-৩৮
২০	মহান আল্লাহর প্রতি ভরসা ও তার পুরস্কার	আবু তাহসীন মুহাম্মদ	৩৯-৪০
২১	পিঁপড়া ও মৌমাছির সমাজ	হাশিম বিন আবদুল হাকিম	৪১-৪২
২২	বানী ইস্‌রা-ঈলের এক বৃদ্ধার সাথে মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর ঘটনা	আবূ তাহসীন মুহাম্মদ	৪৩-৪৪
২৩	ক্বওমে লূত (আলাইহিস সালাম)-এর ওপর মহান আল্লাহর 'আযাব	আবূ তাহসীন মুহাম্মদ	৪৫-৪৬
২৪	সাত রীতিতে কুরআন পাঠের ঘটনা	আবূ তাহসীন মুহাম্মদ	৪৭-৪৮
২৫	সূরা আল বুরূজে এক বুদ্ধিমান বালকের ঘটনা	আবূ তাহসীন মুহাম্মদ	৪৯-৫০

চ. বিশেষ মাসায়িল

ক্রম	শিরোনাম	সংখ্যা
০১	ইকামতে দ্বীন বলতে কি ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা বুঝায়?	০৩-০৪
০২	জিন্‌দের বসবাস কোথায়?	০৭-০৮
০৩	মৃত মা-বাবার জন্য সন্তানদের করণীয় কী	১১-১২
০৪	নফল সালাত মসজিদে না গৃহে আদায় করা উত্তম?	১৫-১৬
০৫	সালাতের কাফ্‌ফারাস্বরূপ উমরী কাযা আদায় করা যাবে কি?	১৯-২০
০৬	গখগ মার্কেটিং কি জায়িয?	২৩-২৪

৬৫ বর্ষ ॥ ৪৯-৫০ সংখ্যা ❖ ২৩ সেপ্টেম্বর- ২০২৪ ঈ. ❖ ১৯ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৬ হি.

ক্রম	শিরোনাম	সংখ্যা
০৭	ওযূ ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা যাবে কি?	৩১-৩২
০৮	কুরবানীর গোশত্ বণ্টনের বিশেষ কোনো পদ্ধতি আছে কি?	৩৫-৩৬
০৯	মসজিদের মাইকে অথবা অন্য কোনো মাধ্যমে মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করার হুকুম কি?	৩৯-৪০
১০	খারাপ স্বপ্ন দেখলে কী করণীয়?	৪৩-৪৪
১১	আমরা কীভাবে নবী (ﷺ)-এর শাফা'আত লাভ করতে পারি?	৪৭-৪৮

ছ. বিশুদ্ধ 'আক্বীদাহ্ বনাম প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাস

ক্রম	শিরোনাম	সংখ্যা
০১	ঈদে মীলাদুন নবী (ﷺ) উদযাপন	০১-০২
০২	নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে পুরুষের বাম পাঁজরের হাড় থেকে?	০৫-০৬
০৩	নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর ছায়া ছিল না?	০৯-১০
০৪	পরীক্ষার জন্য হারূত মারূত ফেরেশ্তাদ্বয়কে দুনিয়াতে প্রেরণ	১৩-১৪
০৫	রজব মাসে সালাতুর রাগায়িব	১৭-১৮
০৬	হজ্জ: কিছু কমন (ঈড়সসড়হ) ত্রুটি-বিচ্যুতি	২৯-৩০
০৭	নিজের নামের সাথে স্বামীর নাম যুক্ত করা	৩৩-৩৪
০৮	মুহার্‌রম মাসে যা কিছু বর্জনীয়	৩৭-৩৮
০৯	ইমাম মাহদীর আগমন কিছু ভ্রান্ত অপপ্রচার	৪১-৪২
১০	সফর মাস কি অশুভ এবং আখেরি চাহার শোম্বা কী?	৪৫-৪৬
১১	কুরআন পাঠান্তে 'সাদাক্বাল্লাহুল আযীম' বলা	৪৯-৫০

জ. অন্যান্য

ক্রম	শিরোনাম	লেখকের নাম	সংখ্যা
০১	পরিবেশ-প্রকৃতি: বায়ুদূষণ: অনুষঙ্গ-প্রসঙ্গ	আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী	০১-০২
০২	বিশেষ প্রতিবেদন: বাংলাদেশে বিবাহবিচ্ছেদ: কারণ ও প্রতিকার	সাইফুল্লাহ্ ত্রিশালী	০১-০২
০৩	মহিলা জগৎ: আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র মায়ের ইসলাম গ্রহণ	অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের	০১-০২
০৪	বিজ্ঞান/বিস্ময়: কুরআন ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে আমাদের পৃথিবী	এম এ মোমেন	০১-০২
০৫	কিশোর ভুবন: কে ছিল সেই চোর?	আবু ফাইয়ায	০১-০২
০৬	আলোকিত জীবন: বিশিষ্ট মুহাক্কিক শায়খ ওয়ায়ের শামস (রহিমাহুল্লাহ)	সংকলনে: মুহাম্মাদ আরমান	০৩-০৪
০৭	আত্মগঠন: ক্যারিয়ার: শিক্ষক নিবন্ধনের প্রস্তুতির ধরন ও বিষয়াবলি	ড. মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ	০৩-০৪
০৮	কিশোর ভুবন: হে যুবক! মহান আল্লাহকে ভয় করো	আবু তাসনীম	০৩-০৪
০৯	সাহাবা চরিত: 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা	অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের	০৫-০৬
১০	নিভৃত ভাবনা: রক্তাক্ত জনপদ ফিলিস্তিন!	আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল মাদানী	০৫-০৬
১১	বিজ্ঞান/বিস্ময়: কুরআন ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোকে সৌরজগৎ (Solar System)	এম. এ. মোমেন	০৫-০৬
১২	বিশেষ প্রতিবেদন: রোহিঙ্গা শিবিরের নূর	আশরাফুল কবির	০৫-০৬
১৩	কিশোর ভুবন: একটি পাথরের আত্মকথা	অনুবাদ: আহমাদ রফিক	০৫-০৬
১৪	নিভৃত ভাবনা: হক্কের পথে টিকে থাকা কতই না কঠিন!	গ্রন্থনায়: জহির বিন জাহাঙ্গির	০৭-০৮
১৫	সমাজচিন্তা: শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড	মো. আরফাতুর রহমান	০৭-০৮
১৬	আত্মগঠন: নতুন উদ্যমে শুরু হোক তারুণ্যের ভবিষ্যৎ	মো. শাওন রহমান	০৭-০৮

৬৫ বর্ষ ॥ ৪৯-৫০ সংখ্যা ❖ ২৩ সেপ্টেম্বর- ২০২৪ ঈ. ❖ ১৯ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৬ হি.

ক্রম	শিরোনাম	লেখকের নাম	সংখ্যা
১৭	ইতিহাস/ঐতিহ্য: জেরুজালেমের ইতিহাস যেন পৃথিবীরই ইতিহাস	মো. কায়ছার আলী	০৭-০৮
১৮	কিশোর ভুবন: গাধা যখন গল্প বলে!	অনুবাদ: আহমাদ রফিক	০৭-০৮
১৯	আলোকিত ভুবন: প্রসঙ্গ: আল কুরআন	গ্রন্থনা: আবু ফাইয়ায মুহাম্মদ গোলাম রহমান	০৭-০৮
২০	সাহাবা চরিত: খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-ই বিশ্বের মুসলিম মহিলাদের আদর্শেরপ্রতীক	অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের	০৯-১০
২১	প্রাসঙ্গিক ভাবনা: ফিলিস্তিনিদের বিতাড়িত করে সৃষ্টি করা হয় ইসরাঈলী রাষ্ট্র	মো. আ. সাত্তার ইবনে ইমাম	০৯-১০
২২	সমাজচিন্তা: বক্তা-শ্রোতা ও মাহফিল আয়োজক: সকলের জানা জরুরি	লেখক: আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল	০৯-১০
২৩	কিশোর ভুবন: **আমি অজগর! আমাকে ভয় পেও না**	অনুবাদ: হাফিজুর রহমান	০৯-১০
২৪	আলোকিত জীবন: স্মৃতির আরশিতে আমার শিক্ষক এ বি এম হোসেন	আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী	১১-১২
২৫	সমাজচিন্তা: ওয়াজের ময়দানের বক্তা ও প্রকৃত আলেম	অনুবাদ: আসিফ রেজা	১১-১২
২৬	ইতিহাস/ঐতিহ্য: সাহাবিদের 'আমলে নির্মিত লালমনিরহাটের হারানো মসজিদ	মো. কায়ছার আলী	১১-১২
২৭	কিশোর ভুবন: আমি একটা হাতি!	অনুবাদ: আহমাদ রফিক	১১-১২
২৮	আলোকিত ভুবন: ঈমান, ইসলাম ও ইহসান প্রসঙ্গ	গ্রন্থনা: আবু ফাইয়ায মুহাম্মদ গোলাম রহমান	১১-১২
২৯	পরিবেশ-প্রকৃতি: দূষণচক্রে জেরবার: উৎকণ্ঠায় নগরবাসী	আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী	১৩-১৪
৩০	সমাজচিন্তা: হিজড়া:ট্রান্সজেন্ডার ও সমকামিতা কোন পথে মানব সভ্যতা?	সংকলন: আবু আব্দুল্লাহ জনি আহমেদ	১৩-১৪
৩১	শিক্ষা ব্যবস্থায় ধস; জাতির গন্তব্য কোথায়?	মাযহারুল ইসলাম	১৩-১৪
৩২	প্রাসঙ্গিক ভাবনা:ফিলিস্তিনী মুসলিমদের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার: মুসলিম উম্মাহ'র দায়িত্ব	মেহেদী হাসান সাকিফ	১৩-১৪
৩৩	নিভৃত ভাবনা :নতুন বছর ও আমাদের অঙ্গিকার	মাহফুজুর রহমান বিন আব্দুস সাত্তার	১৩-১৪
৩৪	পরিবেশ-প্রকৃতি: দূষণচক্রে জেরবার: উৎকণ্ঠায় নগরবাসী	আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী	১৫-১৬
৩৫	সমাজচিন্তা: চাহিদা যখন সরকারি চাকরিজীবী পাত্র	সাইফুল্লাহ ত্রিশালী	১৫-১৬
৩৬	হিজড়া: ট্রান্সজেন্ডার ও সমকামিতা কোন পথে মানব সভ্যতা?	সংকলন: আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ	১৫-১৬
৩৭	নিভৃত ভাবনা: শান্তি ও মানবতার ধর্ম ইসলাম	মো. কায়ছার আলী	১৫-১৬
৩৮	পরিবেশ-প্রকৃতি: দূষণচক্রে জেরবার: উৎকণ্ঠায় নগরবাসী	আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী	১৭-১৮
৩৯	সমাজচিন্তা: হিজড়া:ট্রান্সজেন্ডার ও সমকামিতা কোন পথে মানব সভ্যতা?	সংকলন: আবু আব্দুল্লাহ জনি আহমেদ	১৭-১৮
৪০	মহিলা জগৎ :ইসলাম নারীশিক্ষার পথে অন্তরায় নয়	মাহফুজুর রহমান বিন আব্দুস সাত্তার	১৭-১৮
৪১	দা'ওয়াহ ও তাবলীগী মহাসম্মেলন-২০২৪ ঈসায়ী:প্রসঙ্গ: দাওয়াহ ও তাবলীগী মহাসম্মেলন'...	আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী	১৯-২০
৪২	মহাসম্মেলনের ডাক: আমাদের করণীয়	অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম	১৯-২০
৪৩	সমাজচিন্তা: হিজড়া:ট্রান্সজেন্ডার ও সমকামিতা কোন পথে মানব সভ্যতা?	সংকলন: আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ	১৯-২০
৪৪	প্রাসঙ্গিক ভাবনা: স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে পাঠাভ্যাস বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা	এম এ মতিন	১৯-২০
৪৫	নিভৃত ভাবনা: মুসলিম মানস ও উন্নত চেতনা গঠনে "সাপ্তাহিক আরাফাত" ও "মাসিক তজ...	মাযহারুল ইসলাম	১৯-২০
৪৬	স্মৃতিচারণ: আপনজন হারানোর মর্মপীড়া: সাতদশকের দুঃখগাঁথা	আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী	২১-২২
৪৭	সমাজচিন্তা: হিজড়া:ট্রান্সজেন্ডার ও সমকামিতা কোন পথে মানব সভ্যতা?	সংকলন: আবু আব্দুল্লাহ জনি আহমেদ	২১-২২
৪৮	ইতিহাস-ঐতিহ্য: জন্মদিন পালনের ইতিহাস	নাজমুস সাকিব	২১-২২
৪৯	বিস্ময় বৈচিত্র্য: কিডনি: প্রাকৃতিক ছাঁকনি	মো. হারুনুর রশিদ	২১-২২
৫০	বিশেষপ্রতিবেদন:প্রফেসর মুজিবুর রহমানের জীবনাবসান: চন্দ্রালোকে অমানিশা	আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী	২৩-২৪
৫১	সমাজচিন্তা: হিজড়া:ট্রান্সজেন্ডার ও সমকামিতা কোন পথে মানব সভ্যতা?	সংকলন: আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ	২৩-২৪
৫২	পরিবেশ-প্রকৃতি: দূষণচক্রে জেরবার: উৎকণ্ঠায় নগরবাসী	আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী	২৫-২৬
৫৩	সমাজচিন্তা: হিজড়া:ট্রান্সজেন্ডার ও সমকামিতা কোন পথে মানব সভ্যতা?	সংকলন: আবু আব্দুল্লাহ জনি আহমেদ	২৫-২৬
৫৪	কিশোর ভুবন: আমি বরকতময় রাত!	অনুবাদ: হাফিজুর রহমান	২৫-২৬
৫৫	নিবন্ধ: সালাত আদায় করার সঠিক পদ্ধতি	আরাফাত ডেস্ক	২৫-২৬

৬৫ বর্ষ ॥ ৪৯-৫০ সংখ্যা ❖ ২৩ সেপ্টেম্বর- ২০২৪ ঈ. ❖ ১৯ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৬ হি.

ক্রম	শিরোনাম	লেখকের নাম	সংখ্যা
৫৬	পরিবেশ-প্রকৃতি: জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব: উৎকণ্ঠায় বিশ্ববাসী	আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী	২৭-২৮
৫৭	মহিলা জগৎ: ঈদের জামা'আতে মহিলাদের অংশগ্রহণ: একটি শরঈ বিশ্লেষণ	আব্দুল মতিন বিন আব্দুল জব্বার	২৭-২৮
৫৮	নিভৃত ভাবনা: আমরা সংস্কৃতি থেকে কি শিখব?	এইচ. আর আবু হোরায়রা	২৭-২৮
৫৯	আলোকিত ভুবন: কুরআন এবং বিজ্ঞান: কিছু কথা	আরাফাত ডেস্ক	২৭-২৮
৬০	আলোকিত জীবন: স্বর্ণাক্ষরে লেখা যাদের নাম: ইমাম 'উসমান ইব্নু সা'ঈদ আদ্ দারেমী ...	সংক্ষিপ্ত অনুবাদ: মুহাম্মাদ বিন ইদ্রিস আসারি	২৯-৩০
৬১	সমাজচিন্তা: ঈদ-উল-ফিতরের আমেজ: বহমান থাকুক ঘরে ঘরে	আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী	২৯-৩০
৬২	প্রাসঙ্গিক ভাবনা: শিক্ষকতা কেন চ্যালেঞ্জিং পেশা	সাইফুল্লাহ ত্রিশালী	২৯-৩০
৬৩	মহিলা জগত: বিশ্বের মুসলিম রমনীদের আদর্শের প্রতীক "ফাতিমাহ্	অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের	২৯-৩০
৬৪	নিভৃত ভাবনা: ফুরালো তাক্বওয়ার মাস: কী পেলাম আমরা	মাহফুজুর রহমান বিন আব্দুস সাত্তার	২৯-৩০
৬৫	আলোকিত জীবন: শেরে বাংলা: কিংবদন্তীর রাজনীতিক	প্রফেসর ড. আবুল হাসান এম সাদেক	৩১-৩২
৬৬	প্রাসঙ্গিক ভাবনা: শিক্ষকতা কেন চ্যালেঞ্জিং পেশা	সাইফুল্লাহ ত্রিশালী	৩১-৩২
৬৭	নিভৃত ভাবনা: এক দিকে মানবতা অন্যদিকে বর্বরতা	মো. কায়ছার আলী	৩১-৩২
৬৮	কিশোর ভুবন: বারবার প্রশ্ন তারপরে...	মাহফুজুর রহমান বিন আব্দুস সাত্তার	৩১-৩২
৬৯	আলোকিত ভুবন: স্মার্ট বাংলাদেশ নির্মাণে 'বিশ্ব বই দিবস'-এর গুরুত্ব	এম এ মতিন	৩১-৩২
৭০	স্বাস্থ্য-সচেতনতা: হাজ্জযাত্রীর স্বাস্থ্যকথা	প্রফেসর ডা. দেওয়ান আব্দুর রহীম	৩১-৩২
৭১	হজ্জ যাত্রীদের উদ্দেশ্যে কিছু পরামর্শ	আরাফাত ডেস্ক	৩১-৩২
৭২	আলোকিত জীবন: শেরে বাংলা: কিংবদন্তীর রাজনীতিক	প্রফেসর ড. আবুল হাসান এম সাদেক	৩৩-৩৪
৭৩	সমাজচিন্তা: শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য আমাদের কী করা দরকার?	এম এ মতিন	৩৩-৩৪
৭৪	প্রাসঙ্গিক ভাবনা: এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় শতভাগ পাস-ফেল করা প্রতিষ্ঠানের...	মো. আ. সাত্তার ইবনু ইমাম	৩৩-৩৪
৭৫	নিভৃত ভাবনা: বিশ্বরাঙ্কিংয়ে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিম্নমুখী অবস্থান: প্রতিকারে প্রস্তাবনা	প্রফেসর ড. আ ব ম সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী	৩৩-৩৪
৭৬	স্মৃতিচারণ: প্রফেসর ড. এম. এ বারী (রাহিমাহুল্লাহ) আমার দেখা কীর্তিমান দেউটি	অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের	৩৫-৩৬
৭৭	নিভৃত ভাবনা: যেমন কর্ম তেমন ফল	আব্দুল্লাহ বিন শাহেদ আল মাদানী	৩৫-৩৬
৭৮	সমাজচিন্তা: মানব জীবনে অসৎ বন্ধুর কুপ্রভাব	হাবিবুল্লাহ বিন আইয়ূব	৩৫-৩৬
৭৯	নিভৃত ভাবনা: ঈদ আনন্দ	আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী	৩৭-৩৮
৮০	সাহাবা চরিত: রঈসুল মুফাস্সিরিন 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)	ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী	৩৭-৩৮
৮১	স্মৃতিচারণ: প্রফেসর ড. এম. এ বারী (রাহিমাহুল্লাহ) আমার দেখা কীর্তিমান দেউটি	অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের	৩৭-৩৮
৮২	প্রাসঙ্গিক ভাবনা: দ্বীপ ইউনিয়ন গাবুরা: উন্নয়ন ও উন্নয়নের ঝুঁকি	মো. আরিফুর রহমান	৩৭-৩৮
৮৩	মহিলা জগৎ: নারীদের পর্দাহীনতার কারণ	এ.টি.এম. আহমাদ	৩৭-৩৮
৮৪	কিশোর ভুবন: পরমবন্ধু তালগাছ এবং পরোপকারী খোরশেদ আলী	মো. কায়ছার আলী	৩৭-৩৮
৮৫	সমাজচিন্তা: অহংকার ও পরিণতি	আব্দুল্লাহ এম. আহমাদ	৩৯-৪০
৮৬	কিশোর ভুবন: খলিফা মামুন ও প্রজ্ঞাবান বালিকা	আরাফাত ডেস্ক	৩৯-৪০
৮৭	আলোকিত ভুবন: প্রশ্নোত্তরে কুরআন জানি	সংকলনে– মো. আব্দুল হাই	৩৯-৪০
৮৮	প্রশ্নোত্তরে হাদীস জানি	সংকলনে– মো. আব্দুল হাই	৩৯-৪০
৮৯	স্মৃতিচারণ: প্রফেসর ড. এম. এ বারী (রাহিমাহুল্লাহ) আমার দেখা কীর্তিমান দেউটি	অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের	৪১-৪২
৯০	প্রাসঙ্গিক ভাবনা: সংঘাত-সহিংসতা, না অধিকার?	আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ	৪১-৪২
৯১	আলোকিত ভুবন: প্রশ্নোত্তরে কুরআন জানি	সংকলনে– মো. আব্দুল হাই	৪১-৪২
৯২	প্রশ্নোত্তরে হাদীস জানি	সংকলনে– মো. আব্দুল হাই	৪১-৪২

৬৫ বর্ষ ॥ ৪৯-৫০ সংখ্যা ❖ ২৩ সেপ্টেম্বর- ২০২৪ ঈ. ❖ ১৯ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৬ হি.

ক্রম	শিরোনাম	লেখকের নাম	সংখ্যা
৯৩	আলোকিত জীবন: শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রাহিমাহুল্লাহ)	এম. শরিফুল ইসলাম	৪৩-৪৪
৯৪	সমাজচিন্তা: দুর্নীতির কড়চা: অনপেক্ষ চিন্ত্য	আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী	৪৩-৪৪
৯৫	ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে ইসলাম যা বলে	মুহাম্মদ সাব্বির বিন জাব্বির	৪৩-৪৪
৯৬	আলোকিত ভুবন: প্রশ্নোত্তরে কুরআন জানি/প্রশ্নোত্তরে হাদীস জানি	সংকলনে– মো. আব্দুল হাই	৪৩-৪৪
৯৭	সাহাবা চরিত: উম্মুল মু'মিনীন খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র জীবনী	গ্রন্থনা ও সংক্ষিপ্তকরণে– হাফেয মুহাম্মদ আইয়ূব	৪৫-৪৬
৯৮	প্রাসঙ্গিক ভাবনা: নতুন বাংলাদেশ: আমাদের প্রত্যাশা	মো. আরিফুর রহমান	৪৫-৪৬
৯৯	সমাজচিন্তা: প্লাস্টিকের চাল আর নকল ডিম! গুজব নাকি সত্যি	আরাফাত ডেস্ক	৪৫-৪৬
১০০	নিভৃত ভাবনা: বিজ্ঞানের মুখোশ উন্মোচন	মাযহারুল ইসলাম	৪৫-৪৬
১০১	আলোকিত ভুবন: প্রশ্নোত্তরে কুরআন জানি/প্রশ্নোত্তরে হাদীস জানি	সংকলনে– মো. আব্দুল হাই	৪৫-৪৬
১০২	সমাজচিন্তা: ভারতের একতরফা পানি নীতি; সমাধানে আমাদের অবস্থান	মোহাম্মদ মাযহারুল ইসলাম	৪৭-৪৮
১০৩	বিশেষ প্রতিবেদন: অন্তর্বর্তীকালীন সরকার; আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা	আব্দুল মোমেন	৪৭-৪৮
১০৪	ইতিহাস-ঐতিহ্য? মুসলিমদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে অবদান	সংকলনে: হাফেয মুহাম্মাদ আইয়ূব বিন ইদু মিয়া	৪৭-৪৮
১০৫	স্বাস্থ্য-সচেতনতা: তীব্র গরমে স্বাস্থ্য সমস্যা	সংকলনে: মুহাম্মদ রমজান মিয়া	৪৯-৫০

ঝ. জমঈয়ত সংবাদ

ক্রম	শিরোনাম	সংখ্যা
০১	ময়মনসিংহ জেলা জমঈয়তের জেনারেল কমিটির সভা / সিরাজগঞ্জে নতুন আহলে হাদীস মসজিদের উদ্বোধন	০১-০২
০২	রাজশাহী পশ্চিম জেলার মোহনপুর উপজেলা শাখা সাধারণ সভা	০৩-০৪
০৩	ফিলিস্তিনি মুসলিমদের প্রতি মাননীয় জমঈয়ত সভাপতির একাত্মতা প্রকাশ / ঢাকা মহানগর দক্ষিণ-এর পরিচালনায় সাপ্তাহিক আলোচনা সভা / সাতক্ষীরা জেলা জমঈয়তের বর্ধিত সাধারণ সভা / খুলনা জেলা জমঈয়তের নিয়মিত কর্মসূচি / বগুড়ার গাবতলী এলাকা জমঈয়তের নতুন কমিটির পরিচিতি সভা	০৫-০৬
০৪	আহলে হাদীস তালীমী বোর্ডের পরীক্ষা সম্পন্ন / রাজশাহী পশ্চিম জেলা জমঈয়ত শাখা দায়িত্বশীল সভা অনুষ্ঠিত / ঝিনাইদহ জেলা জমিঈয়তের সাংগঠনিক কর্মসূচি / রংপুর জেলা জমঈয়তের সাধারণ সভা / কুমিল্লা জেলার বুড়িচং উপজেলা সদরে কমিটি গঠন ও অফিস উদ্বোধন উপলক্ষে সাধারণ সভা / বাগেরহাট সদর এলাকা জমঈয়তের উদ্যোগে সাংগঠনিক সভা	০৯-১০
০৫	ধামরাই এলাকা জমঈয়তের প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও কাউন্সিল অধিবেশন / দিনাজপুরে গঠনতন্ত্র ও বইপাঠ প্রতিযোগিতার পরীক্ষা এবং সুধী সমাবেশ / বাগেরহাট সদর এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীসের উদ্যোগে সাংগঠনিক কার্যক্রম / শালবন মিস্ত্রিপাড়া আহলে হাদীস জামে মসজিদের বর্ধিত অংশের ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন / গাইবান্ধায় দারুল আমান জমঈয়তে আহলে হাদীস জামে মসজিদের উদ্বোধন	১১-১২
০৬	বাগেরহাট সদর এলাকা জমঈয়তের সভা	১৩-১৪
০৭	আল কুরআনে চিকিৎসা বিজ্ঞান শীর্ষক সেমিনার / আল কাসিম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা জমঈয়ত গঠন	১৭-১৮
০৮	উত্তরা এলাকা জমঈয়তের কাউন্সিল সম্পন্ন / জমঈয়তের কেন্দ্রীয় মহাসম্মেলন সফল করতে ঝিনাইদহ জেলার কর্মতৎপরতা / জমঈয়তের কেন্দ্রীয় মহাসম্মেলন সফল করতে গাইবান্ধা জেলার কর্মতৎপরতা / বাগেরহাট সদর এলাকা জমঈয়তের সাংগঠনিক কার্যক্রম	১৯-২০
০৯	ঐতিহ্যবাহী বংশাল বড়ো মসজিদে ইফতার মাহফিল / কেন্দ্রীয় জমঈয়তের উদ্যোগে রমাযানে দেশব্যাপী দাওয়াহ কর্মসূচি / উত্তরা এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সুধী সমাবেশ ও ইফতার মাহফিল	২৩-২৪
১০	কেন্দ্রীয় জমঈয়তের উদ্যোগে রমাযানে দেশব্যাপী দাওয়াহ কর্মসূচি / মক্কা ইলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীসের আহ্বায়ক কমিটি গঠন	৩৩-৩৪
১১	ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের সাংগঠনিক কার্যক্রম / কুমিল্লা জেলা জমঈয়তের মাসিক সভা	৩৫-৩৬

১২	ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জমঈয়তের সাংগঠনিক কার্যক্রম / ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের সাংগঠনিক সফর	৪৫-৪৬
১৩	কুষ্টিয়া জেলা জমঈয়তের কাউন্সিল সম্পন্ন / কাঞ্চন এলাকা জমঈয়তের কাউন্সিল	৪৭-৪৮
১৪	মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা জমঈয়ত গঠিত / নারায়ণগঞ্জ মহানগর জমঈয়তের কর্মী সমাবেশ ও শুব্বানের কাউন্সিল / ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের সাংগঠনিক প্রতিবেদন / নারায়ণগঞ্জ জেলার নোয়াগাঁও কালনী এলাকার দাওয়াহ সম্মেলন	৪৯-৫০

ঞ. শুব্বান সংবাদ

ক্রম	শিরোনাম	সংখ্যা
০১	কেন্দ্রীয় শুব্বানের ১০ম সেশনের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত / কেন্দ্রীয় শুব্বানের উদ্যোগে শেরপুরে তাবলীগী সফর / কেন্দ্রীয় শুব্বানের নিয়মিত মাসিক আলোচনা সভা / মাদ্‌রাসা মোহাম্মাদীয়া আরাবিয়া শাখা শুব্বানের বিশেষ সভা / সিরাজগঞ্জ জেলা শুব্বানের উদ্যোগে তাবলীগী সফর / মিরপুর শাখা শুব্বানের মাসিক আলোচনা সভা / ঢাকা-মানিকগঞ্জ সাংগঠনিক জেলা শুব্বানের কার্যক্রম	০৩-০৪
০২	কাঞ্চন মুসলিমনগর উত্তরটেক মসজিদ মক্তবের কুরআন সবক অনুষ্ঠান / নওগাঁর সাপাহারে শুব্বানের কর্মী প্রশিক্ষণ কর্মশালা / দিনাজপুর জেলার সাংগঠনিক সফর	০৫-০৬
০৩	কেন্দ্রীয় শুব্বানের অনলাইন সালেহ কর্মশালা অনুষ্ঠিত / কেন্দ্রীয় শুব্বানের ১০ম সেশনের ২য় সভা অনুষ্ঠিত / যশোর জেলা শুব্বানের কাউন্সিল অনুষ্ঠিত / ঠাকুরগাঁও জেলা শুব্বানের ৬ষ্ঠ কাউন্সিল অনুষ্ঠিত / নরসিংদী জেলার ২৭টি মসজিদে শুব্বানের তাবলীগী সফর	০৯-১০
০৪	ঢাকা জেলার ২১টি মসজিদে শুব্বানের দাওয়াহ ও তাবলীগী সফর	১১-১২
০৫	মিরপুর শাখা শুব্বানের কাউন্সিল ও নবীন-প্রবীণ শুভেচ্ছা বিনিময় / নওগাঁ জেলা শুব্বানের কাউন্সিল	১৭-১৮
০৬	নারায়ণগঞ্জ জেলা শুব্বানের কাউন্সিল অনুষ্ঠিত / জামলপুর জেলা শুব্বানের কাউন্সিল অনুষ্ঠিত / মাদ্‌রাসাতুল হাদীস নাজির বাজার শুব্বানের কাউন্সিল অনুষ্ঠিত	১৯-২০
০৭	কেন্দ্রীয় শুব্বানের সালেহ কর্মশালা ও ইফতার মাহফিল / শুব্বানের ব্যবস্থাপনায় দেশব্যাপী কুরআন শিক্ষা কার্যক্রমের সফল সমাপ্তি / দোলেশ্বর ও দোলেশ্বর মাদ্‌রাসা শাখা শুব্বানের কাউন্সিল অনুষ্ঠিত / মাসিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত	১৯-২০
০৮	কেন্দ্রীয় শুব্বানের মাসিক আলোচনা সভা ও অনলাইন বই পাঠ প্রতিযোগিতা	৩৩-৩৪
০৯	দিনব্যাপী কেন্দ্রীয় শুব্বানের দায়িত্বশীল কর্মশালা অনুষ্ঠিত / নারায়ণগঞ্জ জেলার ৫২টি মসজিদে শুব্বানের দাওয়াতী সফর / সাতক্ষীরা জেলা শুব্বানের কাউন্সিল অনুষ্ঠিত	৩৫-৩৬
১০	১০ম সেশনের মজলিসে আমের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত / বরিশাল জেলা জমঈয়ত ও শুব্বানের প্রথম কাউন্সিল অনুষ্ঠিত / টাঙ্গাইল জেলায় আরেফ প্রশিক্ষণ কর্মশালা / দিনাজপুর জেলায় আরেফ প্রশিক্ষণ কর্মশালা	৪৯-৫০

ট. যারা ইন্তিকাল করেছেন

ক্রম	নাম	জেলা/উপজেলা/থানার নাম	সংখ্যা
০১	অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক	গাইবান্ধা	০১-০২
০২	শাইখ আব্দুন নূর বিন আবদুল জাব্বার মাদানী	রংপুর	০১-০২
০৩	আলহাজ্জ আব্দুল করীম সরকার	রাণ্ডিলাবাহাদুর, সিরাজগঞ্জ	০১-০২
০৪	আলহাজ্জ মোহাম্মদ আলী হোসেন	ঢাকা ও মানিকগঞ্জ	০৭-০৮
০৫	মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম (বকুল)	ঝিনাইদহ	১১-১২
০৬	মাস্টার আব্দুলাহেল বাকী	গোবরদাঁড়ী, সাতক্ষীরা	১৫-১৬
০৭	আলহাজ্জ দেলোয়ার হোসেন সরকার	গাইবান্ধা	১৫-১৬
০৮	মাওলানা আ.ন.ম জারজিসুল আলম	বাগবাড়ী, বগুড়া	২১-২২
০৯	জনাব আব্দুর রহমান পুটু	বাইগুনী দ. পাড়া, গাবতলী, বগুড়া	২৭-২৮
১০	মাওলানা মুসা কালিমুল্লাহ	কালিকাপুর, নওগাঁ	২৯-৩০

১১	আলহাজ্জ মজিবর রহমান সরকার	কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ	৪৫-৪৬
১২	মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ বিন আ. আজিজ	চিরিরবন্দর, দিনাজপুর	৪৯-৫০
১৩	শাইখ যিল্লুল বাসেত (রহিমাহুল্লাহ)-এর কনিষ্ঠ পুত্র মাহমুদুল বাসেত	উত্তরখান, উযানপুর, ঢাকা	৪৯-৫০

ঠ. জিজ্ঞাসা ও জবাব

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

ড. প্রচ্ছদ পরিচিতি

ক্রম	নাম	লেখকের নাম	সংখ্যা
০১	ঐতিহাসিক আদিনা মসজিদ	আব্দুল মোহাইমেন সাআদ	০১-০২
০২	আল-জামিয়া-তুস-সালাফিয়া, বারাণসী	আব্দুল মোহাইমেন সাআদ	০৩-০৪
০৩	গাজা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ফিলিস্তিন	আব্দুল মোহাইমেন সাআদ	০৫-০৬
০৪	যে মসজিদের সাদা মিনারের উপরে অবতরণ করবেন 'ঈসা (আলাইহিস সালাম)	আব্দুল মোহাইমেন সাআদ	০৭-০৮
০৫	(১) কিং 'আব্দুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয় (২) কিং ফয়সাল বিশ্ববিদ্যালয়	আব্দুল মোহাইমেন সাআদ	০৯-১০
০৬	(৩) কিং সৌদ বিশ্ববিদ্যালয় (৪) কিং ফাহদ ইউনিভার্সিটি অফ পেট্রোলিয়াম এন্ড মিনারেলস	আব্দুল মোহাইমেন সাআদ	১১-১২
০৭	(৫) কিং খালিদ ইউনিভার্সিটি (৬) ইমাম 'আব্দুর রহমান বিন ফয়সাল ইউনিভার্সিটি	আব্দুল মোহাইমেন সাআদ	১৩-১৪
০৮	(৭) কিং সউদ বিন আব্দুল-আজিজ ইউনিভার্সিটি ফর হেলথ সায়েন্স	আব্দুল মোহাইমেন সাআদ	১৫-১৬
০৯	(৮) কিং ফয়সাল বিশ্ববিদ্যালয়	আব্দুল মোহাইমেন সাআদ	১৭-১৮
১০	(৯) কাসিম বিশ্ববিদ্যালয়	আব্দুল মোহাইমেন সাআদ	২১-২২
১১	(১০) উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়	আব্দুল মোহাইমেন সাআদ	২৩-২৪
১২	আমাদের জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম	আব্দুল মোহাইমেন সাআদ	২৫-২৬
১৩	ইউরোপের ঈদের সবচেয়ে বড়ো জামা'আত অনুষ্ঠিত হয় যে মসজিদে: মস্কো ক্যাথেড্রাল...	আব্দুল মোহাইমেন সাআদ	২৭-২৮
১৪	সুলতান হাসান আল বালখিয়া মসজিদ ফিলিপাইনের এক নান্দনিক স্থাপনা	আবু ফাইয়ায	২৯-৩০
১৫	বড় সোনা মসজিদ	আব্দুল মোহাইমেন সাআদ	৩১-৩২
১৬	যমযম কূপ: সৃষ্টির বিস্ময়	প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম	৩৩-৩৪
১৭	তাইপেই শাহী মসজিদ	আব্দুল মোহাইমেন সাআদ	৩৫-৩৬
১৮	নান্দনিক স্থাপনা মক্কা রয়েল ক্লক টাওয়ার	আবূ ফাইয়ায	৩৭-৩৮
১৯	ডাবলিন মসজিদের পটভূমি	আবূ ফাইয়ায	৩৯-৪০
২০	দেমাকের গ্রেট মসজিদ	আবূ ফাইয়ায	৪১-৪২
২১	পোপের দেশে পশ্চিম ইউরোপের বৃহত্তম মসজিদ	আবু ফাইয়ায	৪৩-৪৪
২২	ওয়াজির খান মসজিদ	আব্দুল মোহাইমেন সাআদ	৪৫-৪৬
২৩	ঘানা জাতীয় মসজিদ	আব্দুল মোহাইমেন সা'আদ	৪৭-৪৮
২৪	কোবে মসজিদ	আব্দুল মোহাইমেন সা'আদ	৪৯-৫০

আলহামদুলিল্লাহ ৬৫ বর্ষ সমাপ্ত

সূচীপত্র

الجامعة الإسلامية العالمية للعلوم والتقنية ببنغلاديش

ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বাংলাদেশ

IIUSTB

ভর্তি চলছে

সরকার এবং ইউজিসি অনুমোদিত

অনার্স প্রোগ্রাম

মেধাবৃত্তির সুবিধা

- B.A in Al Quran and Islamic Studies
- B.Sc in Computer Science & Engineering
- B.Sc in Electrical & Electronic Engineering
- Bachelor of Business Administration

মাস্টার্স প্রোগ্রাম

- M.A in Al Quran and Islamic Studies
- Master of Business Administration

বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ

- মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে নিজস্ব ৯ একর জমির উপর স্থায়ী গ্রীন ক্যাম্পাস
- উচ্চতর গবেষণা এবং কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা
- আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিক্ষা ও গবেষণা
- দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা শিক্ষকমন্ডলী
- ডেডিকেটেড ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটসহ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার ল্যাব
- আধুনিক মেশিনারিজ ও যন্ত্রপাতি সজ্জিত ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাব
- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ক্যাম্পাস
- 'সাইলেন্ট স্টাডি' এবং 'গ্রুপ স্টাডি' সুবিধাসহ বিশাল লাইব্রেরী
- ২৪x৭ সিসিটিভি ক্যামেরা এবং নিরাপত্তা প্রহরী
- শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার গঠনে ইনটেনসিভ কেয়ার এবং কাউন্সেলিং
- ২৪x৭ বিদ্যুৎ (নিজস্ব ৫০০ কেভিএ সাব-স্টেশন এবং জেনারেটর)

নিজস্ব খেলার মাঠ

01329-728375-78 www.iiustb.ac.bd info@iiustb.ac.bd

স্থায়ী ক্যাম্পাস : বাইপাইল, আশুলিয়া, ঢাকা-১৩৪৯। (বাইপাইল বাস স্ট্যান্ড থেকে আধা কি.মি. উত্তরে, ঢাকা-ইপিজেড সংলগ্ন)

THE WEEKLY ARAFAT, REG. DA.60 ■ PRICE Tk.**25.00**

একনজরে ৬৫তম বর্ষের প্রচ্ছদগুলো

প্রফেসর ড. এম.এ. বারীর পক্ষে **অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক** কর্তৃক **আল হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং** হাউজ: ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত